সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা

Suprovat Sydney, November 2020, Volume-11, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

ইসলামবিদ্বেষঃ ফ্রান্স বনাম বাংলাদেশ

ড.ফারুক আমিন

গত ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি আঞ্চলিক সাবার্বের হাইস্কুলের শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটি স্কুল ছুটির পর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। স্কুলের একটু দুরেই আবদুল্লাহ আনজরভ নামের আঠারো বছর বয়সী এক তরুণ বিকেল পাঁচটায় ছুরি হাতে তার উপর আক্রমণ করে। রাস্তার উপরেই আনজরভ সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক প্যাটির বুক ও পেটে ছুরিকাঘাত করে এবং প্যাটি যখন মাটিতে **২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

এনএসডব্লিউ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সরকারি গুম-খুনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেট নিউ সাউথ ওয়েলসের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের গণতন্ত্রহীনতা, স্বৈরাচারী শাসন, বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও ছাত্রলীগের ধর্ষণ-উৎসব প্রসঙ্গে এবার একটি নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর **১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের অস্ট্রেলিয়া কমিটির অনুমোদন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি মোল্যা মো. রাশিদুল হককে সভাপতি এবং সানিয়াত ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে **১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

অভিজ্ঞ মহিলা ইন্সট্রাক্টর দ্বারা পরিচালিত

RAYAN DRIVING SCHOOL

Shahanaz Uddin (Mukti)

0421 324 043

সুবিধা সমূহ

* ২০ বছরের দক্ষ মহিলা প্রশিক্ষক
* যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখুন
* বাংলায় কথা বলার সুযোগ

Omrah Hajj

Authorized Omrah Agent

LTC Lakemba Travel Centre

Please Contact Now

8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia

বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা

ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬

02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

Solar World

Residential & Commercial

Government Rebate Still Available

১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা

Special discount (18+4 panel free) 6.6 kw - $2499*

Quality Assured

We Provide CEC accredited Product

1300 131 989

HOT LINE : 0430 534 809

T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

করোনাভাইরাসের এই মহামারী চলাকালেই বাংলাদেশে আমরা দেখতে পেলাম ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের আরেক মহামারী শুরু হয়েছে পাশাপাশি একই সময়ে। মৃত্যু ও অসুস্থতার এই ভয়াবহ আশংকাও একদল মানুষকে বাংলাদেশে ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারছে না, বরং পুরো দেশজুড়ে যেন একদল নরপশু কার্তিক মাসের উম্মাদ কুকুরের মতো হামলে পড়ছে অসহায় নারীদের উপর। ধর্ষণের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এইসব নরপশুদের প্রায় সবাই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কিংবা তার অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ-যুবলীগের সাথে জড়িত। এতেই বুঝা যায় এদের এই পশু হয়ে উঠার মূল কারণ হলো বাংলাদেশে চলমান বিচারহীনতা এবং ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার সংস্কৃতি।

আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত লোকজন জেনে গেছে বাংলাদেশে তাদের কোন অপরাধের বিচার হবে না। জনবিক্ষোভের কারণে অথবা হঠাৎ কোন ঘটনা ইন্টারনেটের বদৌলতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেলে তখন হয়তো পুলিশ তাদেরকে লোকরঞ্জনের জন্য গ্রেফতার করতেও পারে, তথাপি অনুগত বিচারবিভাগের নানা কারসাজিতে তারা যথাসময়ে মুক্ত হয়ে আবার স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিকৃত বিকার চর্চা করতে ফিরে আসবে।

ঠিক এ কারণেই আওয়ামীরা বাংলাদেশে খুন-জবরদখল-অপহরণ কিংবা হুমকি দান বা নির্যাতন সব ধরণের অপরাধের মহোৎসবে মেতে উঠেছে। ধর্ষণ তাদের কাছে ক্ষমতা পোক্ত করার এমনই এক উপায়, অন্য সব অন্যায়ের মতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংঘাতে ধর্ষণকে বিপক্ষ দলনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারে ইতিহাস আছে। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা সম্প্রতিকালে বসনিয়া যুদ্ধ, কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ অথবা রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধ বা ঘরের কাছে মায়ানমানের রোহিঙ্গা সংকট; এমন নানা সংঘাত ও সংকটে দেখা গেছে একদল গণহারে বিপক্ষ দলের সাধারণ নারীদেরকে ধর্ষণ করছে।

ক্ষমতা দখল করে রাখা আওয়ামী চেতনাধারী বর্বরদের কাছে বাংলাদেশের সাধারণ নারীরাও আজ তেমনই এক বিপক্ষ শক্তি। তারা খুব ভালো করেই জানে সাধারণ মানুষ ভোট দেয়ার অধিকার ফিরে পেলে, মুক্তকণ্ঠে মনের কথা বলার সুযোগ পেলে সারা দেশ থেকে তারাই এই জবরদখলকারী ফ্যাসিবাদীদেরকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। সুতরাং ভয়ের সংস্কৃতি জিইয়ে রাখার জন্য এবং ক্ষমতার দখল পোক্ত করার জন্য তারা এই ধর্ষণ মচ্ছবে লিপ্ত হয়েছে। তাদের বিকৃত যৌন লিপ্সা পূরণ করার এক্ষেত্রে এক বোনাস প্রাপ্তি তাদের জন্য।

বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজক জীবন নিশ্চিত করার জন্য, মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই ফ্যাসিবাদী দখলদারকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখা ক্ষমতার মসনদ থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে তাদের জন্য যথাযথ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। যতদিন না বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততদিন অন্য সবার মতো বাংলাদেশের নারীদেরকেও এই তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে ব্যবসা করা তস্করদের ক্ষমতার শিকার হয়ে যেতেই হবে।

বঙ্গ বন্ধুর আদর্শের সন্তানদের দুঃশাসনে জনজীবন অতিষ্ঠ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সারা বিশ্ব যখন কোরোনার থাবায় জ্ঞান শূন্য ঠিক সে মুহূর্তে বাংলাদেশে চলছে কিছু মানুষ নামের হায়েনাদের উন্মাদনা। একের পর ধর্ষণ করে যাচ্ছে। স্বৈরাচারী হাসিনা লোক দেখানো সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যু দন্ড ঘোষণা করলেও তার কোনো কার্যকরিতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। মুজিব কোট ধারী আওয়ামী নরপশুর দল যত্র তত্র,যেখানে -সেখানে ধর্ষন করছে। সরকার কোনো বিচারতো করছেই না বরং বিশ্রী মন্তব্য করে আরো উস্কানি দিচ্ছে,ধর্ষণ রোধে উৎসাহিত করছে চেতনা বাজ সরকার। চারদিকে গুম,খুন,ধর্ষণ,ব্যাঙ্ক চুরির মহোৎসবে মেতেছে মুজিববাদী সন্ত্রাসীরা। ভারতীয় আগ্রাসনে দেশ ধ্বংসের শেষ সীমায়,সেনাবাহিনীকে কৌশলে পঙ্গু বানিয়ে সমগ্র জাতিকে জিম্মী করে রেখেছে এ হায়েনা সরকার।

অন্যদিকে,বাংলাদেশের একজন প্রথম সারির সম্মানিত অফিসার লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ

আহম্মেদ খানকে অপদস্ত করে আওয়ামী সন্ত্রাসী সাংসদ হাজি সেলিমের ছেলে ইরফান মোহাম্মদ সেলিম। সাংসদ হাজি সেলিমের গাড়িতে মোটরসাইকেলের ঘষা লাগায় গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইক আরোহী নৌবাহিনীর কর্মকর্তাকে বেদম পেটানো হয়। পরে ইরফানের বাসায় রেইড দিয়ে উদ্ধার করা হয় কালো রং এর বিদেশি পিস্তল এবং সাদা রং এর জিপারযুক্ত স্বচ্ছ এয়ারটাইট পলিপ্যাক থেকে ২০৩টি করে ৪০৬টি ইয়াবা উদ্ধার হয়। ওই ভবনের চার তলার অন্যপাশে পাওয়া যায় মো. ইরফান সেলিম (৩৭) কে। তাঁর ব্যক্তিগত বিছানার তোশকের ডানপাশের নিচ থেকে পাওয়া যায় পিস্তল।

জাহিদুল মোল্লা ও ইরফান সেলিম দুজনের পিস্তল একই ব্র্যান্ডের। জাহিদুলের জিম্মা থেকে উদ্ধার বিদেশি পিস্তলটি কালো রং এর। ব্যারেলের একদিকে ইংরেজি হরফে লেখা মেড ইন ইউএসএ, অপরদিকে লেখা অটো পিস্তল। পিস্তলের ওপরে লেখা আর্মি। পিস্তলটির ব্যারেলের দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চি। বাঁট সাদা রং এর। বাঁটের দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৭ ইঞ্চি। দুই রাউন্ড গুলিসহ একটি ম্যাগাজিন ছিল এতে। প্রতিটি গুলির গায়ে ইংরেজিতে লেখা কে এফ এবং ৭.৬৫। ইরফান সেলিমের কাছ থেকে পাওয়া গুলি ও ম্যাগাজিনের সংখ্যাও এক। এগুলোতেও ইংরেজিতে লেখা কে এফ এবং ৭.৬৫।

সংগৃহীত জব্দতালিকায় এয়ারগান, কালো রং এর দুটি ছোরা, চাইনিজ কুড়াল, ৩৮টি কালো রঙের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ব্যাটারি এবং চার্জারসহ ওয়াকিটকি, হ্যান্ডকাফসহ ব্রিফকেস, একটি ক্যামেরাযুক্ত ড্রোন, বিয়ার ও মদের কথা উল্লেখ আছে। র‍্যাব বলেছে অবৈধ অস্ত্র, গুলি এবং মাদক বিষয়ে আসামিদের জিজ্ঞাসা করলে সন্তোষজনক জবাব কিংবা কোনো বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য্য বেপার হচ্ছে -এতো এতো অবৈধ অস্ত্র ও মাদকসহ আটকের পরেও কোনো মিডিয়ায় হেডলাইন আসেনি -জঙ্গি আটক বা বিপুল অস্ত্র সহ জঙ্গি আটক। অথচ কুকুরেরদল অকারনে নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের বাসায় হানা দিয়ে ইসলামী দু একটি পড়ার বইকে নিয়ে হেডলাইন করে- বিপুল জঙ্গি বই উদ্ধার ইত্যাদি। জনগণ সব বুঝে। সময় সুযোগ এলে এর প্রতিটি প্রতিদান করায় গন্ডায় আদায় করে নেয়া হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়।

Kheir Lawyers

Result Driven | Community Focused

Kheir Lawyers have been operating as experts in a wide range of legal fields for nearly 20 years, with a combined experience of over 50 years.

We cater for a diverse community with distinct needs, overcoming cultural and language barriers to achieve the best outcome for our clients. Our law firm has a diverse range of lawyers working in most areas the law.

Kheir Lawyers work with the most senior and experienced barristers in their field.

Personal Injury
Work Injury
Insurance Claims
Family Law
Criminal Law
Conveyancing
Motor Vehicle Accidents
Wills & Estate Planning
& MORE!

45 Stanley Street Bankstown NSW 2200 02 9790 2522 kheirlawyers.com.au

আপনার যে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ চাই? | যোগাযোগ করুন! **Kheir Lawyers**

HALAL GROCERY DELIVERED FRESH TO YOUR DOOR

WELCOME
HalalBazar.com.au

Your Trusted Online Halal Grocery and Halal Butchery

- Shop Online 24×7
- Comparatively Lowest Price
- We Deliver in Greater Sydney Suburbs
- Flat Delivery Cost

ALL MEAT SUPPLIED BY
AHMED EL CHAMI HALAL BUTCHERY, LAKEMBA

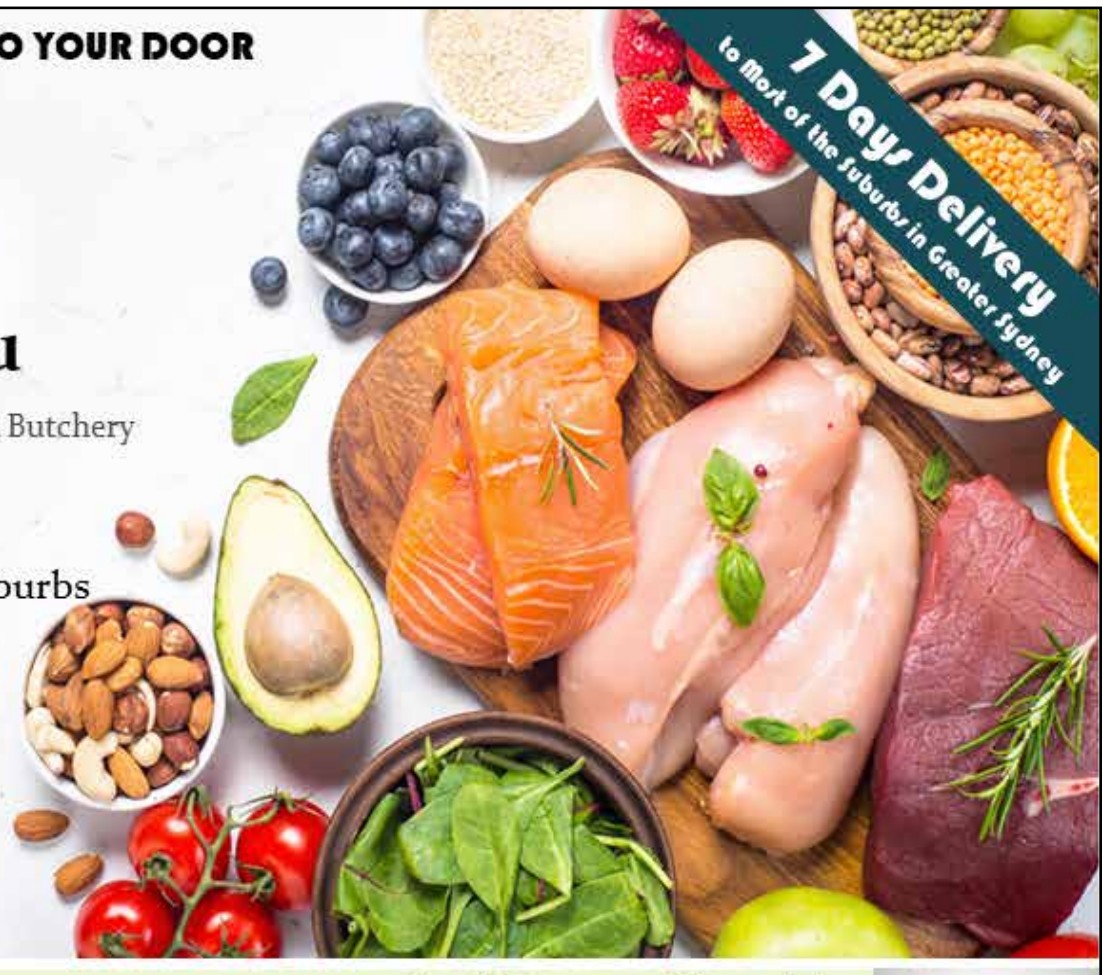

- Fresh Hand Slaughtered Chicken
- Fresh Meat (Beef, Lamb, Goat)
- Frozen Fish, Vegetables and Snacks
- Fresh Fruits and Vegetables
  - Freshly Picked
  - Freshly Packed
  - Freshly Delivered

100% HALAL PRODUCTS حلال

www.halalbazar.com.au | 0468 344 455

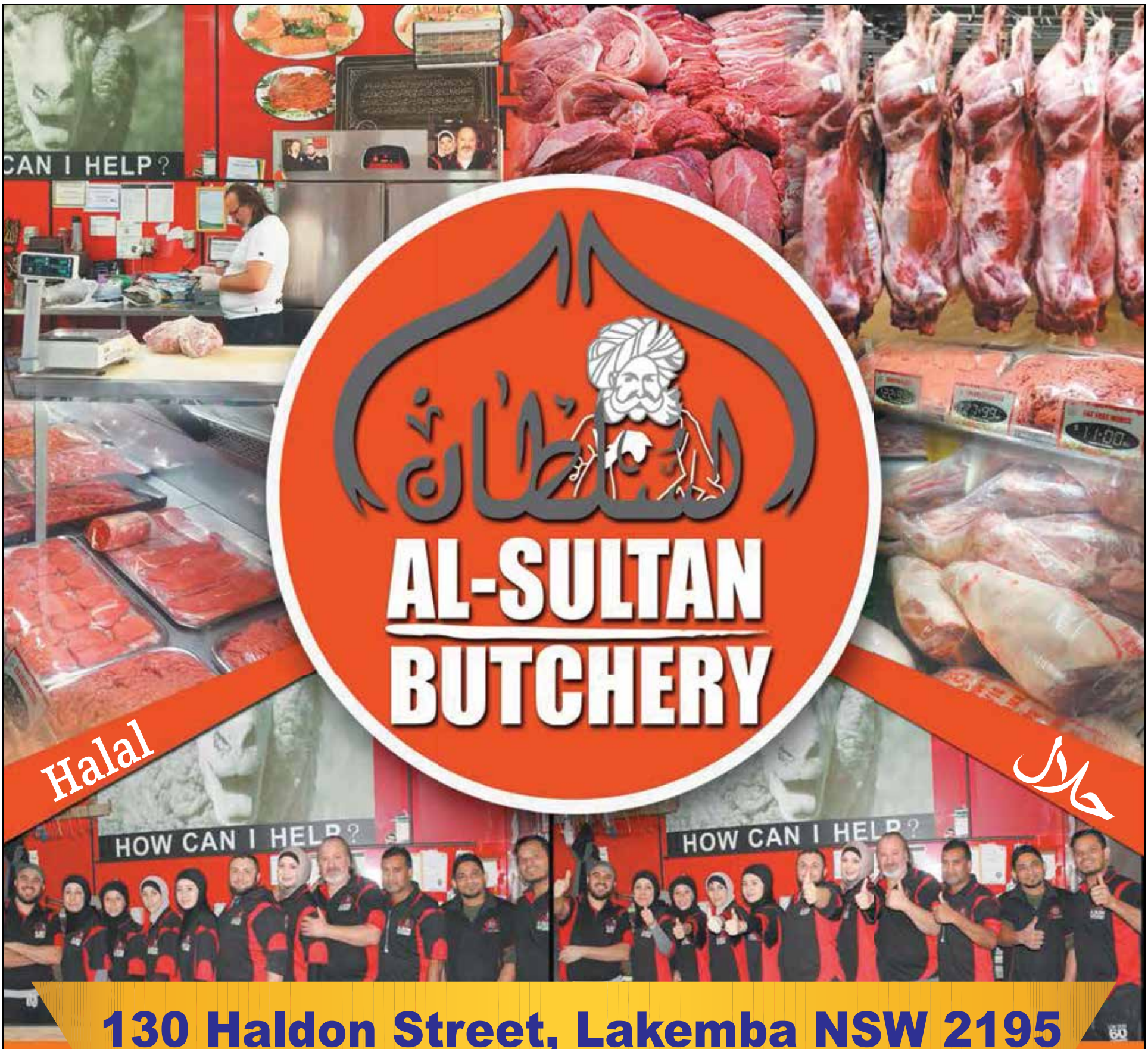

CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের শপথ

মো. মোসলেহউদ্দিন হাওলাদার আরিফ

বিএনপির জাতীয় নেতাদের মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। দেশনেত্রীসহ বিরোধী দলীয় শীর্ষ নেতাদের সাজানো মামলায় দন্ড দিয়ে অযোগ্য করার চেষ্টা চলছে

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে আধিপত্যবাদী চক্রের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়ে সিপাহী-জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিলো। তাদের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমেই রক্ষা পায় সদ্য অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কয়েক দিনের দুঃস্বপ্নের প্রহর শেষে সিপাহী-জনতা ক্যান্টনমেন্টের বন্দিদশা থেকে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপদ্রষ্টা এবং বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা সফল রাষ্ট্রনায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে মুক্ত করে দেশ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে। তাই ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যমন্ডিত দিন। সিপাহী-জনতার বিপবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন, জনজীবনের বিশৃঙ্খলাসহ তখনকার বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ থেকে দেশ একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে ফিরে আসে। জাতীয় ইতিহাসের এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন বিএনপি অস্ট্রেলিয়া দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটির গুরুত্ব আরোপ করে বিএনপিসহ বিভিন্ন সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৯৭৫ সালের ৩ থেকে ৬ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল। হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর সেনাবাহিনীর একটি উচ্চাভিলাষী দল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনে বন্দি করে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় দেশের সাধারণ জনগণ ও সিপাহীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সর্বমহলে, বিশেষত সিপাহীদের কাছে ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। ফলে তারা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ ও জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৬ নভেম্বর মধ্যরাতে ঘটে সিপাহী-জনতার ঐক্যবদ্ধ এক বিপ্লব, যা ইতিহাসে জাতীয় বিপব ও সংহতি দিবস হিসেবে স্থান লাভ করেছে। দেশবাসী সে দিন জিয়ার হাতেই তুলে দিয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতা স্বকীয়ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চক্রান্তকারীদের খপ্পর থেকে দেশকে উদ্ধার করে ২৫ বছরের গোলামি চুক্তিকে হিমাগারে ফেলে দিয়ে সত্যিকার স্বাধীন-সার্বভৌমরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেয়। ওই সময় বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ (গুটি কয়েক বৈদেশিক অনুচর ছাড়া) এবং সশস্ত্রবাহিনীর পূর্ণসমর্থন ও আস্থা নিয়ে দেশকে একটি উন্নতি, অগ্রগতি ও শান্তির পথে নিয়ে যায়। সিপাহী-জনতারমিলিত বিপবে নস্যাৎ হয়ে যায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র।

আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায় বাংলাদেশ। ৭ নভেম্বরের বিপব সম্পর্কে তদানীন্তন দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়, 'সিপাহী ওজনতার মিলিত বিপ্লবে চারদিনের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১টায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীর সিপাহী-জওয়ানরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। ষড়যন্ত্রের নাগপাশ ছিন্ন করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করেছেন বিপবী সিপাহীরা। ৭ নভেম্বর শুক্রবার ভোরে রেডিওতে ভেসে আসে, 'আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি।' জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সবার প্রতি আহ্বান জানান। ওইদিন রাজধানী ঢাকা ছিল মিছিলের নগরী। পথে পথে সিপাহী-জনতা আলিঙ্গন করেছেএকে অপরকে। নারায়ে তাকবির আলাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে ফেটে পড়েন তারা। সিপাহী-জনতার মিলিত বিপবে ভন্ডুল হয়ে যায় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী সব ষড়যন্ত্র। আনন্দে উদ্বেলিত হাজার হাজার মানুষ নেমে আসেন রাজপথে। সাধারণ মানুষ ট্যাঙ্কের নলে পরিয়ে দেন ফুলের মালা। এই আনন্দেও ঢেউ রাজধানী ছাড়িয়ে দেশের সব শহর -নগর-গ্রামেও পৌঁছে যায়। এবার জাতীয় বিপব ও সংহতি দিবস এমনএক সময় পালিত হচ্ছে যখন দলের চেয়ারপার্সন দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া সাজানো মামলায় নজরবন্দী আবারো একই আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদার একদলীয় সরকারের দুঃশাসনে দেশের মানুষ নির্যাতিত। গণতন্ত্রকে দেয়া হয়েছে নির্বাসনে। মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। সরকারি দল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড এক রকম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক দলের অনেক কার্যালয়। বিএনপির জাতীয় নেতাদের মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। দেশনেত্রীসহ বিরোধী দলীয় শীর্ষ নেতাদের সাজানো মামলায় দন্ড দিয়ে অযোগ্য করার চেষ্টা চলছে। ৫ জানুয়ারির মতো ভোটার ও প্রার্থী বিহীন একদলীয় কলঙ্কিত নির্বাচনের নামে ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে আছে। দেশ নানামুখী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছে। এ সুযোগে সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, এমপিসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা চরম দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। দেশের আইনশৃংখলার চরম অবনতিসহ এক আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দেশের মানুষ এখন মুক্তির জন্য নতুন এক বিপ্লবের প্রহর গুনছে। বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষথেকে সংহতি দিবসে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ৭ নভেম্বরের চেতনায় সকল জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাই। সরকারের নতজানু নীতির কারণেই দেশের সার্বভৌমত্ব দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে আবারো বিদেশি শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া শিখন্ডি সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতাকে জোর করে আঁকড়ে ধরেছে। গোপন চুক্তি সম্পাদন করে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রভুত্ব কায়েমের বেপরোয়া কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ভোটার বিহীন এই সরকার জবরদস্তি করে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। ৭ নভেম্বর জাতীয় জীবনের এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সৈনিক-জনতা রাজপথে নেমে এসেছিলো জাতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষা ও হারানো গণতন্ত্রপুনরুজ্জীবনের দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়ে। তাই ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক বিপব অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল নিজ স্বার্থে জাতীয় স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে আধিপত্য বাদের প্রসারিত ছায়ার নিচে দেশকে ঠেলে দেয়। আর এটি করা হয় শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য। আর সেই জন্য মানুষের বাক-ব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গলাটিপে হত্যার মাধ্যমে একদলীয় বাকশালগঠন করে বিভীষিকাময় শাসন চালু করা হয়। দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দল বাকশাল গঠন করা হয়। ফলে দেশে চরম অশান্তি ও হতাশানেমে আসে। বাকশালী সরকার চরম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী পন্থায় মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার গুলোকে হরণ করে। দেশমাতৃকার এই চরম সংকটকালে '৭৫-এর ৩ নভেম্বর কুচক্রীরা মহান স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকে সপরিবারে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে। এই অরাজক পরিস্থিতিতে ৭ নভেম্বর স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষায় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং জনতার ঢলে রাজপথে এক অনন্য সংহতির স্ফুরণ ঘটে এবং জিয়াউর রহমান মুক্ত হন। এই পট পরিবর্তনে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রভাবমুক্ত হয়ে শক্তিশালী সত্ত্বা লাভ করে। গণতন্ত্র অর্গলমুক্ত হয়ে অগ্রগতিরপথে এগিয়ে যায়, এই দিন থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রাশুরু হয়। মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু বিদেশিশক্তির এদেশীয় অনুচররা উদ্দেশ্য সাধনের পথে কাঁটা মনে করে ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করে। জিয়া শাহাদতবরণ করলেও তার আদর্শে বলীয়ান মানুষ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় এখনও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। বর্তমানে আবারো বিদেশি শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া শিখন্ডি সরকার রাষ্ট্রক্ষমতাকে জোর করে আঁকড়ে ধরেছে। সরকারের নতজানু নীতির কারণেই দেশের সার্বভৌমত্বকে দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়েছে। গোপন চুক্তি সম্পাদন করে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রভুত্ব কায়েমের বেপরোয়া কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ভোটার বিহীন এই সরকার জবরদস্তি করে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। তারা গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াকু নেতা-কর্মীদেরকে বীভৎস নির্মমতায় দমন করে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক অধিকার গুলোকে নির্দয় ফ্যাসিবাদী শাসনের যাঁতাকলে পৈশাচিকভাবে পিষ্ট করছে। ভোটার বিহীন সরকারের নতজানু নীতির কারণেই আমাদের আবহমান কালের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর চলছে বাধাহীন আগ্রাসন। তাই আমি মনে করি,৭ নভেম্বরের চেতনায় সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধহয়ে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং জাতীয় স্বাধীনতাও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি। আমি জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2020
Year-12

সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ধর্ষণ বিরোধী মানববন্ধন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ল্যাকেম্বায় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বাংলাদেশে লাগাতার ধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় গত ১১ অক্টোবর ২০২০।

অস্ট্রেলিয়া বিএনপির নেতৃত্বে যুবদল, মহিলা দল, স্বেচ্ছাসেব দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতাদের মধ্যে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, অস্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতা ড. হুমায়ের চৌধুরী রানা, মোহাম্মদ হায়দার আলী,আরিফুল হক, সোহেল ইকবাল, বাংলাদেশী কালচারাল ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার সদস্য সচিব ও বিএনপি নেতা জাকির আলম লেনিন, আশরাফুল আলম রনি, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক ভিপি মিতা কাদরী, রকিবুল আলম মিয়া অপু, মিজানুর রহমান, মহিলা দলের আহবায়ক মাহমুদা আরাফাত, সদস্য সচিব তাফতুন নাইম নিতু, আবৃত্তিকার নাহার, হাজী ইউসুফ আলী,মাহফুজুর রহমান নয়ন,ফরিদ মিয়া, হোসেন আরা সিদ্দিকী রিনা, রেহানা রহমান, মনজুরুল আলম আলমগীর, ইয়াছিন আরাফাত ইসলাম, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

মাতৃভূমিকে কলংকজনক ধর্ষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ল্যাকেম্বার রেলওয়ে প্যারাডে এ মানববন্ধনে হাত হাত রেখে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীরা অংশ নেন। এসময় ধর্ষণ বিরোধী স্লোগান পুরা এলাকা প্রকম্পিত হতে থাকে এবং রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়ি থেকে হাত নেড়ে সবাই উৎসাহ দিতে থাকে।

মানববন্ধনে সবার হাতে হাতে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন করতে থাকে। প্লাকার্ডে বিভিন্ন স্লোগানের মধ্যে ছিল

* Stop rape in Bangladesh
*Stop violence against women in Bangladesh
*BCL and rape is vis a vis
*We want legal action against the rapist
*We want BCL free Bangladesh
*No place for a rapist in Bangladesh
*NO MORE MANIK IN BANGLADESH

বর্তমান স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের লাগাতার ধর্ষণ রোধে শাস্তি মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করার বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে দল মত নির্বিশেষে সকল নিরীহ ও শান্তিকামী মানুষ সহমত পোষণ করেন।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

লিবিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের অবসানে জনগণরে মুক্তি!

ডক্টর এম এ আজীজ (ইউনাটডে কিংডম)

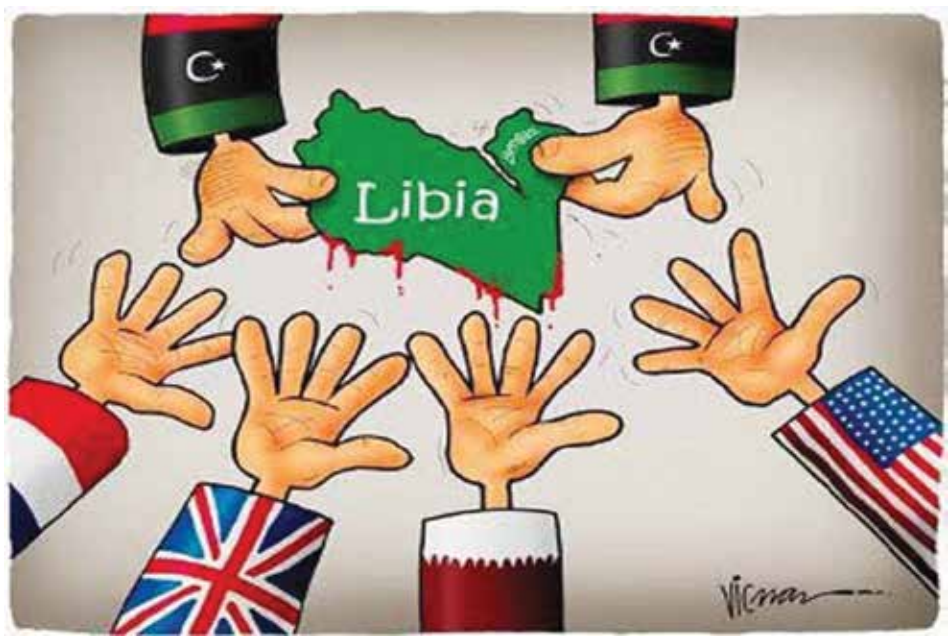

ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়ার মতো লিবিয়া নামের মুসলিম দেশটিও আজ অনেকদিন ধরে জ্বলছে এক অন্তহীন যুদ্ধের আগুনে। সে আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে ও যাচ্ছে মাত্র সাত আট বছর আগের সমৃদ্ধ দেশটি। অথচ রাজনৈতিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা না-থাকলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না দেশটিতে।

১৯৬০/৭০এর দশকে তেল পাওয়ার আগে লিবিয়া তেমন স্বচ্ছল দেশ ছিল না। তবে তেলসম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেশটিতে সর্বাত্মক উন্নয়ন শুরু হয়। সেই উন্নয়নযজ্ঞে অংশগ্রহণের মতো লোকের অভাবে অন্যান্য দেশের লাখ লাখ লোকজন আনা হয়। আমাদের বাংলাদেশেরও কয়েক লাখ সাধারণ লোকজন এবং ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তখন লিবিয়ায় কাজ করতে যান।

লিবিয়া দেশটি ভৌগোলিক ভাবে উত্তর আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর কাছাকাছি অবস্থিত। মাঝখানে শুধু ভূমধ্যসাগর। লিবিয়ার আয়তন প্রায় ১০ লক্ষ বর্গমাইল, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ২০ গুণ বড়, অথচ লোকসংখ্যা এক কোটিরও কম, মাত্র ৭০/৮০ লাখ।

১৫৫০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত লিবিয়া ছিল তুরস্কের একটি প্রদেশ। একজন স্থায়ীভাবে বসবাসকারী তার্কী তুরস্ক খিলাফাতের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে লিবিয়া শাসন করতেন। যেহেতু তখন তেল পাওয়া যায়নি, তাই লিবিয়া ছিল বেশ গরীব। যদিও আয়তনে অনেক বড়, কিন্তু এর অধিকাংশই ছিল মরুভূমি। লোকসংখ্যা ছিল মাত্র এক লাখের মতো।

১৯১২ সালে তুরস্কের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে দেশটি দখল করে নেয় ইটালী। তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালী-জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে। এতে অক্ষশক্তি পরাজিত হলে ইটালী ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তির কাছে লিবিয়া হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। মিত্রশক্তি ১৯৫১ সালে দেশটিকে স্বাধীনতা দেয়। তারা লিবিয়াকে একজন ধর্মীয় গোত্রীয় নেতার কাছে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হিসাবে ছেড়ে আসে।

১৯৬০ সালের দিকে লিবিয়ার দক্ষিণাংশে প্রথম তেলের খনি আবিষ্কার হয়। ১৯৬৯ সালে কর্নেল গাদ্দাফী সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তেলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামরিক শাসক কর্নেল গাদ্দাফী অন্যান্য আরব দেশের মতো নিজের দেশকে আধুনিকভাবে গড়তে শুরু করেন।

১৯৬৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪২ বছর স্বৈরশাসক হিসাবে দেশ শাসন করেন গাদ্দাফী। তার আমলে ওই দেশের জনগণের জাগতিক অভাব বলতে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু জগতের সব স্বৈরশাসকের মতো লিবিয়ার স্বৈরশাসক কর্নেল গাদ্দাফীও ভুলে গিয়েছিলেন, মানুষ নামের প্রাণিটি শুধু ভাত-কাপড় ও অন্যান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েই তুষ্ট থাকে না। তারা ভাবতে জানে, বলতে জানে। আর তাই তারা ভাবনাগুলো বলতে চায়, প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু গাদ্দাফীর শাসনামলে লিবিয়ায় জনগণের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না।

তবে তেলের কারণে অঢেল সম্পদের সরবরাহ হওয়াতে মানুষের মৌলিক চাহিদা, যথা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান কর্মসংস্থান পানি বিদ্যুত ইত্যাদির অনেককিছুই ফ্রি সরবরাহ করতো সরকার। এমনকি বিয়ে করার জন্য পর্যন্ত নাগরিকদের প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়া হতো। গাদ্দাফী হয়তো ভাবতেন, মানুষ তো সবই পাচ্ছে, তাদের আর কী চাই!

তিনি বুঝতেন না অথবা বুঝতে চাইতেন না, মানুষ মানুষই। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসার বাইরেও তাদের আরও কিছু মৌলিক চাহিদা আছে। তারা বাকস্বাধীনতা চায়, জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকার চায়, সরকার ও দেশ পরিচালনায় ন্যায্য অংশীদারিত্ব চায়। এসবই মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা।

স্বৈরশাসক গাদ্দাফী অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন, কিন্তু দেশবাসীর স্বাভাবিক মানবিক চাহিদাগুলোর প্রতি কোনো তোয়াক্কাই করেননি। এমনকি দেশের নাগরিকেরা দেশে বা বিদেশে একটু স্বাধীন চিন্তা করলেই তাকে চিরতরে শেষ করে দেয়া হতো। দেশে তো কোনো কথা বলার সুযোগই ছিল না, বিদেশে অবস্থানকালেও যদি কেউ কোনোভাবে সরকারের সমালোচনা করতো, দেশে যাওয়ার সাথে সাথে বিমানবন্দর থেকেই তাকে গ্রেফতার ও জেলে যেতে হতো। নানা অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হতে হতো। অনেককে বিদেশেই গুপ্তহত্যার মাধ্যমে শেষ করে দেয়া হতো। আমি লন্ডনে নিজেই এ রকম অনেক ঘটনা দেখতে পেয়েছি।

গাদ্দাফী মনে করছিলেন, ক্ষমতা চিরস্থায়ী। সব স্বৈরশাসকই একই চিন্তা করে থাকে। অথচ ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, কোনো শাসক যখন দীর্ঘদিন শাসন করে এবং যত জনকল্যাণমূলক কাজ করুক না কেন, এক সময় জনগণ মুখ ফিরিয়ে নেয়, যদিও ক্ষমতার মোহে অন্ধ ও চাটুকার পরিবেষ্টিত স্বৈরশাসক সেটা বুঝতে পারেন না।

ইতিহাসের নিয়মে বল একসময় জনগণের কোর্টে যায়। লিবিয়ায়ও গেছে। দেশটির জনগণ সময়-সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ইতোমধ্যে পাশের দেশ তিউনিশিয়াতে বেকারত্বের যন্ত্রণা সইতে না-পেরে এক যুবক প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করলো। ওই দেশে দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর যাবৎ এক স্বৈরশাসক যায়ন আল আবেদীন বিন আলী রাজত্ব করে আসছিল। ওই যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রতিবাদ, অসহযোগ শুরু হয়। তাতে বাধ্য হয়ে স্বৈরশাসক বিন আলী সপরিবারে সৌদি রাজতন্ত্রের কাছে আশ্রয় নেয়। এভাবে তিউনিসিয়া নামের দেশটিতে সরকার পরিবর্তন হয়ে যায়। জনগণ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায়।

গণবিপ্লবের এ আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে আরব বিশ্বের অন্যত্রও। মিশর, লিবিয়া, ইয়ামেন, সৌদি আরবসহ আরও কয়েকটি দেশে দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু হয়। মিশরের হোসনি মোবারক, ইয়ামেনের সালেহর পতন হয়। লিবিয়াও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আবালবৃদ্ধ বনিতা রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলনকে বলা হয় "আরব বসন্ত।"

আরব বসন্তের হাওয়া পেয়ে আরবের জনগণ আরও কিছু স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। মিশর, ইয়ামেন ও লিবিয়া এই তিন দেশে জনগণের আন্দোলন জমে উঠে। এসব দেশের প্রতিটির স্বৈরশাসক ২০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত শাসন করে আসছে। হয় সেনাবাহিনী থেকে অথবা বংশানুক্রমে রাজাবাদশা সেজে আরব দেশগুলো শাসিত হচ্ছে। এসব স্বৈরশাসক পশ্চিমাদের তল্পীবাহক হয়ে টিকে আছে। ওরা দেশের সম্পদকে জনগণের সম্পদ মনে না করে নিজেদের মনে করে ইচ্ছামত লুটপাট এবং পশ্চিমাদের খেদমতে ব্যয় করছে। তাদের দেশে জনগণের ভোটাধিকার ও মানবাধিকার বলতে কিছুই নাই।

লিবিয়ায় কর্নেল গাদ্দাফী প্রায় ৪২ বছর ক্ষমতা আঁকড়ে ছিলেন। মিশর ও ইয়ামেনের পর লিবিয়ায় আন্দোলন শুরু হয়। ন্যাটো জোটের দেশগুলো, বিশেষ করে ফ্রান্স এগিয়ে আসে লিবিয়ার জনগণের সাহায্যে। শেষ পর্যন্ত গাদ্দাফীকে পলাতক অবস্থায় মিসাইলের সাহায্যে হামলা করে আহত করে। উত্তেজিত জনতা ড্রেনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা স্বৈরশাসককে উঠিয়ে মেরে ফেলে। এ-ই হলো দীর্ঘ দিনের এক স্বৈরশাসকের শেষ পরিণাম। এমনই হয়।

এককালের ধনী দেশ ও স্বচ্ছল জনগণ ২০১১ সালে গাদ্দাফীর পতনের পর থেকে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। ফ্রান্সসহ ন্যাটো জোটের দেশগুলো গাদ্দাফীকে হত্যা ঠিকই করলো, কিন্তু তারপর গত ৯ বছর গৃহযুদ্ধ, লুটপাট, হত্যা ছাড়া সেদেশের জনগণ কিছুই পেল না। বরং চরম দুর্দিন কাটাচ্ছে।

এভাবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা একটি উন্নত মুসলিম দেশকে ধ্বংস করে ছাড়লো। যেভাবে ইতিমধ্যে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আফগানিস্তান, ইরাককে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে, যেভাবে ইরাকে স্বৈরশাসক সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারলো। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর উদ্দেশ্যই হলো হয় তাদের ও তাদের ক্লায়েন্ট দেশের কথামত চলতে হবে, নতুবা যে কোনো মিথ্যা অজুহাতে শেষ করে দেয়া হবে।

লিবিয়ায় কর্নেল গাদ্দাফীর পতনের পর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এখন সেদেশে সোনার হরিণ। এককালের ধনী দেশ এখন একটি গরীব দেশের চাইতেও করুণ অবস্থায়। না আছে পানি-বিদ্যুত, না আছে চোখের ঘুম। হানাহানি আর মারামারি নিত্যদিনের জীবনসংগী। আইনশৃংখলা বলতে কিছুই নেই। আর এই সুযোগে বাইরের শক্তিগুলো নিজ নিজ স্বার্থে বিভিন্ন গ্রুপকে ব্যবহার করছে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ উদ্যোগ নিয়ে একটি ঐক্যজোটের সরকার প্রতিষ্ঠা করে ইলেকশানের ব্যবস্থা করে। একটি ইলেকশান হয়। সেই ইলেকশান জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। যদিও দেশটির আরেক পক্ষ নানা কারণে সেই ইলেকশানের ফলাফল গ্রহণ করতে পারে নি। আগিলা সালেহ এক দল নিয়ে সংসদ গঠন করে লিবিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তবরুক এলাকায়। সংসদ গঠন করে নিজে স্পীকার হয়ে খলিফা হাফতারকে পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান বানান।

জাতিসংঘ-মনোনিত সরকারের নেতৃত্বে আছেন ফায়েজ সারাজ। অন্যদিকে আগিলা সালেহের সমর্থন নিয়ে খলিফা হাফতার নামক একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা সামরিকপ্রধান। পূর্বাঞ্চলে বেনগাজীতে খলিফা হাফতারের নিজস্ব বাহিনী রয়েছে, যা এলএনএ নামে পরিচিত।

কে এই খলিফা হাফতার?

বর্তমানে জেনারেল হাফতার জীবন শুরু করে সৈনিক হিসাবে। গাদ্দাফী তৎকালীন রাজা ইদ্রিসকে উৎখাত করার সময় তার সাথে ছিল হাফতার। কর্নেল গাদ্দাফীর অনেক বিশ্বস্ত ছিল হাফতার। ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে মিশরের অধীনে সিনাইয়ে যুদ্ধ করেছে। ১৯৮৭ সালে প্রতিবেশী দেশ চাদের সাথে যুদ্ধে প্রায় ৩০০ অফিসার ও সৈন্যসহ চাদ সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে চাদের জেলে ছিল। জেলে বসেই অন্যান্য অফিসারের সংগে কর্নেল গাদ্দাফীকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্লান করে। এই খবর গাদ্দাফী জানার পর আর তাদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে দেশে ফেরত আনার উদ্যোগ নেননি।

সুযোগসন্ধানী আমেরিকা এই খবর জানার পর নিজ স্বার্থে গাদ্দাফীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কাজে ব্যবহার করার জন্যে চাদের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে মুক্ত করে আমেরিকায় নিয়ে যায়। সেখানে আরও ট্রেনিং দেয়। তারপর ২০১১ সালে আরব বসন্তের সময় লিবিয়াতে পাঠিয়ে গাদ্দাফীকে উৎখাত করা হয়। অবশ্য সে একা নয়, অন্যদেরও অবদান আছে।

জেনারেল হাফতার ইসলামবিদ্বেষী। তাই ত্রিপলির কিছুটা-ইসলামভাবাপন্ন সরকারের ঘোর বিরোধী। আরব স্বৈরশাসকদের খুব পছন্দনীয়। মিশর ও অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলন ও নেতাকর্মীদের উত্থান চায় না, সে জন্য ফ্রান্স, রাশিয়া ও অন্যান্য পশ্চিমা নেতাদের খুব প্রিয় হাফতার।

হাফতার বর্তমানে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান। তাকে সমর্থন দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক স্বৈরশাসক রাজপুত্র প্রিন্স মোহাম্মদ বিন যায়িদ, যে ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইলের সাথে প্রকাশ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আরব আমিরাতের শাসক বিন যায়িদ ফ্রান্স, রাশিয়া, সৌদি রাজপুত্র মোহাম্মদ বিন সালমান ও মিশরের স্বৈরশাসক সিসি হাফতারকে পুরো লিবিয়া দখলে সাহায্য করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। খলিফা হাফতারের মাধ্যমে প্রায় পুরো লিবিয়া দখল করে ত্রিপলি সরকারকে উৎখাতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। ফায়াজ সাররাজের সরকার বাধ্য হয়ে ২০১৯ সালের নভেম্বরে ও ডিসেম্বরে দুটি চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক সরকারের সাথে সামুদ্রিক ও সামরিক চুক্তির মাধ্যমে সাহায্য চায়।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সরকার চুক্তি অনুযায়ী সামরিক সাহায্য দেয়া শুরু করে, যে কারণে হাফতারের বাহিনী লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ও ত্রিপলি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ত্রিপলি সরকার হাফতারের সৈন্যদেরকে পশ্চিমাঞ্চলে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ এলাকা সিরত ও জুফরা দখল করতে গিয়ে দেশী বিদেশী, বিশেষ করে মিশরের সিসির পক্ষ থেকে চরমভাবে বাধা পায়। মিশর ও তুরস্কের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের উপক্রম হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে পরে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করা হয়।

ইতোপূর্বে জার্মানি, ইইউ ও রাশিয়ার উদ্যোগে একাধিকবার সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবারই হাফতার তার সাহায্যকারীদের প্ররোচনায় সেই সমঝোতা মানেনি।

বর্তমানে তুরস্ক, জিএনএ ও এলএনএ এবং তার সাহায্যকারী দেশগুলো যথা মিশর, আরব আমীরাত, রাশিয়া ও ফ্রান্স সবাই যুদ্ধবিরতি মেনে চলছে এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টায় আছে। কারণ, প্রতিটি পক্ষই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, যুদ্ধের মাধ্যমে লিবিয়ার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। আমরা আশা করি, সবাই একমত হয়ে লিবিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। লিবিয়া আবার একটি উন্নত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

পাত্র ও পাত্রী আবশ্যক

শুধু মাত্র অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী মুসলমান ছেলে-মেয়ের জন্য

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ছেলের জন্য পাত্রী চাই। মেয়ে সুন্দর, শিক্ষিত হওয়া বাঞ্চনীয়, স্টুডেন্ট হলেও আপত্তি নেই। ছেলে বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, চাকুরীরত। বিস্তারিত জানার জন্য এক কপি ছবি সহ ইমেইল করুন : mmarrige2020@gmail.com

পাত্র বাংলাদেশে ডিভোর্স কিন্ত সিডনিতে দীর্ঘদিন বসবাস করেন, ৪০ বা কাছাকাছি বয়সী মহিলা যোগাযোগ করতে পারেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ : mmarrige2020@gmail.com

সিডনির কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত মেয়ের জন্য পাত্র চাই। মেয়ে বাবা -মাসহ দীর্ঘদিন সিডনি থাকেন। একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ছেলের প্রত্যাশায় : mmarrige2020@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম ছেলের জন্য সুন্দর ধার্মিক মেয়ে আবশ্যক। ছেলে সিডনিতে কর্মরত।
বিস্তারিত যোগাযোগ: mmarrige2020@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম বাংলাদেশী সংগত কারনে ডিভোর্স মেয়ের জন্য একজন সমমনা ছেলে প্রয়োজন। মেয়ে সুশিক্ষিত,নম্র ও ভদ্র ,গায়ের রং শ্যামলা। মেয়ে ভালো পজিশনে কর্মরত ও বাবা -মা সিডনি থাকেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ: mmarrige2020@gmail.com

বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, সিডনিতে দীর্ঘদিন বসবাসরত ডিভোর্স মহিলার জন্য সমমনা পুরুষ দরকার। মহিলার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে বিয়ে হয়ে আলাদা থাকেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ করুন: mmarrige2020@gmail.com

Muslim Matchmaker.Muslim Matrimony.

মুসলমানদের জন্য পাত্র-পাত্রী/বিয়ে-সাদী

Groom Bride
বর কনে

এ সার্ভিস সম্পূর্ণ ফি সাবিলিল্লাহ! আপনার ছবি ও বিস্তারিত আমাদেরকে ইমেইল করুন

This is free of charge (Fi sabilillah) & confidential. Please forward email today with the current photograph & your details

E-mail: mmarrige2020@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ানের বিশেষ কৃতিত্ব

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আমাদের বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ানদের নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করে তাদের স্ব-স্ব বিষয়ের উপর বিশেষ কৃতিত্ব রেখে আমাদের কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করছেন। এদের মধ্যে ডক্টর নাহিয়ান চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি তিনি তার প্রতিভার মাধ্যমে কাজের স্বীকৃতি সরুপ অষ্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির বিশেষ এওয়ার্ড লাভ করেছেন। তিনি 'অষ্ট্রেল-এশিয়ান কগনেটিভ নিউরোসাইনস সোসাইটি (ACNS) প্রদত্ত ২০২০ সনের 'ইমার্জীন রিসারচার' এওয়ার্ড লাভ করেছেন। সমস্ত অষ্ট্রেল-এশিয়ার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর নমিনেশন আসার পর বিচারক মন্ডলি ডক্টর নাহিয়ান এবং আরোও একজন মহিলা রিসারচারকে এই পদকে ভুষিত করেন। আগামি ১৪ অক্টোবর ২০২০ বুধবার আনুষ্টানিক ভাবে তাঁদেরকে এই পদক প্রদান করা হবে।

ডক্টর নাহিয়ান গত বৎসর ব্রেইন নিউরোলজির উপর সিডনি ইউনিভার্সিটি থেকে Outstanding result পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এর পূর্বে ডক্টর নাহিয়ান একই ইউনিভার্সিটি থেকে তার ডিগ্রী পরিক্ষায় একমাত্র গোল্ড-ম্যাডালিষ্ট হয়ে উত্তীর্ন হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর অধিনে 'নিউরো সাইনস রিসারচ অষ্ট্রেলিয়াতে' নিউরো সাইন্টিস্ট হিসেবে এবং একই সাথে ল্যাকচারের কাজ করছেন।

উল্লেখ্য, ডক্টর নাহিয়ান চৌধুরী সিডনির পরিচিত ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডক্টর হুমায়ের চৌধুরীর ছোট ছেলে। নাহিয়ানের বড় ভাই ডক্টর মোরসালিন চৌধুরীও পাঁচ বছর আগে ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করে বর্তমানে ওমান ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়র ল্যাকচারের হিসেবে কর্মরত আছেন।

শিশু শায়ান বাঁচতে চায়

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

পিত্তথলি না থাকা চার মাসের শিশু শায়ান বাঁচতে চায়। তার চিকিৎসার জন্য দেশ ও বিদেশে বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে লায়ন্স ক্লাব অফ সিডনি সাউথ শাপলা শালুক ইনক।

জানা গেছে, শায়ানের জন্মগত ভাবে পিত্তথলি না থাকায় সে পিত্তনালীর অ্যাস্ট্রেসিয়াসে (Biliary atresia with congenital absence of gall bladder) ভুগছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছে, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এ চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। শিশু শায়নের দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই দেশে বিদেশে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের কাছে শাপলা শালুক লায়ন্স ক্লাব সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। প্রয়োজনে লায়ন্স ক্লাব অফ সিডনি সাউথ শাপলা শালুক ইনক এর সভাপতি ডা. মইনুল ইসলামের সাথে ০৪০৩ ১১৪ ১৭৯ এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :

Dr. Moinul Islam, President, Sydney South Shapla Shaluk Lions Club, MBL: 0403 114 179. CBA Bank Australia, Acc name: Shapla Shaluk Lions Club, BSB: 062 252 Account Number: 1017 5471. Swift code: CTBAAU2S (international Transaction).

বাংলাদেশে শায়ানের মায়ের সাথে যোগাযোগ: Mrs. Antora Akter, Phone: 01758825673, e-mail: antorani094@gmail.com, Residential address: House-187, Tejgkunipara, Farmgate, Dhaka-1215.

সিডনিতে বাংলাদেশী মডেলের রহস্যজনক খুন!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

করোনার এই দুর্যোগের সময় বাংলাদেশী এক মডেল কন্যা হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এতে বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ওয়েন্টওয়ার্থভিলে বসবাসকারী ২৩ বছর বয়সী সাবাহ হাফিজ স্বগৃহে নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন গত ১৪ অক্টোবর বুধবারে ২০২০। খবর পেয়ে প্যারামেডিক্সরা দ্রুত তার বাসার হাজির হয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তার শরীরে নির্যাতনের প্রচুর দাগের চিহ্ন রয়েছে। এদিকে তার স্বামী এডাম কিউরটন (২৪) কে গত বৃহস্পতিবার মারুববার এস্তোরিয়া কোর্ট নামক বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার সময় সাবাহ হাফিজের স্বামী ও একই গৃহে অবস্থান করছিল। পুলিশ ধারণা করছে, সাবাহ হাফিজ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছে তবে এতে কোন ধারালো অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, এ হত্যার তদন্ত করার জন্য ইতোমধ্যে তারা স্ট্রাইকিং ফোর্স গঠন করেছেন এবং সাবাহ হাফিজের স্বামীকে মারুবরা থানায় নিয়ে গিয়ে তদন্ত কাজে অগ্রসর হয়েছেন যাতে করে হত্যার মোটিভ ও খুনিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। এদিকে সাবাহ'র পিতা হাফিজ জানিয়েছেন যে, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে তার মেয়ে এডাফ কিউরটনকে বিয়ে করেছে যদিও তিনি তার মেয়ে জামাইকে অদ্যাবধি দেখেননি। একজন প্রতিবেশী জানিয়েছে যে, সাবাহ হাফিজ বেশ চুপচাপ থাকতেন তাকে মনে হতো যেন একাকী বাস করতেন এবং নিদেন পক্ষে কারো সাথে কথা বলতেন না। তবে দেখতে শুনতে বেশ আকর্ষণীয় ছিলেন। তিনি আরো বলেন,যদ্দুর জানা যায়, তিনি মডেল পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং starnow.com লিস্টিং এ তিনি নিজেকে একজন উচ্চাকাংখী মডেল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং শোবিজনেসে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন, এ শিল্পে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান এবং এজন্য তিনি যদি পারিশ্রমিক পান তাহলে তাও হবে তার জন্য বড় ব্যাপার।

Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

9707 2392

97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাপান বিএনপির মানববন্ধন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

জাপান বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাপানের রাজধানী টোকিও'র ইকেবুকোরোতে টোকিও শহীদ মিনারের সামনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এতে বক্তব্য রাখেন মোফাজ্জাল হোসেন, মীর রেজাউল করিম রেজা, ড. জাকির মাসুম, ফয়সাল সালাউদ্দিন।
জাপান বিএনপির আলমগীর হোসেন মিঠুর পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা দেলোয়ার হোসেন মোল্যা, মোঃ ফয়েজ প্রধান, মাসুদ পারভেজ প্লাবন, জুয়েল পাঠান, কাজী সাদেকুল হায়দার বাবলু। `বক্তারা আওয়ামী লীগ এখন ধর্ষণলীগে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, ৭১ থেকে ৭৫ দেশে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণে ব্যস্ত ছিল। এখনো এই ভোট ডাকাত সরকার ধর্ষণে লিপ্ত হয়েছে। তাদের কাছে দেশের মা,বোনদের ইজ্জতের কোন দাম নেই। বক্তারা তারেক রাহমানের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ইন্তেকাল

সিডনির খ্যাতিমান ডাক্তারের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির খ্যাতিমান ডাক্তার, বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ইয়াসমিন আহমেদ ইলোরা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার সকাল ৮.২০ মিনিটে ফেয়ারফিল্ডের ব্রেসাইড হাসপাতাল ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)। বুধবার তার নামাজে জানাজা শেষে নেরেলান কবরস্থানে দাফন করা হয়। কোভিড ১৯ কারণে শুধুমাত্র সীমিত লোকজন জানাজায় উপস্থিত হন।
ডাক্তার ইলোরা সিডনির ডেনহাম কোর্ট বসবাস করতেন। তিনি দীর্ঘদিন দূরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং ফেয়ারফিল্ডের ব্রেসাইড হাসপাতালে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রসঙ্গত, ড. ইলোরার স্বামী প্রকৌশলী শামসুজ্জামান বিজু ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

আস্সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিবাবকগন!
আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!

আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অতন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরুপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।

পরিচালনায়
হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল
ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ব্রুনাই।
+6738195977, +6737415977

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

১৪

আতিকুর রহমান

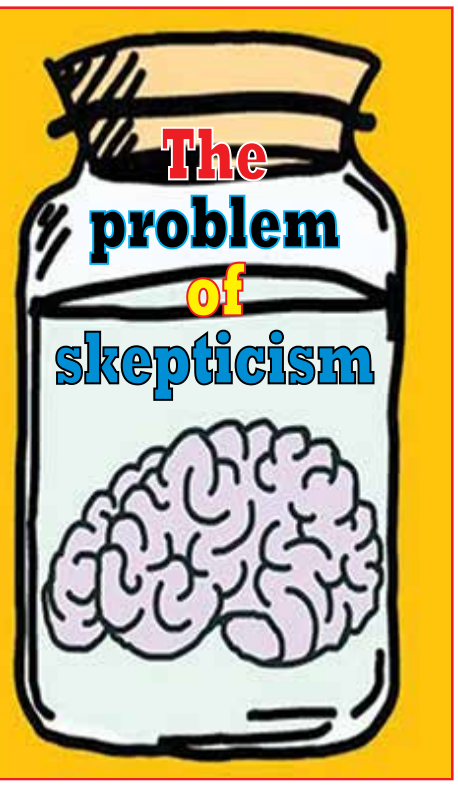

আহমদ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর আলোচনায় খুব বেশী আগ্রহী না থাকলেও আজও সাম্প্রতিক ঘটনাই তুলে নিয়ে আসলো গোপাল। গোপাল আজ এভাবেই শুরু করলো।

- আহমদ ভাই, গতকালের ঘটনাটা পত্রিকায় দেখে মনটা এখনো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

আহমদ উত্তর দিলো। কোন ঘটনার কথা বলছেন গোপাল দা?

- আরে, দেখেন নাই। একটা ছোট ফুঁটফুঁটে শিশুকে ধর্ষণ করে অতঃপর হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষক ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, এরপর হত্যা করেছে।

আহমদ খবরটা দেখেছে আগেই। খবরটি তাকে বরগুনার সাম্প্রতিক ঘটনার চেয়েও বেশী ব্যথিত করেছে। মানুষ কিভাবে এতো নৃশংশতা দেখাতে পারে, আহমদের বুঝে আসেনা। একসময় খারাপ ঘটনা ঘটলে মানুষ বলতো, এটা পশুর কাজ। এখন আহমদ আর এসব ঘটনাকে 'পশুর কাজ' বা 'মানুষ পশু হয়ে গেছে' এসব বলতে নারাজ। কেননা কোন পশুও এধরনের কাজ করতে পারেনা যা আজ চারিদিকে ঘটছে। ভারাক্রান্ত মনেই আহমদ উত্তর দিলোঃ জি দাদা, দেখেছি।

- এর পিছনে কি আপনি গতদিনের মতোই বলবেন, আপনাদের ধর্মের পর্দা না থাকায় এধরণের ঘটনা ঘটছে।

- না গোপাল দা, পর্দা এখানে মুখ্য কারণ নয়। কেননা নাবালক বাচ্চার জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম রাখেননি।

হুমায়ুন যোগ করলো: আহমদ, তুমি খেয়াল করেছো কিনা, বেশ কয়েকজন পর্দানশীল মেয়েও কিন্তু সম্প্রতি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তারা পর্দা করেছে কিন্তু ধর্ষণ থেকে রক্ষা পায়নি। তুমি এর কি ব্যাখ্যা দেবে?

আহমদ নিজেকে কিছুটা সংবরণ করে উত্তর দিলোঃ

- আমার দৃষ্টিতে এখানে অনেকগুলো বিষয় কাজ করেছে। প্রথমতঃ সমাজে যৌনতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিছুদিন আগে একজনের এক লেখা পড়ছিলাম। সে এ বিষয়ে এরকম লিখেছিল:

* টিভিভর্তি যৌনতা? সে তো সিনেমা!
* কাগজভর্তি যৌনতা? সে তো কবিতা!
* ক্যাসেটভর্তি যৌনতা? সে তো সঙ্গীত!
* বিলবোর্ডভর্তি যৌনতা? সে তো বিজ্ঞাপন!
* ক্যানভাসভর্তি যৌনতা? সে তো পেইন্টিং!
* পাথরভর্তি যৌনতা? সে তো ভাস্কর্য!
* স্টেজভর্তি যৌনতা? সে তো বিনোদন!
* সমগ্র পৃথিবীর খাঁজে-ভাঁজে মাংসে-অংশে পাহাড়ে-নহরে উদ্যানে-বিদ্বানে যৌনতাই যৌনতা!!

এসব যৌনতাই অপরাধীকে ধর্ষণ করতে আগ্রহী করে তুলেছে। আর দ্বিতীয় যে কারণটির কথা আমি বলবো, তা হলো: আইন ও বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা। যে হারে আমরা ধর্ষণের কথা শুনছি, সে হারে ধর্ষণের শাস্তির খবর শুনছিনা। হয়তো দু'একজনের শাস্তি হলেও এমন শাস্তি হচ্ছেনা যার ফলে ধর্ষণেচ্ছুক ব্যক্তি ধর্ষণ করা থেকে ফিরে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্ষণের বিভিন্ন ধরণের শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু তাতে ধর্ষণ কমছে কি? না কমছেনা। কারণ ইসলামী শারিয়া ধর্ষণের জন্য যে স্বতন্ত্র শাস্তির বিধান করেছে, একমাত্র সে শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই ধর্ষণ কমতে পারে। আপনি হয়তো বলবেনঃ আহমদ ভাই, আপনি কিভাবে এতটা কনফিডেন্ট হচ্ছেন। আমি এর পিছনে কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন আমি কেন এতোটা কনফিডেন্ট পাচ্ছি।

সৌদি আরবে ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির বিধান দেয়া হয়। ধর্ষণের যে শাস্তি ইসলামী শারিয়া দিয়েছে তারা সে বিধানই কার্যকর করে থাকে। অপরাধী অহরহ শাস্তি পাচ্ছে সেখানে। আপনি নিশ্চয়ই কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছেন, এক ব্যক্তিকে তারা জনসম্মুখে শিরচ্ছেদ করেছিল। যার ভিডিও ফেইসবুকে ভাইরাল হয়েছিল। পৃথিবীর সর্বনিম্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটার দেশগুলোর মাঝে সৌদি আরব একটি। উইকিপিডিয়ার রিপোর্ট মোতাবেক ২০০২ সালে সৌদি আরবে প্রতি দশ লক্ষ নারীর মাঝে মাত্র ৩ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ২০১৭ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় প্রতি দশ লক্ষ নারীর মাঝে ৩০৭ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে। [সূত্র:www.statista.com/.../reported-forcible-rape-rate-in-the-us-s.../]

গোপাল দা, ইসলামী শারীয়ায় শাস্তির যে বিধান দিয়েছে সেটাই ধর্ষণের সংখ্যার এতো তারতম্যের মূল কারণ। আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের একটি ঘটনা বলছি।

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে জনৈকা মহিলা সলাত আদায়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে। সে চিৎকার দিলে লোকটি সরে পড়ে। এ সময় অপর এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে (ভুলবশত) বললো, এ লোকটি আমার সঙ্গে এরূপ করেছে। এ সময় মুহাজিরদের একটি দল এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকটি বললো, এ লোকটি আমার সঙ্গে এরূপ করেছে। অতএব যার সম্পর্কে মহিলাটি অভিযোগ করেছে তারা দ্রুত এগিয়ে লোকটিকে ধরলো। অতঃপর তারা তাকে তার নিকট নিয়ে আসলে সে বললো, হাঁ, এ সেই ব্যক্তি। তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তার সম্পর্কে ফায়সালা করতেই আসল অপরাধী দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই অপরাধী। তিনি ধর্ষিতা মহিলাটিকে বললেনঃ তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন আর নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন। যে ধর্ষণের অপরাধী তার ব্যাপারে তিনি বললেনঃ তোমরা একে পাথর মারো। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে এমন তাওবাহ করেছে যে, মাদীনাহবাসী যদি এরূপ তাওবাহ করে, তবে তাদের পক্ষ হতে তা অবশ্যই কবুল হবে। [সূত্রঃ তিরমিযী, আহমাদ। সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৭৯]

দেখেছেন তো তওবা করার পরেও অপরাধীকে কেমন শাস্তি দেয়া হয়েছে। আপনার কি মনে হয় এমন শাস্তি হবে জেনে কোন সুস্থ মানুষ এরূপ অপরাধ করতে পারে। প্রায় অসম্ভব।

- কিন্তু আহমদ ভাই, এটা অনেক বেশী কঠিন হয়ে গেলোনা ? সে তো আর মানুষ খুন করেনি যে তাকে হত্যা করতে হবে।

- গোপাল দা, আপনি আবার পিছনের দিকে ফিরে গেলেন। স্টাটিস্টিক দেখলাম তো, ভূলে গেলেন? পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ষকের শাস্তি, লম্বা সময়ের জেল। যেমন ধরুন অস্ট্রেলিয়ায় এধরণের অপরাধের শাস্তি ১৪-২৫ বছরের জেল। এসব দেশে কি ধর্ষণ কমেছে? কমেনি।

আপনার কথা ধরেই বলছি, অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধর্ষণের শাস্তির কিন্তু শিথিলতা রয়েছে। এ শিথিলতার পিছনে কারণও রয়েছে। অবিবাহিত ব্যক্তির বা নারীর যৌন চাহিদা পূরণের সুযোগ নেই, যেমনটি বিবাহিতদের রয়েছে। আর এজন্য তার অপরাধে জড়ানোর কথা বিবেচনা করে এ ছাড়। আর আল্লাহ হয়তো এ কারণেও তার শাস্তি শিথিল করেছেন যে, অপরাধী ভবিষ্যতে বৈধ উপায়ে তার যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারলে হয়তো এধরণের অপরাধ আর করবেনা। অনেকটা তাকে সুযোগ দেয়া। কিন্তু বিবাহিত নারী- পুরুষ তাদের যৌন চাহিদা পূরণ করার সুযোগ থাকার পরও যেহেতু তারা এ অপরাধ করেছে, তার মানে ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে এ ধরনের অপরাধ আবার করা অস্বাভাবিক নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

- আহমদ ভাই, অবিবাহিতদের জন্য এ ক্ষেত্রে কি শাস্তি রয়েছে?

- তাদের শাস্তি হলো একশত বেত্রাঘাত ও নির্বাশন। এক বিবাহিত নারী ও এক অবিবাহিত পুরুষের যেনার ক্ষেত্রে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরুপ শাস্তিই দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাশন আর নারীকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৬৩৪]

হুমায়ুন, তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলছি। পর্দানশীলই হউক আর বেপর্দানশীলই হউক, মহিলাদের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বেশী দূরত্বে যেতে হলে সাথে সামর্থ্যবান পুরুষ সাথী লাগবে। যাকে মাহরাম বলে। হাদীছে সফরের দুরত্বের কথা উল্লেখ নেই। ওলামায়ে কেরামের মতে সমাজে প্রচলিত অর্থে 'সফর' বলতে যা বোঝানো হয় সেখানেই মাহরুম লাগবে। কেউ বাচ্চাকে ১০ কি:মি: দূরে স্কুলে পৌঁছে দিতে গেলে এটাকে সমাজে 'সফর' বলেনা, তাই এখানে মাহরুম লাগবেনা। কেউ যদি ঢাকা থেকে খুলনা যেতে চায় তবে একে সফর বলে, তাই এখানে মাহরুম লাগবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ধর্ষণের কারণসমূহের মাঝে এটিও কিন্তু অন্যতম এক কারণ।

গোপাল দা, আর একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামের দেয়া ধর্ষণের শাস্তির বিধানই একমাত্র ধর্মীয় বিধান যার প্রয়োগ আমরা পৃথিবীর বুকে দেখতে পাই। আর এর সুফলও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পৃথিবীর বাকি সকল দেশেই রয়েছে মানবরচিত বিধান। যার ফলাফলও আমরা দেখছি। যেখানে মানবরচিত বিধান এ অপরাধটি দমাতে পারছেনা সেখানে আল্লাহর দেয়া বিধান কতইনা কার্যকর। দুইয়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

চলবে...

সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশী ছেলের কৃতিত্ব

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ক্যান্টারবুরি ব্যাংস্টাউন সিটি কাউন্সিলের চিল্ড্রেন এন্ড ইউথ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বাংলাদেশ কমিউনিটির ওহী মোহাম্মদ শেখ। সে ল্যাকেম্বা পাব্লিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন ও সায়মা হোসেইনের বড় ছেলে। স্কুল এবং প্রতিবেশিদের সাথে সোহার্দপূর্ণ আচরণ, স্কুলের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা, সামাজিক বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, অর্থ সংগ্রহের জন্য ওহী মোহাম্মদ শেখকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

প্রতিবছর ল্যাকেম্বা, ওয়াইলি পার্ক, বেলমোর এলাকার স্কুল থেকে চিল্ড্রেন এন্ড ইউথ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। বাংলাদেশী কমিউনিটির কোন ছেলে বা মেয়ে (চিল্ড্রেন/ইউথ) নমিনি করতে সিটি কাউন্সিলের ফেসবুক পেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠানোর আহবান জানানো হয়েছে। সিডনির একমাত্র বহুল পরিচিত বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির মাধ্যমে ওহী মোহাম্মদ শেখের বাবা -মা সবার কাছে দো'য়া চেয়েছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2020
Year-12

আজারবাইজান-আর্মেনিয়া যুদ্ধ ও সমসাময়িক ভাবনা

ডক্টর এম এ আজীজ, ইউনাটেড কিংডম

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে ঘোরতর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। প্রথম দিকে বিশ্বমোড়লদের যুদ্ধবিরতির আহবানে কোনো পক্ষই সাড়া দেয়নি। কিন্তু এবার আর্মেনিয়া অতীতের মতো সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। এবারের যুদ্ধে তারা অনেক সেনা ও সমরাস্ত্র হারিয়ে পিছনে হটতে বাধ্য হয়েছে এবং যুদ্ধবিরতির জন্য বিশ্বশক্তির কাছে আবেদন জানাতে থাকে। এ অবস্থায় রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ১০ অক্টোবর থেকে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষই তা পুরোপুরি পালন না করে একে অপরকে দোষারোপ করে যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছে।

কিন্তু কেন এ যুদ্ধ, আর আজারবাইজান ও আর্মেনিয়াই কোথায়?

আজারবাইজান দেশটির অবস্থান ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে; ইউরোপের পূর্বাংশে ও এশিয়ার পশ্চিমাংশে। এই এলাকার দেশগুলোকে ককেশাস অঞ্চলের দেশ বলা হয়। আজারবাইজানের পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, উত্তরে রাশিয়া,উত্তর-পশ্চিমে জার্জিয়া, পশ্চিমে আর্মেনিয়া এবং উত্তর-পূর্বে ইরান।
আজারবাইজান দেশটির আয়তন প্রায় ৮৬,৬০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা এক কোটি ১২ লাখ। অধিবাসীদের ৯৭% মুসলিম, বাকী ৩% অন্যান্য ধর্মালম্বী। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে ঐ এলাকা মুসলিমদের করায়ত্ত হয়। তখন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এ দেশটি কখনও ইরানের মুসলিম শাসক, কখনও প্রত্যক্ষ আরব মুসলিম শাসকদের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত ছিল। উসমানী খেলাফত উত্থানের পর তুরস্কের অধীনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স, রাশিয়া ও বৃটেনের যৌথ শক্তির কাছে তখনকার দিনের একক পরাশক্তি উসমানী খেলাফত পরাজিত হলে আজারবাইজানসহ মধ্যপ্রাচ্য দখল করে নেয় বৃটেন । ১৯১৮ সালে আজারবাইজান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯২০ সালে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়াসহ পুরা এলাকা দখল করে নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। দীর্ঘ ৭০ বছর পর ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

আজারবাইজান দেশটি তেল, গ্যাস ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এছাড়া তারা লোহা, তামা, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি রপ্তানী করে থাকে। সোভিয়েতের দখল থাকার সময় তারা আজারবাইজানের তেল দিয়ে নিজেদের পূর্বাঞ্চলের চাহিদা মেটাতো। বর্তমানে আজারবাইজান তার নিজের চাহিদা পূরণ করে তেল রফতানী করে থাকে। তুরস্ক তার জ্বালানি চাহিদার এক বিরাট অংশ আজারবাইজান থেকে আমদানী করে। এছাড়া ইউরোপে রপ্তানী করার জন্য তুরস্কের মধ্য দিয়ে পাইপলাইন স্থাপন করছে। এখনও একটি পাইপলাইন দিয়ে তুরস্কের সাইহান বন্দর দিয়ে বিভিন্ন দেশে তেল সরবরাহ করে থাকে আজারবাইজান।
আজারবাইজানে ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং আঙ্গুরসহ বিভিন্ন ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। জনগণ মোটামুটি স্বচ্ছলই বলতে হবে।

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যদিও আজারবাইজানের তেল দিয়ে তার অর্থনৈতিক চাকা সচল রেখেছিল, কিন্তু আজারবাইজানকে উন্নত করার জন্য তেমন কিছুই করেনি, তারা বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে গরীব করেই রেখেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে উন্নতি সাধিত হচ্ছে এসব দেশের।

আর্মেনিয়াও একই সময় অর্থাৎ ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এটি পাহাড়পর্বতঘেরা একটি সুন্দর দেশ। জনগণের অধিকাংশই খৃস্টান। দেশটি স্থলবেষ্টিত অর্থাৎ দেশটিতে কোনো সমুদ্রবন্দর নেই। আর্মেনিয়ার পশ্চিমে তুরস্ক, পূর্বে আজারবাইজান ও ইরান, উত্তরে জর্জিয়া, দক্ষিণে আজারবাইজানেরই অংশ নাকচিবান। মোট আয়তন প্রায় ২৯,৭০০ বর্গমাইল, যা আজারবাইজানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। লোকসংখ্যা ৩০ লাখ। অর্থনৈতিক অবস্থা বিচারে তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত দেশই বলা চলে আর্মেনিয়াকে। তাদের নেই তেল-গ্যাসের মতো মূল্যবান কোনো খনিজ সম্পদ। তবে সেই সোভিয়েত আমল থেকে শিল্পায়নে আজারবাইজানের চাইতে থেকে এগিয়ে আছে আর্মেনিয়া।

পাশাপাশি দু'টি দেশ, এখানে একটি এগিয়ে, আরেকটি পিছিয়ে কেন? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে বলতে হয় একটি তিক্ত সত্য কথা। কথাটি হলো, যখন কোনো অমুসলিম দেশ একটি মুসলিম দেশ দখল করে নেয় তখন তারা দখল করা দেশটিকে কেবল শোষণই করে আর শোষণের সুবিধার্থে ওই দেশকে অনুন্নত এবং মুসলিমদেরকে আধুনিক লেখাপড়া ও জ্ঞানবিজ্ঞানে অশিক্ষিত করে রাখে। এতে কাজ হয় দু'টি - শোষণও হলো, পাশাপাশি মুসলিমদের ওপর জাতক্রোধ চরিতার্থ করাও হলো। পতিত সোভিয়েতের সময় আজারবাইজানের বেলায় ঠিক এ কাজটিই হয়েছে। সোভিয়েত শাসকরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আজারবাইজানের খনিজ সম্পদ ঠিকই ভোগ করেছে, কিন্তু শিল্পায়ন করেছে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্মেনিয়ায়।

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেলো, অস্ত্রশস্ত্রে আজারবাইজানের চাইতে আর্মেনিয়া এগিয়ে আর আজারবাইজান সম্পদে, আয়তনে ও লোকসংখ্যায় অনেক বড় ও তেলগ্যাসসমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও আর্মেনিয়ার চাইতে দুর্বল। এর সুযোগ নিলোআর্মেনিয়া। তারা দুই দেশের মাঝখানে অবস্থিত নাগারনো-কারাবাখ নামে একটি এলাকা গায়ের জোরে দখল করে নিলো। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, ওই অঞ্চলটিঐতিহাসিকভাবে আজারবাইজানেরই অংশ। তবে এর অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠীর এবং ধর্মে খৃস্টান। আর্মেনিয়া স্বাধীন হওয়ার পর আর্মেনিয়ার সহযোগিতায় ওই এলাকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, যদিও তথাকথিত এ স্বাধীনতাকে বিশ্বের কোনো দেশই স্বীকৃতি দেয়নি; এমনকি উস্কানিদাতা আর্মেনিয়াও নয়।

এ নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং অস্ত্রবলে দুর্বল আজারবাইজান পরাজিত হয়। আর্মেনিয়া দখল করে নেয় প্রায় চার হাজার বর্গমাইলের বেশি আয়তনের এলাকা নাগারনো-কারাবাখ, যা আজারবাইজানের মূল ভূখণ্ডের প্রায় ১৬ থেকে ২০ শতাংশ। গত ৩০ বছর ধরে এলাকাটিকে দখল করে রাখে আর্মেনিয়া। এ নিয়ে ১৯৯০ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ৩০ হাজার আজারবাইজানী মুসলিম শহীদ এবং ৫০ হাজার জখম হয়। এছাড়া প্রায় এক মিলিয়ন মুসলিম ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে আজারবাইজানে রিফিউজি হিসাবে গত ৩০ বছর যাবৎ দিনযাপন করে আসছে।

জাতিসংঘের ভূমিকাও এখানে বেশ দেখার মতো। তারা আর্মেনিয়ার প্রতি অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেয়ার আহবান জানিয়ে চারটি প্রস্তাব পাস করে। এভাবে মুসলিম দেশের বেলায় শুধু প্রস্তাব পাস করেই দায়িত্ব শেষ করে জাতিসংঘ। যেভাবে করা হয়েছে প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর ও রোহিঙ্গা সমস্যার বেলায়। অথচ খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ইস্ট তাইমুর ও সাউথ সুদানের দারফুরকে স্বাধীন রাস্ট্র হিসাবে মেনে নেয় জাতিসংঘসহ পশ্চিমা দুনিয়া। কারণ ওই দুই এলাকা ছিল খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার 'অপরাধে' দীর্ঘ ৭০ বছর পর্যন্ত প্যালেইস্টাইন ও কাশ্মির স্বাধীন হতে পারছে না। তাদের বেলায় জাতিসংঘ কেবল ''প্রস্তাব পাস'' করেই দায় সেরেছে।

অপ্রিয় হলেও বলতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। কেননা, বর্তমান বিশ্ব অমুসলিম মোড়লদের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এই মোড়লরা প্রায় সব মুসলিম দেশের শাসকদের হয় তাদের পুতুল বানিয়ে রেখেছে, নতুবা কোনো দেশপ্রেমিক শাসককে ক্ষমতায় থাকতে দিচ্ছে না।

যাহোক, ১৯৯২ সালে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধবিরতির পর ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা সালিস করার দায়িত্ব নেয়। এ তিন দেশই মুসলিমবিদ্বেষী। প্রায় ৬৫০ বছরের মুসলিম ওসমানী খেলাফাত ধ্বংস করার কুশীলব ছিল ফ্রান্স, রাশিয়া ও বৃটেনের যৌথ ষড়যন্ত্র ও ঐক্য শক্তি। আজ সেই শক্তিগুলোই মুসলিম দেশ আজারবাইজানের পক্ষে ন্যায্যভাবে রায় দেবে, তা কী করে আশা করা যায়?

এই তিন বিশ্বমোড়ল দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ নাগোরনো-কারাবাখ সমস্যার সমাধান করেনি। করবেই বা কেন? একে তো আজারবাইজান মুসলিম দেশ। দ্বিতীয়ত, সংকট সমাধান হয়ে গেলে ওই অস্ত্রব্যাপারী মোড়লেরা তাদের অস্ত্র বিক্রি করবে কোথায়। বিশ্বে শান্তি এলে তাদের মোড়লীপনা ও পণ্যের বাজার শেষ হয়ে যাবে। তাই তারা দেশে দেশে বিবাদ ও যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে মুসলিম দেশ হলে তো কথাই নেই। যতটুকু না করলে নয় অতটুকই করবে। এ কারণেই মুসলিমবিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বার বার বলে আসছেন, জাতিসংঘ হচ্ছে পাঁচ মোড়লের একটি খৃস্টান ক্লাব। পৃথিবী পাঁচের চাইতে অনেক বড়। একইভাবে ইউরোপিয়ান অর্থনৈতিক জোট যা ইইইউ নামে বিশ্বে পরিচিত তাও একটি খৃস্টান অর্থনৈতিক ইউরোপিয়ান ক্লাব। ইউরোপের অনেক ছোট ছোট দেশকে তারা মেম্বার করলেও তুরস্ককে কয়েক যুগ ধরে অপেক্ষায় রেখেছে।

১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১২ পৃষ্ঠার পর

১৯৯০এর দশকে আর্মেনিয়ার সাথে যুদ্ধে আজারবাইজান হেরে যাওয়ার কারণ তারা তখন সামরিক শক্তিতে খুবই দুর্বল ছিল। একই অবস্থা তুরস্কেরও। তারা আজারবাইজানকে সাহায্য করতে গিয়েও তেমন কিছু করতে পারেনি। কারণ, তারা নিজেরা যেমন দুর্বল ছিল, তেমনি আবার সবকিছুর জন্য মুসলিমবিদ্বেষী বিশ্ব মোড়লদের উপর নির্ভরশীল ছিল। ওই সময় আর্মেনিয়া বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য পেলেও আজারবাইজান তেমন কোনো সাহায্য পায়নি। তখন আজারবাইজানের পক্ষে তুরস্ক ছাড়া একটি মুসলিম দেশও এগিয়ে আসেনি।

এরপর বহু বছর পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তুরস্কের আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের মতো প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের নেতৃত্বে ২০০২ সালে ক্ষমতায় আসে এ কে পার্টি। পুতুল ও বিশ্ব মোড়লদের দালাল নেতৃত্বের অবসান হয়। ধীরে ধীরে তুরস্কে অর্থনৈতিক সামাজিক সামরিক সব দিক থেকে আলাদিনের প্রদীপের মতো অল্প সময়ে এক আমূল পরিবর্তন শুরু হয়। দেশটি ইতিমধ্যে নিজস্ব অস্ত্র তৈরী শুরু করে তাতে অভাবনীয় সফলতা পেতে থাকে। নতুন ধরনের ড্রোন বানিয়ে এবং তা সিরিয়া ও লিবিয়াতে ব্যবহার করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। নিজস্ব ট্যাংক, বিভিন্ন দূরপাল্লার মিসাইল, রকেট, গোলাবারুদ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। নেভির করবেট যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিনও তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। সব কিছুতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে তুরস্ক নামের দেশটি।

সঙ্গত কারণেই বিশ্বের সকল নিপীড়িত মুসলিমের পক্ষে সোচ্চার হয়েছে দেশটি। দীর্ঘ তিন দশক ধরে বিশ্বমোড়লদের টালবাহানা দেখে আসছে আজারবাইজান ও তুরস্ক। তারা যে মুসলিদের কোনো সমস্যারই সমাধান করবে না এটি তাদের দালাল ছাড়া সবাই বুঝে নিয়েছে। তাই তুরস্কের সাহায্যে গত কয়েক বছর আজারবাইজান তার হারানো ভূমি পাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আবার একই সময়ে আর্মেনিয়া তার প্রক্সি কারাবাখের বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে দিয়ে আজারবাইজানের উপর একাধিকবার আক্রমণ করিয়েছে। সর্বশেষ এই বছরের জুলাইতে আক্রমণ করে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারসহ অনেক সৈন্যকে হতাহত করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর আর্মেনিয়া আবারও আক্রমণ করার সাথে সাথে আজারবাইজানের পাল্টা আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। যদিও আর্মেনিয়া বলছে, আজারবাইজানই প্রথম আক্রমণ করছে, তবে তার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি আর্মেনিয়া।

তবে কারা প্রথম আক্রমণ করেছে সেটি এখন মূখ্য বিষয় নয়। আসল কথা হলো, দীর্ঘ তিন যুগ ধরে অপদখল হয়ে থাকা হারানো ভূমি ফেরত পেতে চায় আজারবাইজান। এটা তার বৈধ অধিকার।

যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে তুরস্ক ঘোষণা দেয় যে তারা তাদের আজারবাইজানী ভাইদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য দেবে। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভালো যে, আজারবাইজান ও ইসরাইলের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। ইস্রাইল অস্ত্র বিক্রি করে আজারবাইজানকে এবং তার পরিবর্তে তেল নেয়। আবার রাশিয়া থেকেও অস্ত্র ক্রয় করে। রাশিয়া, ইস্রাইল ও তুরস্কের সর্বাত্মক সাহায্য ও সমর্থনে আজারবাইজানী সৈন্যরা প্রথম দিনেই বাজিমাত করে। বিশেষ করে তুরস্কের ড্রোন দিয়ে আর্মেনিয়ানদের বিপুল অস্ত্র ধ্বংস করে ৭টি গ্রাম ফেরত নিয়ে নেয়।

এখন পর্যন্ত আজারবাইজান সেনারা সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, যা আর্মেনিয়ার ধারণাতেই ছিল না। তাদের অসংখ্য সেনা হতাহত হয়েছে। আজারবাইজান সেনারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আর্মেনিয়া ও তার প্রক্সি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পিছু হটছে। আশা করা যায়, কিছু দিনের মধ্যে আজারবাইজান তার হারানো ভূখন্ড পুনঃদখল করে নিতে সক্ষম হবে।

ইতিমধ্যে ওআইসি আজারবাইজানকে সমর্থন জানিয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও কাতার সর্বাত্মক সমর্থন ও সাহায্য করার জন্য তৈরী আছে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

ইস্রাইলের সাথে আজারবাইজানের সুসম্পর্ক থাকার কারণে ইরানের সাথে আর্মেনিয়ার ভাল সম্পর্ক ছিল। এছাড়া বিভিন্ন অস্ত্রও বিক্রি করছিল। কিন্তু এবার যুদ্ধে পরিস্কারভাবে আজারবাইজানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার সাথে আর্মেনিয়ার সামরিক চুক্তি ছিল। রাশিয়াও সাফ বলে দিয়েছে, এই যুদ্ধে রাশিয়া জড়িত হবে না। কারণ, এই যুদ্ধ নাগারনো-কারাবাখ নিয়ে; আর্মেনিয়ার সাথে নয়। আর্মেনিয়ায় তাদের সামরিক ঘাটি থাকা সত্বেও তারা জড়িত হবে না, যতক্ষণ না আর্মেনিয়ার ভূখন্ড আক্রান্ত না হয়। যে ফ্রান্স বেশি বাড়াবাড়ি করছে তুরস্কের বিরুদ্ধে, তাদেরও আর্মেনিয়াকে তেমন সাহায্য করা সম্ভব নয়। অতএব আর্মেনিয়া সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে যুদ্ধবিরতির জন্য কান্নাকাটি শুরু করেছে। রাশিয়ার দুইপক্ষের সাথে আলোচনা করে ১০ অক্টোবর শনিবার দুপুর থেকে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করলেও তা বাস্তবে কার্যকরী হয়নি।

সর্বশেষ যেসব এলাকা আজারবাইজান পুনঃদখল করেছে তা দেয়া হলো।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে দেয়া একপোস্টে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ বলেন, 'আজারবাইজানের গৌরবান্বিত সামরিক বাহিনী নাগার্নো-কারাবাখের ফুজুলি জেলার গারাদাগলি, খাতুন বুলাগ, গারাকল্লু গ্রাম এবং খোজাবেন্দ জেলার বুলুতান, মালিক জানলি, কামারতুক, তেকে ও তাগাসের গ্রাম আর্মেনিয়ার দখলদারিত্ব থেকে পুনরুদ্ধার করেছে। আজারবাইজানের সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবি হোক! কারাবাখ আজারবাইজানের!'
এর আগে আর্মেনিয়ার সেনাবাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে সেব্রেইল, হাদরুত সহ ৩০টিরও বেশি গ্রাম সেনা অভিযানের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দেয় আজারবাইজান।

এদিকে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে দুই দেশের মধ্যে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত আর্মেনিয়ার হামলায় ৪৩ জন বেসামরিক আজেরি নাগরিক নিহত হয়েছেন। বুধবার ও আর্মেনিয়ার হামলায় এক বেসামরিক আজেরি নাগরিক নিহত হন। পাশাপাশি হামলায় এখন পর্যন্ত ২০৬ জন বেসামরিক আজেরি নাগরিক আহত হয়েছেন।

এবার সিডনির লাকেম্বায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে এলাকাভিত্তিক সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশীরা যেখানে বসবাস করেন, সিডনির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সেই এলাকা লাকেম্বায় বেশ কয়েকজন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন মর্মে নিউ সাউথ ওয়েলসের স্বাস্থ্য বিভাগ গত ১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যগুলোর মাঝে এনএসডব্লিউ যখন তুলনামূলক ভাবে কম আক্রান্ত হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছিলো, ঠিক সে সময় এই খবর বেশ কিছুটা আশংকাজনক বলেই সবাই ধারণা করছেন। বিভিন্ন দেশের ও সংস্কৃতির খাবার ও নানা দ্রব্যসামগ্রী দোকান পাটের আধিক্যের কারণে কেনাকাটার জন্য এসব এলাকায় প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। এর মাঝে লাকেম্বাতেই রয়েছে প্রায় কয়েক ডজন বাংলাদেশী দোকানপাট।
এটুযেড মেডিক্যাল ক্লিনিকে কর্মরত দু'জন ডাক্তার কোভিড-১৯ আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। এ দু'জন ডাক্তারই আগে করোনা সনাক্ত হয়ে লাকেম্বা রেডিওলজিতে যাওয়া একজন রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এটুযেড মেডিক্যাল সেন্টারে বাংলাদেশী ডাক্তাররাও রোগী দেখে থাকেন।
সকল আক্রান্তদের নিকট সংস্পর্শে সম্প্রতিকালে যারা এসেছিলেন, তাদেরকে বর্তমানে এনএসডব্লিউহেলথ এর কর্মকর্তারা শনাক্ত এবং পরীক্ষা করার কার্যক্রম চালাচ্ছেন।
যদি কেউ করোনা আক্রান্তদের ক্লোজকন্টাক্ট বা নিকট সংস্পর্শে এসে থাকেন, বেশ কিছুক্ষণ যাবত একই কক্ষে পাশাপাশি থাকলে, তাহলে তাদেরকে দ্রুত করোনাভাইরাস পরীক্ষা করতে হবে এবং ফলাফল যাই হোক না কেন ১৪ দিন সময়কালের জন্য আইসোলেশনে থাকতে হবে।
তবে কেউ যদি ক্যাজুয়ালকন্টাক্ট বা খুবই সামান্য সংস্পর্শে এসে থাকেন তাহলে সিম্পটম বা লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কোন লক্ষণ থাকলে তাহলে করোনা পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষার নেগেটিভ ফলাফল না আসা পর্যন্ত তাদেরকেও আইসোলেশনে থাকতে হবে।
এনএসডব্লিউহেলথলাকেম্বা এলাকায় করোনা পরীক্ষার জন্য হ্যালডনস্ট্রিটে অবস্থিত লাকেম্বারেসপিরেটরি ক্লিনিকে একটি কোভিড-১৯ ক্লিনিক স্থাপন করেছে। করোনাভাইরাসের কোন লক্ষণ দেখা গেলেই এখানে যে কেউ পরীক্ষা করতে পারবেন, যার জন্য কোন জিপিরেফারেলের প্রয়োজন হবেনা।
লাকেম্বারএটুযেড মেডিক্যাল সেন্টারে অক্টোবরের ১ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটা, অক্টোবরের ৯ তারিখ শুক্রবার বিকেল তিনটা থেকে সাড়ে চারটা এবং অক্টোবরের ১০ তারিখ শুক্রবার কেউ গিয়ে থাকলে তাদেরকে দ্রুত পরীক্ষা করার এবং সেল্ফআইসোলেশনে থাকার অনুরোধও করা হয়েছে।
নতুন করে এ এলাকায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত সনাক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ স্থানীয় লাকেম্বা ও ওয়াইলি পার্ক ট্রেন স্টেশন এবং ইসরা মেডিক্যাল সার্ভিসেস নামক আরেকটি মেডিক্যাল সেন্টারে এলার্ট জারি করেছে।করোনাআক্রান্ত রোগী ইসরা মেডিকেল সার্ভিসেস নামক পাশের ক্লিনিকে ৫ অক্টোবর সোমবারে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মাঝে ছিলো। এছাড়াও যদি কেউ ৪ অক্টোবর রাত পৌনে বারোটা থেকে সোয়া বারোটার মধ্যে সেন্ট্রাল থেকে স্ট্রেটফিল্ড এলাকার বাসে ভ্রমণ করে থাকলেও সেল্ফআইসোলেশন এবং দ্রুত করোনা পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
বাংলাদেশী প্রবাসীদের মাঝে কেউ যদি নিজেদের মাঝে কোভিড-১৯ এর কোন লক্ষণ দেখতে পান তাহলে তারা সুপ্রভাত সিডনির সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে এ সংক্রান্ত করণীয় সকল পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য সুপ্রভাত সিডনির টিম কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পুলিশের গোপন নথি ফাঁস!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজির আহমেদের কাছে গত ৩০ মে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার গোপনে একটি চিঠি পাঠান। ডিএমপির উচচ পদস্থ কর্মকর্তা ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় ওই চিঠিতে। এই দুর্নীতির ভাগ বা পার্সেন্টেজ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ওই চিঠির কথা ফাঁস হয়ে যায়। চিঠিতে দুর্নীতিবাজ ইমাম হোসেনকে বদলির কথা বলা হলেও তা করা হয়নি। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চিঠি চালাচালির ঘটনা। বিশেষ করে এই কারণে যে, এই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বেশ প্রকট। এছাড়া বাহিনী হিসেবে সদস্যদের গুরুতর অসদাচরণও এড়িয়ে যাওয়ার কুখ্যাতি রয়েছে পুলিশের।

বাংলাদেশ বিষয়ক মানবাধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদনে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তি ভোগ করার বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। দুর্নীতি-বিরোধী সংগঠন

গোপণীয়

ডিএমপি পুলিশ কমিশনার মহোদয়কে ঘুষ প্রদানের প্রস্তাব প্রদানকারী যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ ইমাম হোসেন বিপিএম-সেবা -এর ব্যক্তিগত তথ্য বিবরণী:

➢ এক নজরে:

পারিবারিক পরিচিতি	:	বিএনপি
চাকুরীতে যোগদান	:	১৮তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা ২৫/০১/১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন । ২০/০৩/২০০১ তারিখে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এস.এস.এফ)-এ যোগদান করে ৪ বছর ৪ মাস ২ দিন দায়িত্ব পালনকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্লোজ প্রটেকশনে দায়িত্ব পালন করেন।
কর্মকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ	:	• ঢাকা জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বরত অবস্থায় ২০০৯ সালের শেষের দিকে আশুলিয়া থানাধীন জামগড় শিল্প এলাকায় গার্মেন্টস্ সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে তৎকালীন পুলিশ সুপার, ঢাকা জেলা জনাব মো: ইকবাল বাহার বিপিএম (বার), পিপিএম কে একা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে সঙ্গীয় ফোর্সসহ জনাব ইমাম কাপুরুষের মত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৮ সালে সর্বশেষ বাংলাদেশে দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে। সেখানেও দেখা যায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন বেশিরভাগ মানুষ।

গুরুতর অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ সদস্যরা সামান্য সাজা হলেও ভোগ করেন। কিন্তু তবে উর্ধ্বতন বা সুপিরিয়র কর্মকর্তারা প্রায় নিরঙ্কুশ দায়মুক্তি ভোগ করেন। এই কারণে ইমাম হোসেনের মতো সুপিরিয়র অফিসারের এত গুরুতর অসদচারণের জন্য সাজা হিসেবে স্রেফ বদলির সুপারিশ করেও এত হইচই সৃষ্টি হয়েছে ওই চিঠি নিয়ে। ইমাম হোসেনের অপরাধের মাত্রার তুলনায় সাজা হিসেবে বদলি নগন্য হলেও, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দায়হীনতার যেই দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি, চিঠিটিতে তার এক ধরণের ব্যাত্যয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল।

পুলিশ ও শাসক দল আওয়ামী লীগের একাধিক সদস্যের সঙ্গে আলাপচারিতা ও সরকারি নথিপত্র পর্যালোচনা থেকে ইঙ্গিত মিলে যে, ডিএমপি বা আইজিপির জন্য দুর্নীতি খুব বড় ইস্যু ছিল না। বরং ওই বহুল-আলোচিত চিঠিটি ছিল প্রভাবশালী কমিশনার ও খোদ পুলিশ প্রধানের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্ধের অংশ মাত্র। ক্রমবর্ধমান দলাদলি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে জর্জরিত একটি বাহিনীর চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ।

পুলিশ প্রধান বা আইজিপি বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর সামগ্রিক নেতৃত্বে থাকেন। এ বাহিনীর মধ্যে ডিএমপি সর্ববৃহৎ ইউনিট। এই বিভাগে কাজ করেন হাজার হাজার সদস্য। দেশে ক্ষমতা ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত রাজধানী শহরের পুরোটাই এই বাহিনীর জুরিসডিকশন বা অধিক্ষেত্র। এ কারণে পদমর্যাদায় বেশ নিচের দিকে হলেও, ঢাকার পুলিশ কমিশনারের পদটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়।

বর্তমান আইজিপি বেনজির আহমেদ ২০১৪ সালের বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচন (যেটি বেশিরভাগ বিরোধী দল বর্জন করেছিল) শাসক দলের প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে রাজনীতি বক্তব্য দিয়ে শাসক দল আওয়ামী লীগের প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনও কোনো লুকোচুরি করেননি।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে তার সেই অবিশ্বাস্য উত্থান হয়। একেবারে ক্ষীণালোক থেকে তাকে তখন উঠিয়ে আনা হয় পাদপ্রদীপের আলোয়। তার বাড়ি গোপালগঞ্জ, যেটি শেখ মুজিবুর রহমানের আদি শহর ও পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী জেলা। এসব কারণে বেনজির আহমেদকে অত্যন্ত ক্ষমতাধর একজন কর্মকর্তা হিসেবে দেখা হয়।

২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় জ্যেষ্ঠতর কর্মকর্তাদের অগ্রাহ্য করে তাকে পদোন্নোতি। ডিএমপি, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) পর এবার পুরো পুলিশ বাহিনী — অর্থাৎ, একজন পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, বেনজির আহমেদ তার প্রায় সব ক'টিতেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি শেখ হাসিনার প্রতি এতটাই অনুগত যে, প্রধানমন্ত্রী দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাকে পুলিশ প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন রয়েছে।

এর মধ্যে গত বছর বেনজির আহমেদের চেয়ে বয়সে বড় তবে এক ব্যাচ কনিষ্ঠ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামকে ডিএমপির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বেনজির আহমেদ ও শফিকুল ইসলাম বর্তমান স্ব স্ব পদে আসার আগে তাদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য ছিল বলে জানিয়েছেন ঢাকায় বহুদিন ধরে কাজ করা একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা।

তাদের পুরানো দ্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয় দুই কর্মকর্তার নয়া অভিলাষ ও উচ্চাকাঙ্খা। ফলে দুই জন জড়িয়ে পড়েন একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে। বিষয়টি এতটা তিক্ত হয়ে উঠে যে, শফিকুল ইসলামকে ডিএমপি প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট গিয়েছিলেন বেনজির। এই গুঞ্জনের কথা একজন রাজনৈতিকভাবে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিও স্বীকার করেছেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে ডিএমপি কমিশনারও শুরু স্বপদে বহাল থাকতে। আর এ কারণে শত্রু ভাবাপন্ন আচরণে দিশেহারা শফিকুল ইসলাম টার্গেট করেন আইজিপির প্রতি অনুগত তবে পেশাদারিত্বের দিক থেকে নাজুক কর্মকর্তা ইমাম হোসেনকে। এটি সত্য যে, ইমাম হোসেন খুব অনুকরণীয় কোনো পুলিশ কর্মকর্তা নন। ডিএমপির লজিস্টিক বিভাগের প্রধান হিসেবে দেশের সর্ববৃহৎ পুলিশ ইউনিটটির যাবতীয় ক্রয়বিক্রয় প্রক্রিয়ায় তার নিয়ন্ত্রণ ছিল। বস্তুত, ডিএমপিতে কর্মরত খুব কম কর্মকর্তা আছেন যারা ইমামের বিরুদ্ধে কমিশনারের আনা অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। কমিশনার শফিকুল ইসলাম একান্ত আলাপচারিতায় তার মিত্র ও অনুগত কর্মকর্তাদেরও বলেছেন যে, ইমাম হোসেনের কাছ থেকে তিনি সত্যি সত্যিই ঘুষ ভাগাভাগির প্রস্তাব পেয়েছিলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের করা একটি গোপনীয় নথিতে অভিযোগ করা হয়, ইমাম হোসেন তার বৈধ ও প্রদর্শিত আয়ের বাইরেও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। যেমন, ওই নথি মোতাবেক, তিনি ঢাকা শহরে ৪টি বাড়ি ও কক্সবাজারে ১টি বাড়ির মালিক। যুক্তরাজ্য ও ফিলিপাইনে রয়েছে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক; এমনকি ঢাকার একটি বাণিজ্যিক এফএম রেডিও স্টেশনেও রয়েছে তার মালিকানা।

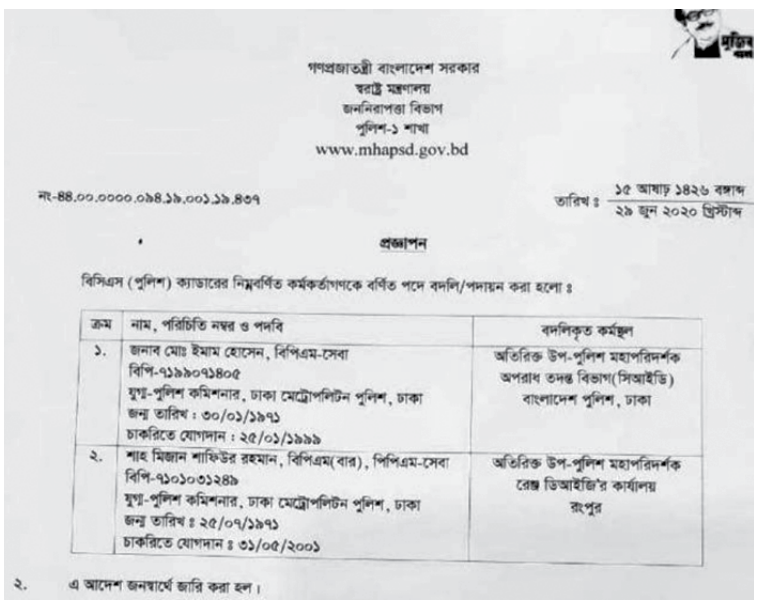
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১৯.০০১.১৯.৪৩৭

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৯ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বর্ণিত পদে বদলি/পদায়ন করা হলো :

ক্রম	নাম, পরিচিতি নম্বর ও পদবি	বদলিকৃত কর্মস্থল
১.	জনাব মোঃ ইমাম হোসেন, বিপিএম-সেবা বিপি-৭১৯৯০৭১৪০৫ যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা জন্ম তারিখ : ৩০/০১/১৯৭১ চাকরিতে যোগদান : ২৫/০১/১৯৯৯	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক অপরাধ তদন্ত বিভাগ(সিআইডি) বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
২.	শাহ মিজান শাফিউর রহমান, বিপিএম(বার), পিপিএম-সেবা বিপি-৭১০১০৩১২৪৯ যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা জন্ম তারিখ : ২৫/০৭/১৯৭১ চাকরিতে যোগদান : ৩১/০৫/২০০১	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় রংপুর

২. এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

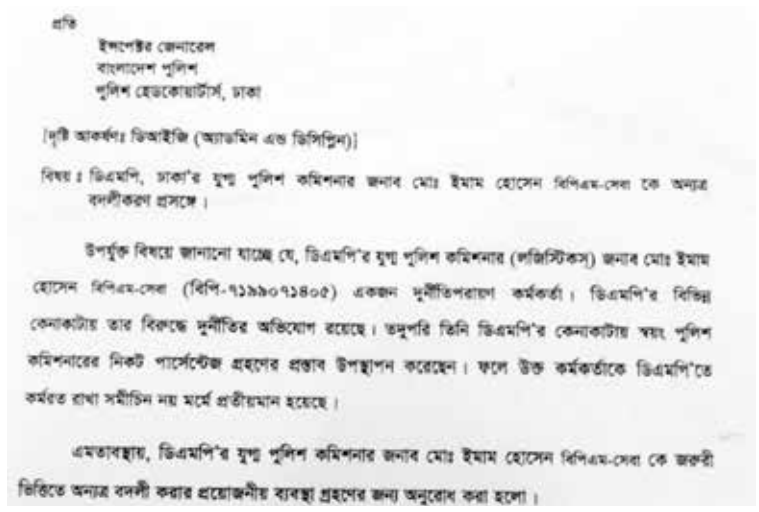
প্রতি
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

[দৃষ্টি আকর্ষণ: ডিআইজি (অ্যাডমিন এন্ড ডিসিপ্লিন)]

বিষয় : ডিএমপি, ঢাকা'র যুগ্ম পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ ইমাম হোসেন বিপিএম-সেবা কে অন্যত্র বদলীকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ডিএমপি'র যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস) জনাব মোঃ ইমাম হোসেন বিপিএম-সেবা (বিপি-৭১৯৯০৭১৪০৫) একজন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা। ডিএমপি'র বিভিন্ন কেনাকাটায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তদুপরি তিনি ডিএমপি'র কেনাকাটায় স্বয়ং পুলিশ কমিশনারের নিকট পার্সেন্টেজ গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। ফলে উক্ত কর্মকর্তাকে ডিএমপি'তে কর্মরত রাখা সমীচিন নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ডিএমপি'র যুগ্ম পুলিশ কমিশনার জনাব মোঃ ইমাম হোসেন বিপিএম-সেবা কে জরুরী ভিত্তিতে অন্যত্র বদলী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

যা থেকে ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে অন্তত একটি অভিযোগের কিছুটা সত্যতা মিলে। ওই গোপন ডোসিয়ারে বলা হয়, সুফিয়া সুন্দর নামে ইমাম হোসেনের "কোটি কোটি টাকার" একটি দাতব্য সংস্থা আছে। ওই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব সংবাদ ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ২৪অনলাইন.কম-এর সংবাদও বলছে যে, ইমাম হোসেন ওই দাতব্য সংস্থার পক্ষে বিপুল অংকের অর্থ, বৃত্তি ও খাদ্য বিতরণ করেছেন।

গোপন ওই প্রতিবেদনে ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে ২০১৪-১৫ সালে ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে একটি খুনের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। এতে বলা হয়, বিতর্কিত ওই জমি পরে ইমামের ভাই কিনে নেন, এরপর তার ভাই তাকে "দান" করে দেন। তবে ওই ভূমি দখল ও খুনের ঘটনায় কারও কোনো সাজা বা মামলা হয়নি।

ইমাম হোসেনকে ওই প্রতিবেদনে বিএনপি সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করে দাবি করা হয়, খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ইমাম হোসেন তার সরকারি নিরাপত্তা দলের সদস্য ছিলেন। এতে এই মন্তব্যও করা হয় যে, ডিএমপিতে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করলেও, তাকে বারবার ডিএমপি থেকে বদলির চেষ্টা রহস্যজনক কারণে সফল হয়নি। তারপরও শফিকুল আলম দুর্নীতি অপছন্দ করেন বলে ইমাম হোসেনকে বদলির সুপারিশ করে চিঠিটি লিখেছিলেন, এমন সম্ভাবনা কম। কারণ, কমিশনার যদি ইমামকে দুর্নীতি থেকে দূরে রাখতে চাইতেন, তাহলে তিনি নিজেই তাকে ডিএমপির মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিভাগে বদলি করতে পারতেন। অন্তত এতটুকু ক্ষমতা আইনে তাকে দেওয়া হয়েছে। পরে তিনি সেটা করেছেনও। কিন্তু তার আগে ওই চিঠি লিখে তিনি বল ঠেলে দিয়েছিলেন আইজিপির কোর্টে।

পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে আইজিপিকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে, ডিএমপি কমিশনার "এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছিলেন।" তিনি বলেন, "প্রথমত, আইজিপির যদি সত্যিই ডিএমপি কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা থাকতোও, এই চিঠির কারণে তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন।

১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

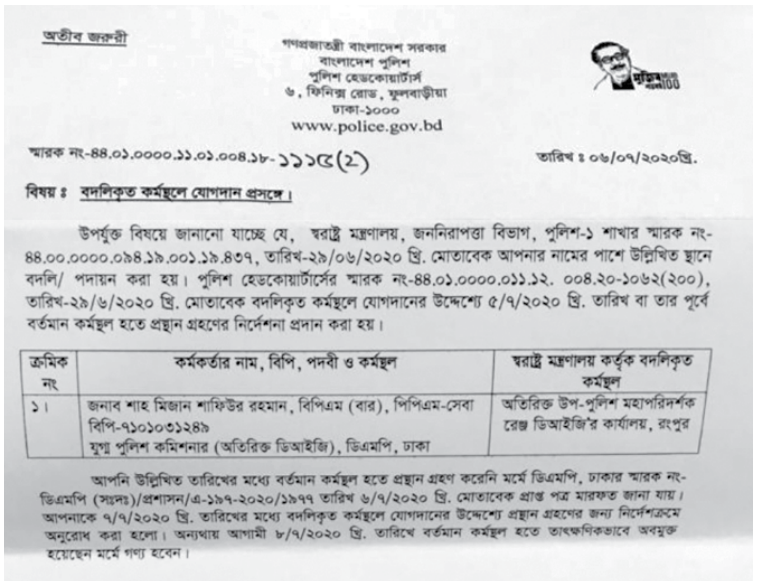

অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬, ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়ীয়া
ঢাকা-১০০০
www.police.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.১১.০১.০০৪.১৮-১১১৫(২) তারিখ ঃ ০৬/০৭/২০২০খ্রি.

বিষয় ঃ বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, পুলিশ-১ শাখার স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১৯.০০১.১৯.৪৩৭, তারিখ-২৯/০৬/২০২০ খ্রি. মোতাবেক আপনার নামের পাশে উল্লিখিত স্থানে বদলি/ পদায়ন করা হয়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০১১.১২. ০০৪.২০-১০৬২(২০০), তারিখ-২৯/৬/২০২০ খ্রি. মোতাবেক বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৫/৭/২০২০ খ্রি. তারিখ বা তার পূর্বে বর্তমান কর্মস্থল হতে প্রস্থান গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, বিপি, পদবী ও কর্মস্থল	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলিকৃত কর্মস্থল
১।	জনাব শাহ মিজান শাফিউর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম-সেবা বিপি-৭১০১০৩১২৪৯ যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি), ডিএমপি, ঢাকা	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রংপুর

আপনি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে প্রস্থান গ্রহণ করেনি মর্মে ডিএমপি, ঢাকার স্মারক নং-ডিএমপি (সদর)/প্রশাসন/এ-১৯৭-২০২০/১৯৭৭ তারিখ ৬/৭/২০২০ খ্রি. মোতাবেক প্রাপ্ত পত্র মারফত জানা যায়। আপনাকে ৭/৭/২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় আগামী ৮/৭/২০২০ খ্রি. তারিখে বর্তমান কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হয়েছেন মর্মে গণ্য হবেন।

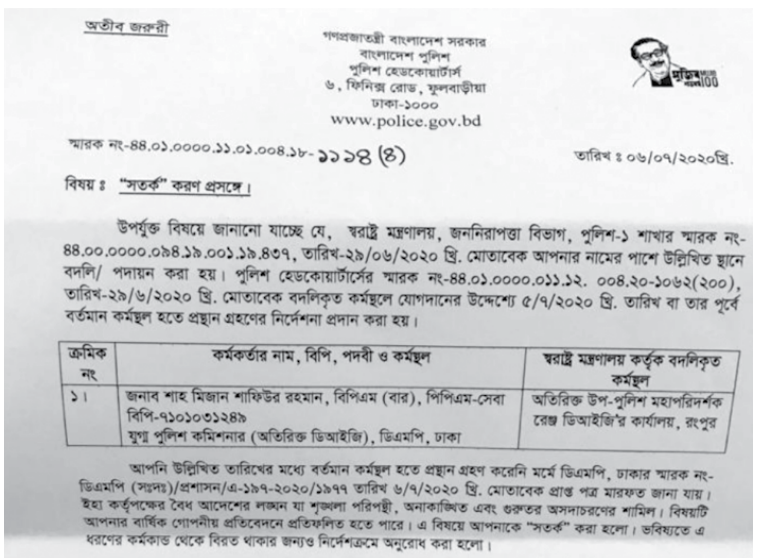

অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬, ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়ীয়া
ঢাকা-১০০০
www.police.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.১১.০১.০০৪.১৮-১১১৪ (৪) তারিখ ঃ ০৬/০৭/২০২০খ্রি.

বিষয় ঃ "সতর্ক" করণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, পুলিশ-১ শাখার স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১৯.০০১.১৯.৪৩৭, তারিখ-২৯/০৬/২০২০ খ্রি. মোতাবেক আপনার নামের পাশে উল্লিখিত স্থানে বদলি/ পদায়ন করা হয়। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০১১.১২. ০০৪.২০-১০৬২(২০০), তারিখ-২৯/৬/২০২০ খ্রি. মোতাবেক বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৫/৭/২০২০ খ্রি. তারিখ বা তার পূর্বে বর্তমান কর্মস্থল হতে প্রস্থান গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, বিপি, পদবী ও কর্মস্থল	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলিকৃত কর্মস্থল
১।	জনাব শাহ মিজান শাফিউর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম-সেবা বিপি-৭১০১০৩১২৪৯ যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত ডিআইজি), ডিএমপি, ঢাকা	অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রংপুর

আপনি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে প্রস্থান গ্রহণ করেনি মর্মে ডিএমপি, ঢাকার স্মারক নং-ডিএমপি (সদর)/প্রশাসন/এ-১৯৭-২০২০/১৯৭৭ তারিখ ৬/৭/২০২০ খ্রি. মোতাবেক প্রাপ্ত পত্র মারফত জানা যায়। ইহা কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশের লঙ্ঘন যা শৃঙ্খলা পরিপন্থী, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং গুরুতর অসদাচরণের শামিল। বিষয়টি আপনার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হতে পারে। এ বিষয়ে আপনাকে "সতর্ক" করা হলো। ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্যও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৪ পৃষ্ঠার পর

কারণ, এই চিঠির পর যদি ডিএমপি কমিশনারকে (পূর্ব পরিকল্পনামাফিক) সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সবাই ভাবতো যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় কমিশনারের এই অবস্থা। দ্বিতীয়ত, এই অভিযোগটা এত মারাত্মক যে, [এর মাধ্যমে] একজন বিরূপ মনোভাবের কর্মকর্তার ট্রান্সফার নিশ্চিত করে ফেলেন কমিশনার।"

পুলিশ কর্মকর্তাই বলেছেন যে, আইজিপির অধীনে পুলিশ সদর দপ্তরের চাপে মূলত ডিএমপি ওই চিঠি ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত শুরু করে। তদন্তের অধীনে প্রায় ১২জন সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। তবে সাংবাদিক সংগঠনগুলোর চাপে ওই তদন্ত থমকে আছে।

এত বড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠার পরও ইমাম হোসেনকে তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়নি। অথচ, যেসব সাংবাদিক এ নিয়ে প্রতিবেদন করেছিলেন, তাদেরই বরং সাময়িকভাবে হলেও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। বিষয়টি অনেকটা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, এত বড় কেলেঙ্কারির চেয়েও কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশের কাছে।

কমিশনারের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে না পেরে, আইজিপি অন্তত সমান মাত্রার প্রতিঘাত করতে মনস্থির করেন। ইমাম হোসেনকে যেহেতু বদলি করতে হচ্ছে, তাই কমিশনারের পক্ষের এক কর্মকর্তাকেও তিনি বদলি করার উদ্যোগ নেন। এক্ষেত্রে কোপানলে পড়েন শাহ মিজান শফিউর রহমান। তিনিও ইমাম হোসেনের মতো ডিএমপির একজন যুগ্ম কমিশনার ছিলেন। তাকে বদলি করা হয় সুদূর রংপুরে। শাহ মিজান শফিউর রহমান ডিএমপি কমিশনারের মিত্র হিসেবে পরিচিত। ইমাম হোসেনের বিষয়ে কমিশনার যেই চিঠিটি লিখেছিলেন, তা ছিল শাহ মিজান শফিউর রহমানের "মস্তিষ্কপ্রসূত" বলে জানা গেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ২৯ জুন একই পত্রে ইমাম হোসেন ও শাহ মিজানের বদলির আদেশ জারি করে। শফিউর রহমান নিজেও প্রভাবশালী ও দলঘেঁষা কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রথমে চেষ্টা করেন এই বদলি ঠেকানোর। এর আগে ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা শফিউর নিজের ব্যাপক রাজনৈতিক যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে আইজিপির সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা চালান। তবে আইজিপি পিছু হটার পাত্র ছিলেন না।

শফিউর রহমানের কাছে ৬ জুলাই পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পরপর দুইটি পত্র যায়। যার প্রথম চিঠিতে বলা হয়, তার বদলির বিষয়ে ডিএমপির কাছ থেকে তথ্য চেয়েছে সদর দপ্তর। এতে উল্লেখ করা হয়, বদলির আদেশে তাকে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে ডিএমপি ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। তিনি সেই আদেশ মানতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই চিঠিতে তাকে পরদিনই রংপুরে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, "অন্যথায় আগামি ৮ জুলাই আপনি বর্তমান কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হয়েছেন মর্মে গণ্য হবেন।"

একই দিনে জারি করা দ্বিতীয় চিঠির ভাষা ছিল আরও আক্রমণাত্মক। এতে বলা হয়, শফিউর রহমান "কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশের লঙ্ঘন" করেছেন, যা "গুরুতর অসদাচরণের শামিল।" শুধু তা-ই নয়, সরকারি আদেশ মানতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) অন্তর্ভুক্ত করারও হুমকি দেওয়া হয় চিঠিতে। বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি বা নিয়োগের সময় এসিআর মূল্যায়ন করা হয়। একজন মধ্যম সারির কর্মকর্তা বদলির আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা তা খোদ পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার বিষয়টি অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। এজন্য "সতর্ক" করার ঘটনা আরও বিরল। দ্বিতীয় পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "এই ধরণের বিষয়ে এই মাত্রার তৎপরতার কথা কখনও শোনা যায়নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, [পুলিশ প্রধান] ডিএমপি কমিশনারের ঘনিষ্ঠ অফিসারকে সরিয়ে ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প নিয়েছেন।" তবে, শাহ মিজান শফিউর রহমান হাল ছাড়তে বাধ্য হন। রংপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১০ জুলাই তিনি ফেসবুকে এক পোস্টে লিখেন, ঢাকার বাইরে তাকে বদলি হতে দেখে সবচেয়ে খুশি হয়েছে "সরকার-বিরোধী চক্র"। তিনি আরও যোগ করেন, তিনি সবসময়ই "দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষ" ও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবেন। শেষে তিনি লিখেন, তিনি "প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজিপি ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা"র প্রতি কৃতজ্ঞ।

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই চিঠির মাধ্যমে ইমাম হোসেনকেও ডিএমপি থেকে বদলি করা হয়। এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে এই সামান্য "শাস্তি" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) থেকে চিঠি পাওয়ার পর। ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়ে ১৪ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায় দুদক। এরও ২৩ দিন পর ইমাম হোসেনকে (শাহ মিজান শফিউর রহমান সহ) বদলির চিঠি দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ইমাম হোসেন ঢাকা থাকলেও শাহ মিজান শফিউর রহমানকে রংপুর পাঠানো হয়। বদলি হন মর্যাদাবান অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডিতে। অনুগত একজন কর্মকর্তাকে ঢাকাতেই রেখে দিতে পারাকে আইজিপি বেনজির আহমেদ হয়তো নিজের ছোটখাট অর্জন হিসেবেই দেখে থাকবেন।

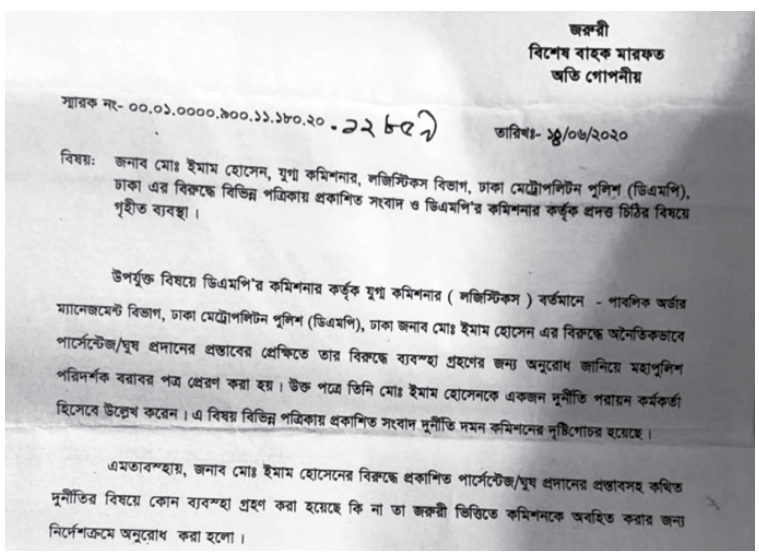

জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত
অতি গোপনীয়

স্মারক নং- ০০.০১.০০০০.৯০০.১১.১৮০.২০-২২৮৫৭ তারিখঃ- ১৪/০৬/২০২০

বিষয়: জনাব মোঃ ইমাম হোসেন, যুগ্ম কমিশনার, লজিস্টিকস বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও ডিএমপি'র কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত চিঠির বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ডিএমপি'র কমিশনার কর্তৃক যুগ্ম কমিশনার (লজিস্টিকস) বর্তমানে - পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা জনাব মোঃ ইমাম হোসেন এর বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে পার্সেন্টেজ/ঘুষ প্রদানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মহাপুলিশ পরিদর্শক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে তিনি মোঃ ইমাম হোসেনকে একজন দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখ করেন। এ বিষয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ দুর্নীতি দমন কমিশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত পার্সেন্টেজ/ঘুষ প্রদানের প্রস্তাবসহ কথিত দুর্নীতির বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা জরুরী ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

এনএসডব্লিউ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সরকারি গুম-খুনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন

১ম পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার সকালে পার্লামেন্টের নিয়মিত অধিবেশনে গ্রিনস নেতা ডেভিড শুব্রিজ এমএলসি এ প্রস্তাব আনয়ন করেন। আলোচনার জন্য উত্থাপিত এ প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশে সংঘটিত ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিলো একটি সহিংসতাপূর্ণ অসম নির্বাচন। এছাড়াও বাংলাদেশের জননন্দিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় অন্যায়ভাবে আটক করে রাখার বিষয়টিও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

পাশাপাশি সরকারি হেফাজতে নিয়মিতভাবে নাগরিকদেরকে গুম করা এবং সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন কর্তৃক দেশজুড়ে ধর্ষণের মহামারি চালানোর বিষয়টিও এতে সংযুক্ত করা হয়।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল সরকারের প্রতি আহবান করা হয় তারা যেন খালেদা জিয়াসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গ্রিনস নেতা কর্তৃক পার্লামেন্টে এই মোশন উত্থাপনের ঘটনায় সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন সন্ধ্যার পর সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা লাকেম্বার একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী অন্যদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন তিনি লেবার বা লিবারেল পার্টির পরিবর্তে ভবিষ্যতে গ্রিনস কে ভোট দেয়ার কথা চিন্তাভাবনা করছেন।

উল্লেখ্য যে এর আগে ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ আইনসভা ফেডারেল সিনেটেও গ্রিনস এর তৎকালীন নেতা রিচার্ড ডি নাটালি বাংলাদেশে সরকারি মদদে গুম-খুন ও অত্যাচারের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এই ধরণের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকলে এর ধারাবাহিকতায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা মামলা করার অবকাশ পাবে বলেও অনেকে ধারণা করছেন।

এদিকে, মার্কিন আইন প্রণেতাদের কড়া নজর র‍্যাবের উপর। র‍্যাবের বিরুদ্ধে আইনবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি র‍্যাবের উচ্চতর কর্মকর্তাদের উপর অবরোধের প্রস্তাব করেছে ২৭ অক্টোবর, ২০২০। বিশ্ব নেতাদের চোখে দেরিতে হলেও বাংলাদেশ প্রশাসনের চিত্র উঠে এসেছে।

মোল্যা মোঃ রাশিদুল হক

সানিয়াত ইসলাম

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের অস্ট্রেলিয়া কমিটির অনুমোদন

১ম পৃষ্ঠার পর

অস্ট্রেলিয়া শাখার কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে গত ১১ অক্টোবর ২০২০। অস্ট্রেলিয়া কমিটির সভাপতি মোল্যা মোঃ রাশিদুল হক অস্ট্রেলিয়া কমিটি অনুমোদন দেয়ার জন্যে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম ঠান্ডু, নির্বাহী ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অ্যাডভোকেট মশিউর মালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশিদা হক কনিকা এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিক ফরাজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

লাকেম্বায় করোনার বিস্তার থামেনি

স্থানীয় অধিবাসীদের সতর্কতা ও সচেতনতা জরুরি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিগত ১২ অক্টোবর এনএসডব্লিউ হেলথের এক বিবৃতিতে লাকেম্বা এলাকায় এটুযেড মেডিক্যাল সেন্টারে কর্মরত ডাক্তার ও কর্মচারীদের মাঝে দুইজনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর ১৬ অক্টোবর শুক্রবার স্বাস্থ্য বিভাগের আরেকটি বিবৃতিতে লাকেম্বাতেই নতুন আরেকজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির শনাক্ত হওয়ার খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়, লাকেম্বা ক্লাস্টারে আগে শনাক্ত হওয়া একজনের সাথে তার আবাসিক স্থান বা বাসাতে সংস্পর্শে আসা অন্য আরেকজন সম্প্রতি কোভিড ১৯ আক্রান্ত হিসেবে পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত হয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে এনএসডব্লিউ হেলথের কর্মকর্তারা লাকেম্বা এলাকার সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-সেইফ চর্চা অর্থ্যাৎ নানা প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিবিড় তত্ত্বাবধান শুরু করেছেন।

উল্লেখ্য যে সিডনির লাকেম্বা এলাকাটি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের মাঝে বাংলা এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীদের বসবাসের পাশাপাশি প্রচুর বাংলাদেশী দোকানপাট ও রেস্টুরেন্টও অবস্থিত। স্বাস্থ্য বিভাগের বিবৃতিতে সকলকে কোভিড ১৯ শনাক্তকরণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলা হয়, যে কেউ যতবার ইচ্ছা বিনামূল্যে

এই টেস্ট করতে পারবেন। যদি কোভিড ১৯ এর কোন উপসর্গ দেখা যায় তাহলে দেরি না করে সাথে সাথে ঐদিনই এ পরীক্ষা করা উচিত। যদি সর্দি, গলায় খুসখুসে ভাব, কাশি, জ্বর বা এ ধরণের কোন লক্ষণ থাকে তাহলে দেরি না করেই স্থানীয় টেস্টিং সেন্টারে গিয়ে অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত এ পরীক্ষাটি করে নেয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মাঝে প্রাক্তন কাউন্সিলর খোদর সালেহ, টনি বার্ক এমপি, জিহাদ দীব এমপি, সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম, মুসলিম ওম্যান অস্ট্রেলিয়ার সংগঠনক হেজায মাহা আবদো সহ অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তার মাধ্যমে নিয়মিত হাত ধোয়া, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাসহ সকল ধরণের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এই এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন যে যদি এই সংক্রমণ থামানো না যায় তাহলে ঘনবসতিপূর্ণ এবং ব্যস্ত এই এলাকায় কোভিড ১৯ ভাইরাসের আউটব্রেক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এমতাবস্থায় আগামি তিন থেকে চার সপ্তাহ সময়কালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলছেন একজন মানুষের অবহেলার কারণেও এমন হতে পারে যে এই এলাকার সকল মানুষ বিপুল ঝুঁকির মুখে পড়ে যেতে পারে সুতরাং প্রত্যেকের সচেতনতা এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

কমিউনিটির প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সদস্যরা বিশেষ করে বাংলাদেশী প্রবাসী পরিবার ও স্থানীয় অধিবাসীদের সকলকে এই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ সময়কালে আগামি কয়েক সপ্তাহের জন্য চুড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করেছেন। যদি সকলেই সচেতন না হয় তাহলে হয়তো নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকার মতো করোনার বিস্তার ও বড় সংখ্যক মৃত্যুর মতো দুঃখনজক ও অনাকাঙ্খিত ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। অত্র এলাকার বাসিন্দাদের জন্য হ্যালডন স্ট্রিট এবং বুলেভার্ডের কর্নারে একটি পপ-আপ টেস্টিং ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। রবিবার ব্যতীত অন্য যে কোন দিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটার ভেতরে যে কেউ বিনামূল্যে এখানে গিয়ে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করাতে পারবেন। এছাড়াও ৯৬ হ্যালডন স্ট্রিটে লাকেম্বা রেসপিরেটরি ক্লিনিক, রোজল্যান্ড শপিং সেন্টারের কারপার্কে ড্রাইভ-থ্রু ক্লিনিক, ৪৮১ বারউড রোডে বেলমোর মেডিকেল ক্লিনিক, ৭৯ কোলরিজ স্ট্রিটে রিভারভিউ ড্রাইভ-থ্রু ক্লিনিক, ক্যান্টারবুরি হাসপাতাল এবং ব্যাংকসটাউন-লিডকাম্ব হাসপাতাল ক্লিনিকেও যে কেউ করোনা-শনাক্তকরণ পরীক্ষা করাতে পারেন।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অসামান্য অবদান এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শহীদুজ্জামান কাকন

গ্রীক মিথোলজির হারকিউলিস, পারসিউস, একিলিস প্রভৃতি বীরদের কাল্পনিক কাহিনীগুলো বইয়ে য়পড়েছি। আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের বীরত্বের সত্যিকারের ইতিহাস জেনেও শিহরিত হয়েছি। বাংলাদেশে এমনই একজন বীর ছিলেন, যার বীরত্ব হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেছেন অবিশ্বাস্য সাহসিকতার মাধ্যমে। তিনি আর কেউ নন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। যারা উনার সম্পর্কে ভুল জানেন, এতোদিন মিথ্যা ইতিহাস জেনেছেন, তাদের বিশ্বাস হচ্ছে নাতো!! আসুন তাহলে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ এর কিছু সত্যিকারের ইতিহাস জেনে আসি। ইতিহাস যাচাই করে দেখুন এবং সত্যি ও মিথ্যার পার্থক্য সহজেই বুঝতে পারবেন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের আগে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আটটি ডিভিশনের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (EBR) ছিল মাত্র ৪টি ব্যাটেলিয়ন নিয়ে গঠিত এর একটি কোম্পানির নাম ছিল 'আলফা'। আলফার কমান্ডিং অফিসার, 'ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমান'।

যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল শ্রীনগরের কাছে। শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনায় এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল সবগুলো রেজিমেন্টের অনেক পিছনে! সবাই অবজ্ঞা করতো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৌশলী সিদ্ধান্তের কারনে তারা হঠাৎ করে পাকিস্তানের শিয়ালকোটের খেমকারান দিয়ে তাদের বাহিনীকে মার্চ করায় লাহোর অভিমুখে!

শ্রীনগরে যেই রেজিমেন্ট ছিল সবার পিছনে ঘটনাক্রমে সেই রেজিমেন্টই সবার আগে চলে যায় খেমকারান অভিমুখে! পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবহেলিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আলফা ব্যাটেলিয়ন মুখোমুখি হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সপ্তদশ রাজপুত উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরির! এই আলফা কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমান। উনার উপরে নির্দেশনা ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মূল বাহিনী পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং বালুচ রেজিমেন্ট খেমকারানে না এসে পৌছাবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেনো তিনি রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেন!

কিন্তু পরিস্থিতির গুরত্ব উপলব্ধি করে আলফা কোম্পানির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমান নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মাত্র স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই ঝড়ের বেগে হামলা চালিয়ে বসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ রাজপুত সেনাদের উপর! হতভম্ব হয়ে যায় তারা! উনার অসাধারণ সমরকৌশল ও অবিশ্বাস্য সাহসিকতায় খেমকারানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হয়। ওইদিনই যদি তিনি ভারতীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে পরাজিত না করতে পারতেন সেদিনই ভারতীয় সেনাবাহিনী লাহোরে ঢুকে লাহোর দখল করে ফেলতো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই হয়তো সমাপ্তি ঘটে যেতো!

> জিয়াউর রহমান নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মাত্র স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই ঝড়ের বেগে হামলা চালিয়ে বসেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ রাজপুত সেনাদের উপর!

ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমান এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের অসাধারণ নৈপুণ্যে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানকে 'হিলাল ই জুরাত' খেতাবে ভূষিত করেন এবং উনার ব্যাটেলিয়নকে দুইটি 'সিতারা ই জুরাত' এবং নয়টি 'তামঘা ই জুরাত' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সেই সাথে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বাড়িয়ে সাতটি ব্যাটেলিয়ন করা হয় মাত্র ১ বছরের মধ্যে!

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যার রাতে চট্টগ্রামে অবস্থিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান যখন জানলেন ঢাকায় গণহত্যা করছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তিনি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করলেন না, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও, তিনি তখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করে উনার রেজিমেন্টের অধিনায়ক 'কর্নেল জানজুয়াকে' আটক করলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ করে নিজের অধিনায়ককে আটক করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলেন তিনিই প্রথম! ভারতীয় বৃহৎ সেনাবাহিনীকে যে পাকিস্তানী দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী পরাজিত করেছিল ৬ বছর আগে, সেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লাখ লাখ সুসজ্জিত সৈন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৭ জন অফিসার এবং মাত্র ৩০০ সৈন্য নিয়ে!! কতো বড় বুকের পাটা থাকলে এরকম নিশ্চিত মৃত্যু ঝুঁকি নেয়া যায় তা হয়তো এখন আমাদের কল্পনাতেও আসবে না! কয়েক হাজার বছর আগের একটি পৌরাণিক যুদ্ধ, শক্তিশালী পারসিয়ান সেনাবাহিনী বনাম গ্রীক স্পার্টান ৩০০ জন যোদ্ধাদের নিয়ে হলিউডে নির্মিত বিখ্যাত '300' ম্যুভিটি দেখলে হয়তো কিছুটা হলেও মেজর জিয়াউর রহমানের বীরত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

শেষ করছি, মেজর জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে, সারা দেশের কিংকর্তব্যবিমুঢ় মানুষের উপরে কতটা প্রভাব ফেলেছিল, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়তম সাহিত্যিক, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ুন আহমেদের লেখনীতে;

"১৯৭১, ২৭ মার্চ রাত আটটায় রেডিও নব ঘুরাতে ঘুরাতে এই দেশের বেশ কিছু মানুষ অদ্ভুত একটা ঘোষণা শুনতে পায়। মেজর জিয়া নামক কেউ একজন নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধের ডাক দেন।"

'দেশের মানুষের ভেতর দিয়ে তীব্র ভোল্টেজের বিদ্যুতের শক প্রবাহিত হয়। তাদের নেতিয়ে পড়া মেরুদণ্ড একটি ঘোষণায় ঋজু হয়ে যায়! তাদের চোখ ঝলমল করতে থাকে। একজন অচেনা লোকের কণ্ঠস্বর এতোটা উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে ভাবাই যায় না।'

"পিরোজপুর মহকুমার সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার এই ঘোষণা শুনে আনন্দে ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করতে থাকেন।- 'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। আর ভয় নাই।' তিনি পিরোজপুরে পুলিশদের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে দুইশ রাইফেল স্থানীয় জনসাধারণকে দিয়ে দেন, যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তানি মিলিটারি তাকে হত্যা করে ৫ মে। এই ঘটনার ৩২ বছর পরে তাঁর বড় ছেলে 'জোছনা ও জননীর একটি উপন্যাস লেখার প্রয়াস হাতে নেন।

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় যাবত সিডনি থেকে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানতম বাংলা কমিউনিটি সংবাদপত্র সুপ্রভাত সিডনি। দীর্ঘদিন থেকে আমরা কমিউনিটি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক খবর ও মতামত প্রকাশ করছি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে। আমাদের এ অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটি সুপ্রভাত সিডনির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্বাক্ষাতকারের ভিডিও চিত্রগুলো প্রচারের জন্য। আমাদের এ পথচলায় সাথে থাকার জন্য সকল লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন : suprovat.ceo@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2020
Year-12

সোমালিয়ার জলদস্যু-এক আতঙ্কের নাম

শিবব্রত গুহ

জলদস্যু- এই নামটার সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। এদের নাম শুনলেই মনে লাগে ভয়। হৃদয়ে যেন আতঙ্কের এক চোরাস্রোত বইতে থাকে। এদের নামের সাথে যেন ভয় ও আতঙ্ক জড়িয়ে আছে বহুদিন আগে থেকে। এদের নিয়ে অনেক অনেক গল্প কাহিনী আজো সারা পৃথিবীতে আছে ছড়িয়ে। এদের নিয়ে তৈরি হয়েছে বহু সিনেমাও।

এবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, এই জলদস্যুতা আসলে কি? এবার আমি এই বিষয়ে আপনাদের সামনে আলোকপাত করবো। জলদস্যুতা বলতে বোঝায়, সাধারণত সমুদ্রে সংগঠিত ডাকাতি বা অপরাধমূলক কাজ কর্মকে। এরা বড় ভয়ংকর হয়ে থাকে। এরা হয় নিষ্ঠুর ও ক্রুর প্রকৃতির। এদের মধ্যে নেই কোন দয়া, মায়া, মমতা। এরা যুদ্ধবিদ্যায় খুব পারদর্শী হয়ে থাকে।

জলদস্যুতা ঘটনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে বলে জলদস্যু। আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হয়ে থাকে "অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ"। এই মহাদেশের একটি দেশের নাম হল সোমালিয়া। এটি উত্তর পূর্ব আফ্রিকার এক দেশ। এর রাজধানীর নাম হল মোগাদিশু। এটি খুব গরীব ও অনুন্নত দেশ। এর বৃহত্তম শহরের নাম হল মোগাদিশু।

এখানে যারা যারা বসবাস করেন, তাদের মধ্যে ৮৫% শতাংশ হলেন সোমালি উপজাতির। এই দেশের আয়তন হল ৬,৩৭,৬৫৭ বর্গ কিলোমিটার। এর মুদ্রার নাম হল সোমালি শিলিং। এই সোমালিয়া কুখ্যাত হয়ে রয়েছে সারা বিশ্বে একটি বিষয়ের জন্য। সেটা কি জানেন? জানলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। তা হল জলদস্যুতা। সোমালিয়ার জলদস্যুরা সারা পৃথিবীতে কুখ্যাত হয়ে আছে, তাদের ভয়ংকর সব কার্যাবলীর জন্য।

সোমালিয়ার উপকূল হয়ে উঠেছে আতঙ্কের এক কেন্দ্রস্থল। ২০০৫ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, সোমালিয়ার এই জলদস্যুদের নিয়ে বিরাট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সোমালিয়ার উপকূল আন্তর্জাতিক জাহাজগুলোর জন্য এক বড় চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে।

এই সোমালিয়ার জলদস্যুদের জন্য, আন্তর্জাতিক জাহাজ কোম্পানিগুলিকে এক বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। যা যথেষ্ট বেশি। তারা বছরে প্রায় ৬.৬ থেকে ৬.৯ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। যার বিশাল প্রভাব পড়ছে বিশ্ব বাণিজ্যে। বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে গেছে।

সোমালিয়ার জলদস্যুরা বড়ই চতুর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা পারে না এমন কোন খারাপ কাজ পৃথিবীতে নেই। এদের কুকীর্তির কথা সারা বিশ্ববাসী জানে। ১৯৯০ সালের শুরুর দিক থেকে সোমালিয়ার সমুদ্র উপকূলভাগে জলদস্যুতার ঘটনা বিশ্ব বাণিজ্য ও এর নিরাপত্তার জন্য এক বড় বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সোমালিয়ার জলদস্যুদের দমানো যায়নি কোনভাবেই। তাদের সাহস দিনকে দিন বাড়তেই থাকে।

সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণে, সেই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। এছাড়া, সোমালিয়ার উপকূল ভাগে, ছিল না কোন কোস্টগার্ড। তাই, বিদেশি জাহাজ অবলীলায় সোমালিয়ার উপকূলে প্রবেশ করতে থাকে। তাদের মৎস্য ক্ষেত্র দখল করে নেয়। তারা সোমালিয়ার উপকূলে বেআইনীভাবে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ডাম্পিং করতে থাকে। এর ফল হয় মারাত্মক। সোমালিয়ার অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এক বড় বিপদের মুখে পড়ে যায়। সোমালিয়ার উপকূলে স্থানীয় মানুষেরা নানাবিধ সমস্যার মুখে পড়ে যায়। তাদের পক্ষে সেখানে বসবাস করা একদম অসম্ভব হয়ে ওঠে।

> সোমালিয়ার উপকূলে স্থানীয় মানুষেরা নানাবিধ সমস্যার মুখে পড়ে যায়। তাদের পক্ষে সেখানে বসবাস করা একদম অসম্ভব হয়ে ওঠে

তাদের মনের ভেতরে আস্তে আস্তে ক্ষোভের বারুদ জমতে শুরু করে। স্থানীয় জেলেরা সশস্ত্র দলে ভাগ হয়ে যায়। তারা সোমালিয়ার উপকূলে বিদেশি জাহাজের প্রবেশ ঠেকাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। তারা সেখানে শুরু করে পাহারা দেওয়া। তারা ভয় দেখিয়ে বিদেশি জাহাজকে তাদের জলসীমা থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয়। ২০০৮ সালের বিবিসি রিপোর্ট অনুসারে- সোমালিয়ার জলদস্যুরা তিন ভাগে বিভক্তঃ

১. স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়।

২. সাবেক সৈনিক।

৩. কারিগরী ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ।

সোমালিয়ার জলদস্যুদের প্রতি দলেই প্রধানত মিলিয়ে মিশিয়ে এই তিন ধরনের সদস্য থাকে। "হর্ন অব আফ্রিকা" নামে খ্যাত এক জলভাগের কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকার জন্য, সোমালিয়ার জলদস্যুরা সহজেই ওই পথে চলাচলকারী যানগুলোকে আক্রমণ করতে পারে।

২০০৫ সাল থেকে সোমালিয়ার জলদস্যুদের বৃহৎ পরিসরে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এদের সমুদ্র বিষয়ে জ্ঞান খুব ভালো। সমুদ্রে লড়াই করার দক্ষতাও এদের অসাধারণ। এরা প্রচন্ড ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। এদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে। এরা আক্রমণের সময় হিসাবে সাধারণত রাত অথবা ভোরের দিকটা বেছে নেয়। তারা বড় বড় জাহাজগুলোর কাছে পৌঁছাতে ছোট ছোট মটর চালিত নৌকা ব্যবহার করে থাকে। সোমালিয়ার জলদস্যুরা তাদের বেশির ভাগ অস্ত্র পায় ইয়েমেন থেকে। তবে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু থেকে ও স্থানীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীর থেকেও তারা অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে থাকে। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একে৪৭, টাইপ৫৬, একেএম, আরপিজি-৭ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সোমালিয়ার জলদস্যুরা মুক্তিপণ আদায় করে- ইউএস ডলারের মাধ্যমে। মুক্তিপণের অর্থ ডেলিভার করার জন্য তা বস্তায় ভরে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দেওয়া হয় অথবা ছোট নৌকায় করে ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে ভরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে প্যারাসুটে করে মুক্তিপণের টাকা এদের পাঠানো হয়। সোমালিয়ার জলদস্যুরা সাধারণত মুক্তিপণের টাকা পাবার জন্য ৪৫দিন বা আরো বেশি দিন অপেক্ষা করে থাকে। এরা ২০০৮ সালে মোট ১১১টি আক্রমণ করে। তার মধ্যে সফল হয়েছিল ৪২টিতে। ২০০৮ সালের আক্রমণের চেয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আক্রমণ বেড়ে যায়। সেটা বাড়ে প্রায় ১০গুণ।

২০১০ সালের মে মাসে রাশিয়ান স্পেশাল ফোর্স সোমালিয়ার জলদস্যুদের কাছ থেকে ছিনতাই করা একটা রাশিয়ান তেলের ট্যাঙ্কার উদ্ধার করেছিল। এতে একজন জলদস্যু নিহত হয় ও ১০ জন বন্দী হয়েছিল। তবে রাশিয়ান স্পেশাল ফোর্স জানিয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক আইনে শিথিলতার কারণে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয়। যদিও তারা সোমালিয়ার উপকূলে পৌঁছাবার আগেই সকলে মারা যায়।

২০১১ সালের ১৫ই জানুয়ারি সোমালিয়ার জলদস্যুরা মাস্কট থেকে ৬৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মাল্টার পতাকাবাহী সামহো শিপিং-এর একটি জাহাজ আক্রমণ করে বসে। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের নৌবাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ার চোই ইয়ং জাহাজটাকে অনুসরণ করছিল। ২১শে জানুয়ারিতে কোরিয়ান নেভী সীল ছোট ছোট নৌকায় করে ওই জাহাজে আরোহন করে। এই অপারেশনে ৮ জন দস্যু মারা যায় ও গ্রেফতার হয়েছিল ৫ জন।

ওই জাহাজের ২১ জন ক্রু নিরাপদে ফিরে এলেও, ক্যাপ্টেন গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য, পরে তিনি হয়ে ওঠেন সুস্থ। এছাড়াও, সোমালিয়ার জলদস্যুরা, বহু জাহাজ আক্রমণ করে আদায় করে নিয়েছিল মুক্তিপণ। তবে অবস্থা কিছুটা বদলেছে। সেটা ২০১৩ সালের পর থেকে। সেটা সম্ভব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপের জন্যে।

তবে, একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি সোমালিয়ার জলদস্যুদের কার্যকলাপ। আসলে এদের দমন করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এরা এতটাই দুর্ধর্ষ যে, এদের নাগাল পাওয়া খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরা গেরিলা আক্রমণে প্রচন্ড পারদর্শী। সোমালিয়ার জলদস্যু- এক আতঙ্কের নাম সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, নেই কোন জায়গা।
(তথ্য সংগৃহীত)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

The Prophet (PBUH) said: "Whoever builds a Masjid for the sake of Allah, Allah will build for him a House in Jannah"

[Sahih Al-Bukhari]

History & Background

- Albury & Wodonga are large regional towns at the border of NSW & VIC, with a combined population of nearly 100,000. Muslim population counts to more than 100 families.
- ISAW is the only mosque on Hume Freeway between Melbourne and Sydney/ Canberra.
- New mosque is under construction and is going to be ready by January 2021 (InSha'Allah).

Features

- Spacious praying area
- Plenty of parking space
- Separate female praying room
- Expanded wudu areas for both men and women

BRICKS for SALE:

BUY bricks to build your house in Jannah. It is ONLY $10 per brick.

Donations

NEED: AUD 101,000/-

by October 2020

BSB: 012708
Account No: 261990129
SWIFT code: ANZBAU3M (For international transfers)
Account Name: Islamic Society of Albury-Wodonga
PayPal: Visit www.isawmasjid.com

Islamic Society of Albury-Wodonga Inc.
494 Wagga Road,
Lavington NSW 2641
Email: ISAW786@gmail.com
Website: www.isawmasjid.com

ABN 89 767 543 184
(Registered with ACNC)

শিল্পকলা, কলাশিল্প

মুহাম্মদ ইউসুফ

বৃদ্ধ বললেন,
তিন হালি দুইটা আছে,
স্যার, ষাট টাকা দিয়েন।
হরতালের রাত দশটা,
বৃদ্ধের চোখে আকুতি।
ভাল কলা স্যার,
একটাও দাগী পাইবেন না।
আপনি তো কলা বেচেন?
জ্বী স্যার।
আপনার জীবনে কলা আছে?
এই বোধের কলা, শিল্পকলা, চারুকলা।
স্যার, কলা চার প্রকার।
বিচিকলা, চম্পাকলা,
সবরী কলা, সাগর কলা।
জগতে আরও কলা আছে?
কোন গাছে, কোন দেশে
সেই কলা ফলে?
আছে।
আরও কলা আছে।
থাকবারও পারে।
মনে হয়, সেই কলার অনেক দাম,
সেই কলাজগতে অনেক জ্যাম,
কলাজগতে নড়েচড়ে,
লাফায়-দাপায় সাহেব আর মেম,
আমি চম্পাকলার ব্যাপারী,
সেই খবরে আমার কি কাম!
আছে, কাম আছে।
সবরী কলা বুঝবেন,
শিল্পকলা বুঝবেন না,
তা-ও কি হয়?
বুঝনের কাম নাই।
কলা বেচি, ভাত খাই।
সাগর কলার মতন সরল আমার জীবন।
কলার শিল্প আর শিল্পের কলা
দিয়া ভর্তা বানামু?
কাঁচাকলার ভর্তা তবু অনেক মজা।
দেখ ভাই,
জগতে কেউ কলা খায়,
কেউ কলা দেখায়।
জানি।
তবে এইডাও জানি,
যারা কলা দেখায়,
তারাই বেশি চিল্লায়,
চিক্কুর পারে।
আমাগোর লাইগা দরদে
কলিজা গরম করে।
হেগো ভন্ডামিতে আমাগো জীবনকলা
দাগী হইয়া যায়।
তবু তুমি শিল্পকলা বুঝবা না?
না। রাস্তা মাপেন।
কলা কিনেন, নইলে আগে বাড়েন।
আপনাগো পেটে আটা আছে তো,
গায়ে ভাল জামা আছে তো,
মগজে ভিটামিন আছে তো,
তাই কলা নিয়া কলকল করবার পারেন।
আমাগো টাইম নাই।
টুকরিভর্তি কলা সব টাইম খাইয়া ফালাইছে।
টাইম? স্টিফেন হকিং?
ওই গেলি! না, পুলিশ ডাকমু।
আবে ওই কাল্লু,
গজারীর লাঠিডা ল'তো।
পাগল খেদাই।

আশার সূর্য উঠবেই

আহমদ রাজু

যদি সকাল হলেই অন্যরকম কিছু ঘটে যায়
চারিদিকে উৎসবের আমেজ;
হাট-বাজারে কোলাহল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- কলকারখানা
চলে পুরোনো নিয়মে। মনুষ্য আকৃতি
কেড়ে নেওয়া রঙ-বেরঙের মুখোশগুলি পড়ে থাকে
ডাস্টবিনে; তবে আমি খুশিতে আত্মহারা হবো না।

যদি আর একজনও অস্তিত্ব সংকটে না পড়ে
সকল ভেদাভেদ ভুলে আলিঙ্গণ করে ঈদের চাঁদ।
যদি ধনী-দরিদ্র হাত মিলিয়ে একাকার হয়ে যায়
ভালবাসায়; তবুও ফেলে আসা দিনগুলি
ভুলে যাবো না কোন কালে।

যদি এখানেই থেমে যায় পৃথিবীর অসুখ,
অপলক চেয়ে থাকে হাসপাতালের বিছানারা;
রোগীর অভাবে ডাক্তার-সেবিকাদের বাধ্যতামূলক
ছুটি দেওয়া হয় আগামী ছয়মাস-
যদি করোনার টীকা সবাইকে দেওয়া হয় এক রাতে;
তবুও আর একফোটাও চোখের জল ফেলবো না-
সে গ্যারান্টি আমি দেবো কোন অমোচন কালিতে?

যদি আবারো সূর্য অস্ত যায় বসুন্দিয়ার আকাশে,
দিগন্তে অঙ্কিত থাকে সোনালী আভা; উচাটন মন
কারো অপেক্ষায় চেয়ে থাকে অপলক?
যদি শোকাতুর মন ভুলতে চেষ্টা করে
প্রিয়জন হারানো বেদনা; স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়-
মনুষ্যপ্রজাতি তবুও কোনদিন ভুলবে না করোনা ক্রান্তিকাল।

স্বপ্ন সন্ধানী তারা গোনা রাত

রাণা চ্যাটার্জী

এই বুঝি ফিরে এলো মা..
ঘুম জড়ানো চোখে "এ দিদি, মা আসেনি রে?"
"আসবে আসবে, আয় পিঠ চুলকে দেই
তুই ঘুমানোর চেষ্টা কর না ভাই!"
না দিদি আর বোধহয় ঘুম আসবে না, জ্বলে পুড়ে
যাচ্ছে রে, ঘাড়, মাথা- সর্বাঙ্গ!
ওই পিশাচের দল সব শেষ করে দিতো আজ
তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট ওদের অ্যাসিড বাল্ব!

গ্রামে কারা যেন ফিসফাস বলতো,
"মাগী রোজ ভোর রাতে কেন লোকাল ট্রেন ধরে!"
আজকাল মানুষের বড় কৌতুহল!
কাজ সেরে সংসারের জোয়াল কাঁধে ফিরতে রাত হলে জুটবে
দুশ্চরিত্রা বদনাম আর বাড়িতে রাত কাটিয়ে ভোরে বেরোলেও গুঞ্জন,
রসালো গল্প!

"না মা, তোমায় একা এতটা পথ হেঁটে স্টেশন যেতে হবে না, দিনকাল
ভালো নয়, চলো আমি
সাইকেলে পৌঁছে দিয়ে আসি"-
রোহনের দায়িত্বশীল গলায় খুশিতে, মা গাল টিপে
"আরে দূর আমার বীর পুরুষ, নতুন সাইকেল শিখেছিস তো কি আছে
একদিন তোর চার চাকায়
চড়বো দেখিস, মস্ত বড় হবি তুই।"
"আমাদের তবে কোন দুঃখ থাকবে না রে ভাই"।

বাবার মৃত্যুর এক বছর পার হলো,
নিত্য অফিস যাত্রীদের সকালে গরম গরম টিফিনের একচিলতে চালু
গড়িয়াহাটের
দোকানটা বন্ধ হয়ে দীর্ঘদিন তালা বন্ধ।

যেটুকু সঞ্চয় ছিল, কলসির জলের মতো গড়াতে
গড়াতে সব শেষ হবার আগেই,
কোলের ছেলে মেয়েকে নিয়ে পথে বসার চেয়ে এটা বোধহয় বেশি ভালো
অপুষ্টির শিকার হওয়া শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে, তারা দেখার সাক্ষী হয়ে
ভোরের প্রথম লোকাল ট্রেনের শূন্যতা শিহরণে নিজেকে সঁপে পরিবারের
স্বার্থে দোকান চালু।

আর যাই হোক চালু হলে শান্তি তো ফিরবে, এই ভাবেই মাসখানেক
চলার পর দুটো লাভের মুখ দেখে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ওরা তিন
স্বপ্নসন্ধানী।

গতকাল ভোরে কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ার ছক কষেছিল,
সিক্সে পড়া রোহন সাইকেলে জোরজবরদস্তি মাকে চাপিয়ে স্টেশনে
পৌঁছানোয় তাল কাটে ওদের।
যে চোলাই মদ তার স্বামীকে খেয়েছে,
তছনছ করেছে সুখের সংসার সেগুলো ভাঙ্গার মহিলা মোর্চার নেতৃত্ব
দেওয়া এই এক পিটকে
মহিলা কিনা রোজ বাইরে কাজে যাবে!

চরম পৌরুষে লাগা মাতাল নেশাখোরদের ছোঁড়া অ্যাসিড বাল্ব,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে কচি চামড়ার রোহনের ওপর।

দুদিন হসপিটালের বেডে ছেলের পাশে বসে, আজ
ডাক্তারের প্রতিশ্রুতি আর মেয়ের ভরসায় আবার লোকাল ট্রেনের লেডিস
কামরায় মা,
পেট ভরানোর স্বপ্নে শুকতারাকে সাক্ষী রেখে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আঁখিজল

আনোয়ার আল ফারুক

আঁখি জলে যায় নিভে দোযখের তাপ
ঝরে ঝরে পড়ে শেষে মুমিনের পাপ,
সিজদায় ঝরে যদি কারো আঁখিজল
রব ভয়ে আঁখি যদি করে ছলছল
যায় কেটে অবশেষে মাবুদের রোষ।।

রাত শেষ ভাগে তুমি কেঁদে যাও রোজ
কেঁদে কেঁদে করো তুমি মহানের খোঁজ,
সিজদায় লুটে লুটে ডেকে যাও যদি
আঁখিজল ছেড়ে যদি কাঁদো নিরবধি;
সেই জলে বেড়ে যাবে ঈমানের জোশ।।

মুমিনের আঁখিজলে ভালবাসা রবে
প্রিয় হতে সেই জল ছেড়ে যাও তবে,
পাবে তুমি পলে পলে রহমের বান
যাবে বেড়ে যাবে শেষে জীবনের মান।।

আঁখিজলে নাও ধুয়ে গুনারাশি যতো
রুকু আর সিজদায় কাঁদো অবিরত,
অনুতাপে কেঁদে কেঁদে হও রবে নতো
এই জলে সেরে যায় ক্বালবের ক্ষত;
মিলবে যে অবশেষে মহানের খোশ।।

এই তো ছিলাম বেশ

আশীষ কুণ্ডু

এই তো ছিলাম বেশ-
মাটির কোলে মায়ের সবুজ হাতে
এই তো ছিলাম সেদিন
স্নিগ্ধ সকাল আবীর খেলা মেঠোপথে
শিশির ভেজা শরৎ
শিউলিতলায় দেদার বেচাকেনা
দুর্গাপূজো অষ্টমীর ভোগ
মাঠের শেষে আকাশটা ছিল চেনা
কবে যেন আকাশ দেখতে চেয়ে
মাটি থেকে দূরে- এরোপ্লেন যায় উড়ে
মাটি তখন অভিমানে সরে
মন দিয়েছি বহির্জগত জুড়ে
ঝোড়ো হাওয়া কালবৈশাখীর
অকালন শুরু জীবনের পাতায়
খসছে পাতা খসছে ডাল, মাটি গেছে সরে
এবার সমাপ্তি লেখা আছে খাতায়।

স্বপ্ন

অনুকূল বিশ্বাস

গোধূলির একফোটা বৃষ্টি
তোমায় করেছে মোহময়ী।
তোমার ঠোঁটে বৃষ্টি চুম্বন
সর্বাঙ্গ করেছে আলোকিত।
তোমার চুলের সোনালী রোদ
ঠোঁটের কোণে খেলে আকাশী হাসি;
ফেলে আসা স্মৃতি মেঘ হয়ে দেয় উঁকি।
রোদ্দুরে সবুজ বণানী মেলে ডানা
লজ্জায় সূর্যের হয় মাথা নত।
এরপর বৃষ্টি ভেজা হিমেল হাওয়া
হৃদয়ে বাঁশির সুর তুলে,
চলে যায় মন ভুবনের দেশে।
আমি তাকিয়ে দেখি, তখনো ভোর হয়নি।

আর কতো?

রাজ কালাম

কথার অবাধ্য কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদ
করলেই চলে বুকের মাঝখানে গুলিবর্ষণ,
প্রেম প্রত্যাখ্যান কিংবা মন চেয়েছে
নির্দয়, নিষ্ঠুরভাবে চলবে গণধর্ষণ।

আমলারা কায়দা করে আটকায় ফাইল,
ক্ষমতাশালীরা অন্যের জমিতে দেয় আইল,
জনপ্রতিনিধির কাছে জিম্মি সাধারণ জনতা,
সব ভণ্ডামি কোথাও নেই মানবতা।

সিন্ডিকেটের খপ্পরে আজ পুরো দেশটা
তাই ক্রেতাদের হতে হচ্ছে ধর্ষিতা,
জাতি দেখবে কি কখনো এর শেষটা
সোচ্চার হবো কি ঘোচাতে এই ব্যর্থতা?

বাংলাদেশ

রেজাউল করিম রোমেল

অনেক ঝড় ঝাপটা পার করে
আজ আমাদের বাংলাদেশ,
দেশের ভিতরে ও বাইরের শত্রু মুক্ত নয়।
ওৎ পেতে বসে আছে
এদেশকে ধ্বংস করতে।
তবুও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ,
শত বাঁধা বিপত্তি পার করে।
ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ
মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে
অর্জিত আমাদের প্রিয় স্বদেশ।
মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে জয় করেছে এদেশ।
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ
এগিয়ে যাবে,
রুখতে পারবে না কেউ।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ
একদিন হবেই হবে,
যতই আসুক বাঁধা।

প্রভু তোমার সৃষ্টি সব

মহিউদ্দিন বিন্ জুবায়েদ

যেদিক তাকাই নজর কাড়ে
প্রভু তোমার সৃষ্টি সব,
অসীম দয়া তোমার মাঝে
তুমিই আমার মহান রব।

খেতে হরেক ফল দিয়েছো
সুবাস নিতে ফুটাও ফুল,
তোমার দয়া এমনিভাবে
কারো সাথে হয় না তুল।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2020
Year-12 22

ভ্রমণ কাহিনী

কপোতাক্ষের ঢেউয়ের দোলায়

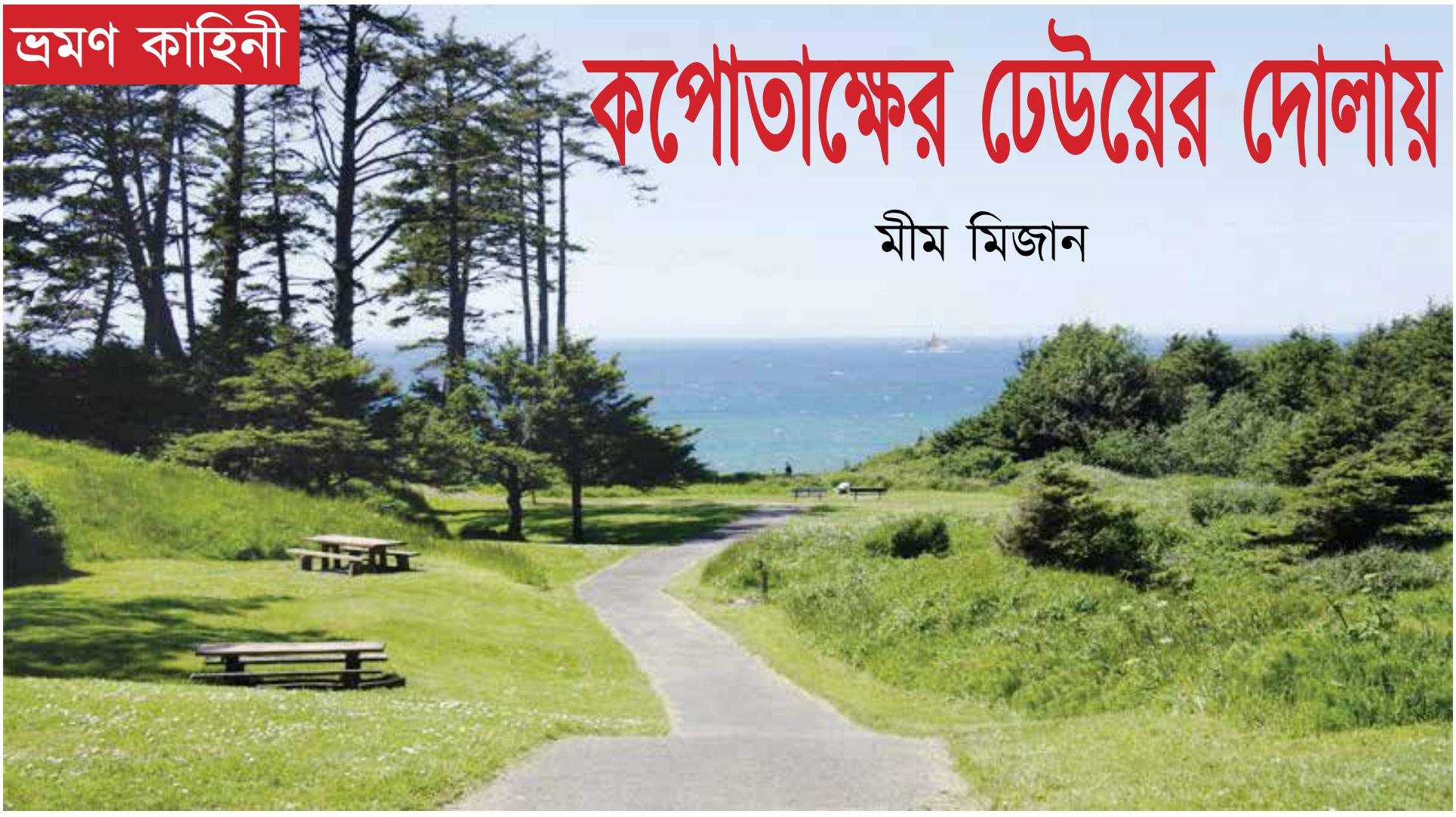

মীম মিজান

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। বহুবর্ণিল। দেশের অনেক জায়গায় নাকি বৃষ্টি হচ্ছে। ট্রেন চলার শব্দের এক দারুণ রিদম। আমার গ-বগির আসনগুলোর কয়েকটি তাদের যাত্রী পায়নি। শুধু সেই আসনগুলোর ছিটেফোঁটা সৌন্দর্য উঁকি মারছে। তেল চিটচিটে, খাবলা খাবলা জমিনের মতোই আসনগুলোর বহিরাবরণ। অনুজ্জ্বল। মিইয়ে পড়া যাত্রীদের মধ্যে একটি বালকই অত্যুজ্জ্বল। বাবার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি নিয়ে মট-পাটলু দেখছে আর চোখমুখে খুশির ফোয়ারা ঝরছে।

নির্ধারিত সময়েই ছেড়ে আসলো রাজশাহী রেলস্টেশন। সকালবেলা সাগরদাঁড়ি নামক রেলগাড়িতে ভর করে মাইকেলকে অনুভব করে মীর মশাররফ হোসেন, লালন সাঁই আর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির লীলাভ'মি জেলা কুষ্টিয়ায় যাবো। কিন্তু অনলাইনে খোঁজ নিয়ে আসন না পাওয়ায় কপোতাক্ষের ঢেউয়ে ভর করেছি। এই কপোতাক্ষ নামক ট্রেনটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে/ সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।' তাই মাইকেলকে ভাবছি। ভাবছি পদ্মার কথা। কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়লে তার কোনও ছিটেফোঁটা প্রবহমানতা দেখি না পদ্মায়। আবার প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলীমের গাওয়া সেই 'সর্বনাশা পদ্মা নদী, তোর কাছে সুধাই' শুনে দেখি এই পদ্মার কে সর্বনাশ করলো! আমাদের আর কতভাবে বঞ্চিত করবে বন্ধু নামক দুর্মর রাক্ষুসে ভারত। এলাকার লোকজনের নাকি সতত মনে পড়ে কপোতাক্ষকে। কেননা সেটি আজ মৃতপ্রায়। মাইকেলের সেই শানবাঁধানো ঘাটে কোনও জল নেই। এসব নদী ও প্রকৃতির মরে যাওয়ার কথা মনে হতেই বিষাদ ভর করলো মনে। সেই বিষাদগ্রস্থ মনটি কিঞ্চিৎ দোল খাচ্ছিলো সুখের সমীরণে। কেননা ট্রেনে ওঠার আগে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক স্যারের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে পেরেছি, এই ভেবে।

গাঢ় সবুজ আমের বাগান। দূর থেকে পাহাড়ের মতো মনে হয়। বহুবর্ণিল মেঘের পেটে মিশে গেছে। চারদিকে সবুজ ধানখেত। তারই মাঝখানে সোনালি ধান ও আঁটি কৃষকের কাস্তে হাতে মাথায় গামছা বেঁধে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে পোচের পর পোচ খাওয়ার অপেক্ষায়। পাশের ডোবার আলে ম্রিয়মাণ কয়েকগোছা কাশফুল জানান দিচ্ছে মাত্রই শরৎ বিদায় নিয়েছে।

আব্দুলপুর থেকে দূর পশ্চিমের আকাশে দেখা যাচ্ছে ঝর্ণার পানির তোড়ে কেটে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের ধারালো রূপের উজ্জ্বল সফেদ অম্বর। অম্বরের ঢেউয়ে চলে গেছিলাম মুখপুস্তিকার জগাখিচুড়ি ওয়ালে। ওয়াল থেকে নজর ফিরতেই কালো মতো গোবর কোয়ালিটির স্তুপাকার পদার্থ দেখতে পেলাম। এক দুষ্ট-মিষ্টি গন্ধ মাস্ক ছেদ করে নাকে ঢুকে জানান দিচ্ছে এগুলো চিনিকলের উচ্ছিষ্ট। ও তার মানে পৌঁছে গ্যাছি উত্তরবঙ্গ চিনিকলে। কয়েকটি জরাজীর্ণ বিল্ডিং না পেরুতেই ও আল্লাহ ভয়ানক এক শব্দ অপরপক্ষ থেকে। ভয়ে কেঁপে ওঠে বুক। থুতু ছিটালাম বুকে। আচমকা এমন শব্দ করে সবুজের বুকে শাদা ডোরার এক ফিরতি ট্রেন। ভ্যাবাচ্যাকা কেটে ওঠার আগেই আজিমপুর রেলস্টেশনে দাঁড়ালো ট্রেন।

বুকে ছেটানো থুতুতে যেমন যত্রতত্র ভিজে গেছে গোছা লোমশ বুক। তেমনই মেঘের ছিটানো প্রেমের ফোঁটায় লোহার পাত ও স্টেশনের মুঠো কয়েক যাত্রী নিয়ে ভেজা রূপ। চারপাশে চোখের সীমানা প্রাচীর পর্যন্ত আঁখতেত।
ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন। যত্রতত্র দাঁড়িয়ে লাল, সবুজ, নীল বর্ণের ট্রেন, ট্রেনের বগি। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে উদরপূর্তি মাল নিয়ে। সিলগালা মুখে। সবগুলোই ভারত থেকে আসা। হিন্দি অক্ষরের চিহ্ন স্পষ্ট। কয়েকটি বগির ছাদও সিলগালা করা। না মানে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল সেগুলোর উপর প্রলেপ। টনকে টন পাথরের টুকরোর স্তুপ। পাঁচটি প্লাটফর্ম নিয়ে, টিন ও লোহার সারি সারি স্থাপনা। এটাকে যদিও বাংলাদেশের বৃহত্তম রেল জংশন বলা হয়, প্রকৃত পার্বতীপুর রেলওয়ে জংশন বাংলাদেশের বৃহত্তম জংশন।

উত্তরদিকে সারি সারি করে অনেকগুলো মালবাহী ট্রেনের শৃঙ্খলিত বগি। ভাবছিলাম একখানা ঝাক্কাস ফটো তুলে বেহতার আক্কাস হবো। ওমা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। সবেধন নীলমনি মোবাইল নষ্ট করে ছবি খিচা থেকে বিরত থাকলাম। মশারা যেমন একনাগাড়ে বেসুরো গান গায়। আর আমরা তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ঠাস করে থাপ্পড় লাগাই। অনুরূপ থাপ্পড় দিতে ইচ্ছে হলো 'এ্যাই, শান পাঁপড়ি...', 'এই রুটি, রুটি...', 'কলা, কলা...', 'আমড়া, পিয়ারা, আমড়া...', 'এ্যাই, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, কাঁচাগোল্লা...' একনাগাড়ে বগিভর্তি ডাকগুলোর প্যান প্যান, ঘ্যানঘ্যান করাদের। না, তা করা যায় না। এই করে তো জীবিকা নির্বাহ করে। কারো তো পকেট মারছে না। রাজনীতি করেও চুষে খাচ্ছে না।
'লঙ্গি নেবেন, লঙ্গি...'। আরে বাবা লুঙ্গি তো সবাই কয়, হ্যায় আবার লঙ্গি কয় ক্যালা? দেহি মুহের দু'সারির মাঝখানে ফাঁকা। মাড়িতে কয়েকটি দাঁত তরমুজের বিচির লাহান কাইল্যা। দাঁতের গোড়ায় জিহবার আগা লাগাইয়া মাখরাজ খাটাইয়া তাই লুঙ্গি বলতে পারেন না সত্তুরের কোটার লুঙ্গি হকার।

প্রথমে মৃদু। তারপর কড়াভাবে ভেঁপু বাজিয়ে জানান দিলো এখন পদ্মার দিকে ছুটে যাবে। পদ্মার বুকে বৃহৎ রেলসেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। সেটিতে ঝকাঝক শব্দ করে পার হবে। আর আমরা পাবনা ছেড়ে ঢুকে যাবো কুষ্টিয়ায়। ঝুপ করে বৃষ্টি নামা শুরু হলো। যারা কুলি মজুর ওরা ঐ ট্রেনের বুক থেকে বৃষ্টির মধ্যেই মাল খালাস করছিলো। আমার চোখ থেকে নজরুলের 'কুলি মজুর' কবিতার মতো জল না গড়ালেও ওদের পেটানো শরীর থেকে ঘর্মাক্ত পানি চুয়ে চুয়ে পড়ছিলো। খানিক পরেই ট্রেন দাঁড়ালো। দেখলাম পাকশি।

পরিপাটি দেখাচ্ছে বৃষ্টিতে ভেজা স্টেশনটিকে। প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনে ওঠার জন্য করোনার সামাজিক দূরত্বের চিহ্ন গোল গোল শাদা দাগ। কিন্তু কই লোকজন সেখানে দাঁড়িয়ে! সবাই ছাউনিটার নিচে একত্রিত ভয়ভীতি মাড়িয়ে। এ ভয় কি বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার ভয়? নাকি রোগকে থোড়াই কেয়ার না করার অবক্ষয়?

লাল জামা পরিহিতা ছোট্ট বালিকা জবুথবু ভিজে। দৌড়ে এসে ছাউনিতে দাঁড়ালো। খেয়াল করে দেখলাম মাথায় লাল পশমওয়ালা চুলের ব্যান্ড, পায়ে লাল হিল, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। কী ম্যাচিং! রুচির পরিচয় তার সাজ পোশাকে। বাবা চিকনচাকন। কিন্তু লাগেজের বোঝায় দৌড়াতে পারছেন না। এ এক প্রতীক। কোনও বিপদে পড়লে ছেলে-সন্তানদের নিরাপদে পৌঁছায়ে দিয়ে নিজেকে আস্তে-ধীরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছায়। কিন্তু বাবা-মা'দের কী অবস্থা আজ! বৃদ্ধাশ্রমে তারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। আর আমরা পার্টি, হৈ-হুল্লোড় আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই ব্যস্ত।

লাইন থেকে নিচে লাল রঙের উপর শাদার ডোরা দিয়ে সৌন্দর্যময় দু'টো ভবন। এগুলো রেলওয়ে কতৃপক্ষের। চোখ ফেরানো দায়। আর বৃষ্টির ধারা ডাকে, আয়।

২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রেলসেতুর উপর আমরা। পদ্মার বুকে ঘোলাটে পানির দুর্মর ঢেউ। দূরে দেখি নদী বক্ষে কয়েকটি ইলেকট্রিক হাত ছড়ানো স্টিলের পিলার। বৃষ্টির আবছায়া আবহে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার দিকের গাছগাছালি নজরে পড়ছে। পাকশি বা পদ্মার পূবপাড় ঘেঁষে বোট, নৌকো, বালুর ড্রেজারের জটলা। পাড়ের উপরেই বালুর শোপ্লেস। নীল নেট দিয়ে খেতের মতো ঘেরা। ছাতা, ছাতাহীন কয়েকজন বালুর তদারকিতে মশগুল। কয়েকটি তোষা নৌকো উল্টানো।

আবার হুড়মুড়িয়ে ভেড়ামারার দিক থেকে তুমুল বেগে একটি ট্রেন আসছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম সেটির নাম পরিচয় উদ্ধারে কিন্তু তা বেগের জোড়ে ব্যর্থ হয়েছি। ওপারে মাত্র তিনটে বোট দাঁড়ানো। এই ব্রিজের পাশেই লালনশাহ সেতু। পাশাপাশি দু'টো ব্রিজের বুকে বয়ে চলা ট্রেন আর বাস-ট্রাক-মোটর সাইকেল বৃষ্টির জলের মধ্যে এক দারুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। দৃশ্যের মাঝেই চোখ খুঁজে ফিরলো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর বোমের আঘাতে ভেঙেপড়া ১২ নম্বর স্প্যানটির কোথাও কোনও দাগ-চিহ্ন আছে নাকি?

ভেড়ামারা স্টেশনে দাঁড়ালো ট্রেন। পেছনে একজন গোঁফওয়ালা ব্যক্তি বলে ওঠেন, 'আচ্ছা স্যার, এই জাগার নাম ভেড়ামারা হইলো ক্যান?' পাশের জন হাসতে হাসতে জবাব দিলেন যে, 'হয়তো কোনও পালোয়ান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি

এমনটাই পালোয়ান যে, বাহাদুরি দ্যাখাইতে বাঘ না মাইরা ভেড়া মাইরা ফালাইছে। হ্যার লাইগা হয়তো বীরত্ব সূচক ভেড়ামারা নামকরণ করছে।'

আমার লেখার মোবাইলের নোটপ্যাড থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বললাম, নারে ভাই তা না। বলা হয়ে থাকে যে, ব্রিটিশ পিরিয়ডে এ এলাকায় প্রচুর ভেড়া পালন করা হতো। আর এ এলাকা দিয়ে সেসময় থেকেই রেলগাড়ি চলে। এই জায়গায় ট্রেন যাওয়ার সময় কোনও কারণে শত শত ভেড়া লাইনে চলে এসেছিল। ট্রেন তার সবেগে চলে যাওয়ায় অধিকাংশ ভেড়াই কাটা পড়ে। তখন থেকে নামকরণ হয় ভেড়ামারা। ওনারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

ধানখেতের মাঝে মাঝে ছাউনিগুলো দিয়ে কী যেন ঢাকা। বুঝে ওঠার মতো ফুরসত দেয়নি কপোতাক্ষ নামক ট্রেনের ঢেউ। বেশ কয়েকটি ট্রেন আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গ্যালো। মিরপুর নামক স্টেশনে দাঁড়ালো ট্রেন বেশ সময়। সম্ভবত ক্রোসিং পড়েছিলো। অপরিচ্ছন্ন একটি স্টেশন। পশ্চিমে একটি যাত্রী ছাউনি। তারই নিচে সফেদ টায়েলস করা লম্বা চেয়াররূপী বেঞ্চ। আর সেখানেই সার ধরে বসেছেন দু'জন মহিলা, চারজন পুরুষ। তাদেরই একজন মহিলা ঝালমুড়ির ট্রেদানীর অদূরে দাঁড়ানো শার্টের স্লিভের বোতাম খোলা পকেটে পুরানো হাত, প্যান্টে কত্ত কত্ত পকেট, মাথার চুল খোপা করা, ভাবুক ছেলের দিকে অষ্টমাশ্চর্যের ন্যায় তাকিয়ে আছেন। সরকারি কম্বলের বিছানায় শায়িত মায়ের পাশে দু'ভাইবোনের খুনসুটি। মা গভীর ঘুমে মগ্ন। অদূরেই বসে বাবা গামছা গায়ে বিড়ি ফুঁকছে। এদের দিকে একটি শালিক ধ্যানে তাকিয়ে। ছাউনির উত্তরে দু'জন ছেলে দাঁড়িয়ে। একজন মোবাইল গুঁতানোতে নিরোর বাশি বাজানোর প্রতীক। অন্যজন ধ্যানমগ্ন শালিককে পরখ করছেন।

মিরপুর যে বাজার বা থানা শহর সেটির পাশেই একটি নদী বয়ে গেছে। দোকানপাট আর বাড়িঘরের চালের টিন মরিচা পড়ে ক্যামন জীর্ণ ভাব।

পৌঁছে গ্যাছি পোড়াদহে। এটিই আমার শেষ স্টেশন। ব্যাকপ্যাক পিঠে নিয়েই এগুচ্ছি গেটের দিকে, 'ওই মিয়া হটেন! সামনে ক্যামনে খাম্বার মতোন খাড়ায় থাকে!' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। দেখি মেটে রঙের পাঞ্জাবি পরিহিত এক বৃদ্ধ লোক রাগে ক্ষোভে ফুঁসছেন। তার দু'হাত ধরে পেছন বরাবর দাঁড়িয়ে আছেন এক যুবক।

আমাকে আই কন্টাক্ট করে তার মাথায় কানের উপর শাহাদাত আঙুল দিয়ে একটি ভঙ্গি করলেন। যার অর্থ দাঁড়ায় বৃদ্ধ লোকটা ভারসাম্যহীন।

যৌথ প্রকাশনায় ড. শাহানারা মশিউরের কবিতার বই

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

'দ্বাদশ রবির কর' নামে অর্ক প্রকাশনী থেকে যৌথ প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশ করলো ড. শাহানারা মশিউরের কবিতার বই। তাঁর একক প্রকাশনার আরেকটি কবিতার বই আসছে শীঘ্রই। শাহানারা একজন বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্য জগতে ঘুরে বেড়ান নিয়মিত। তিনি বলেন মানুষের জীবনে জ্ঞান অর্জনের পথটি চিরউন্মুক্ত। শুধু একটি বিষয় বা একটি ক্ষেত্র নিয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে, নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায় বহুমুখী জ্ঞানের আলোয়। তেমনটিই ছিল তাঁর আপন আগ্রহ। তাই তো তিনি বংশাণুবিজ্ঞান বা জেনেটিক্স এ ডক্টোরেট ডিগ্রী, একাউন্টিং এ ডিপ্লোমা এবং সাহিত্য জগতে একজন সার্থক কবি!
গবেষণায় তিনি Genetic Software ব্যবহার করে জীবের gene mapping এ বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে "SM Genetic Analysis" এ কর্মরত আছেন।
পাশাপাশি নিজের লেখা কবিতা ও সমাজ গঠনমূলক আলোচনা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন।

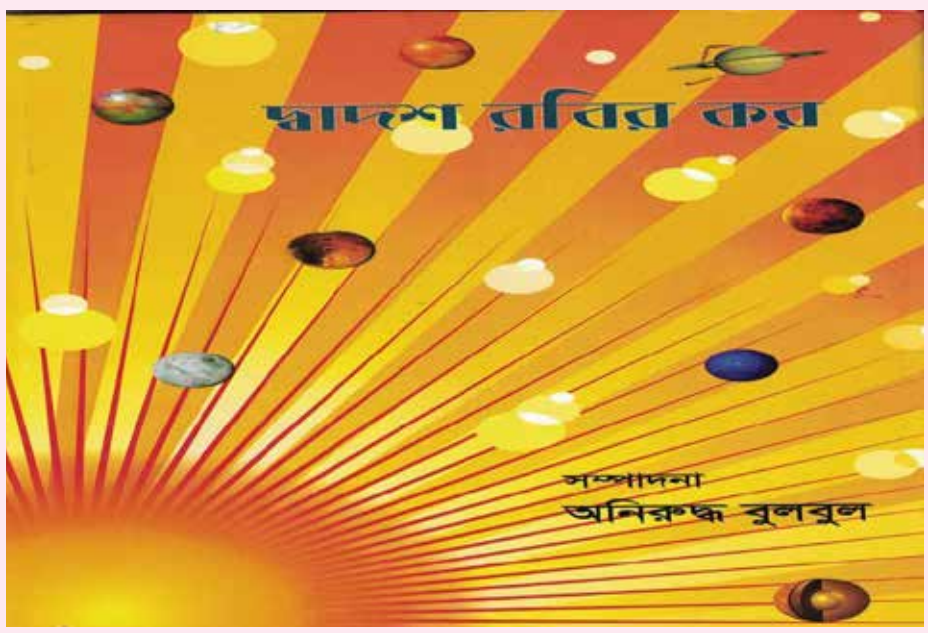

ইংরেজিতে লেখা নিজের পিএইচডি থিসিসটি বাংলায় অনুবাদ করার কাজটিও চলছে একযোগে। অত্যন্ত আনন্দ ও সহানুভূতির সাথে যে কাজটি করছেন তা হচ্ছে গরীব ও অসহায় মানুষদের পাশে থাকা।
শাহানারার মতে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। তেমন একটি পরিবেশ প্রথমত তৈরী হয় নিজ পরিবার থেকে। বাবা মায়ের জীবন পদ্ধতি, ব্যক্তিত্ব ও আচরণ সন্তানদের জীবনে অনেক বড় প্রভাব ফেলে। সেদিক থেকে তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে আদর্শ বাবা মায়ের ঘরে জন্ম নিয়েছেন এবং ভাইবোনদের স্নেহ মমতার বন্ধনে গড়ে উঠা একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন।
শাহানারা তাঁর স্বামী মশিউর রহমান এবং একমাত্র সন্তান শাহরিম মশিউরকে নিয়ে সিডনির মিন্টোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁর বড় ভাই ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ এবং ছোট ভাই হাসান প্রধান (স্বপন) স্বপরিবারে সবাই খুব কাছাকাছি আছেন। লেখালেখি এবং দৈনন্দিন জীবনে জীবনসঙ্গী মশিউরের অনুপ্রেরণা, বড় ভাই ড. নিজামের উৎসাহ এবং ছোট ভাই স্বপনের শুভেচ্ছায় তাঁদের প্রতি তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রাণঢালা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2020
Year-12

রাসুল সা. এর অবমাননার প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে ফরাসী পণ্য বয়কটের ডাক

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আঠারো বছর বয়সী এক চেচেন বংশোদ্ভুত শরণার্থী অভিবাসী সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে স্যামুয়েল প্যাটি নামের হাইস্কুল শিক্ষককে হত্যা করে তার শিরোচ্ছেদ করে। এ ঘটনার পর তাকেও পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু সন্ত্রাসী ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং নিহত স্যামুয়েল প্যাটির প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে গিয়ে ফ্রান্স সরকার এক জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। তারই প্রতিক্রিয়ায় এখন সারা বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা ফ্রান্সের উৎপাদিত পণ্য বয়কটের আহবান জানিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে ফ্রান্স সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে এ বয়কটে শামিল না

হওয়ার জন্য অনুরোধও জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, দুই হাজার পাঁচ সালে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে নরওয়ে এবং ডেনমার্কের কিছু উগ্রপন্থী পত্রিকা ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র প্রকাশের পর সারা বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভের মুখে পড়ে। তারপরও এ ঘটনাকে আরো বেশি উস্কানি দেয়ার উদ্দেশ্যে এর পরের বছর ফ্রান্সের ব্যাঙ্গাত্মক ম্যাগাজিন শার্লি এবদো ঐ কার্টুনগুলো আবার প্রকাশ করে। এর প্রতিক্রিয়া সাড়ে পাঁচ বছর আগে ম্যাগাজিনটির অফিসে এক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাও ঘটে।

সম্প্রতি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি হাইস্কুলের শিক্ষক পঞ্চাশ বছর বয়স্ক স্যামুয়েল প্যাটি তার ক্লাশে বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এসব কার্টুন তার ছাত্রছাত্রীদের সামনে প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৬ অক্টোবর তারিখ বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে তার উপর হামলা করে আঠারো বছর বয়স্ক চেচেন শরণার্থী অভিবাসী আবদুল্লাহ আনজরভ। ছুরিকাঘাতে স্কুলশিক্ষক স্যামুয়েলকে হত্যার পর সে প্রকাশ্য রাস্তার উপর স্যামুয়েলের মাথা কেটে নেয়। এর পরেই পুলিশের গুলিতে রাস্তার উপরেই আনজরভ নিহত হয়।

এ ঘটনার পর ফ্রান্সের পুলিশ দেশটিতে চালানো হয়। এ নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী সামলোচনার ঝড় উঠলেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ এখনো তার ইসলামবিদ্বেষী অবস্থানে অনড় রয়েছে। সারা পৃথিবী যখন করোনাভাইরাসের মহামারীতে দিশেহারা অবস্থায় রয়েছে, এমন পরিস্থিতির মাঝেই ফ্রান্স সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরণের উগ্র ইসলামবিদ্বেষী পশুসুলভ আচরণ পুরো বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। মুসলিম নেতাদের মাঝে সবার আগে এর দৃঢ় প্রতিবাদ করেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তায়েব এরদোয়ান। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেট ম্যাক্রঁর উচিত মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। ফ্রান্মের মুসলিমদের প্রতি তার আচরণ দেখে মনে হয় তার কোন মানসিক সমস্যা রয়েছে।

এরদোয়ানের এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ফ্রান্স তুরস্ক থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করেছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানে ফ্রান্সের এ বর্বর কাজের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জনতার বিপুল বিক্ষোভের পর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশী ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেইসবুকের সিইও মার্ক

REUTERS

SUN OCT 25, 2020 / 10:44 PM IST

France urges Middle Eastern countries to stop boycott of French products

(Reuters) - France on Sunday urged Middle Eastern countries to stop retail companies from boycotting French products.

The foreign affairs ministry said in a statement that in recent days there had been calls to boycott French products, notably food products, in several Middle Eastern countries as well as calls for demonstrations against France over the publication of satirical cartoons of the Prophet Mohammad.

জাকারবার্গকে উদ্দেশ্য করে লেখা এক খোলা চিঠিতে কোন ধরণের ধর্মবিদ্বেষী ও বর্ণবাদী আচরণকে প্রশ্রয় ও সহায়তা না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সুদানের রাস্তাতেও বিপুল সংখ্যক জনতা এ ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। ইরান, কুয়েত, কাতার, প্যালেস্টাইন, সউদি আরব সহ নানা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ সরকারীভাবেই বর্তমানে ফ্রান্সের পণ্য বয়কটের আহবান করেছে। আরব দেশগুলোর সুপারমার্কেট থেকে তাকের পর তাক ভর্তি ফ্রান্সের পণ্য সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। মিশর, আলজেরিয়া, জর্ডান, লিবিয়া, লেবানন সহ নানা দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীও এ বয়কটের আহবানে শামিল হচ্ছে।

আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সা: কে নিয়ে এত বড় অপমানজনক কার্টুন প্রকাশ করা হলো সেখানে হজরত শেখ হাসিনা নীরব ! সমগ্র বিশ্বে তীব্র নিন্দার ঝড বইছে অথচ বাংলাদেশ সরকার পুরোপুরি চুপ ! মুসলমান মেজরিটি দেশ হিসেবে কেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার কোনো প্রতিবাদ বা নিন্দা জ্ঞাপন নেই ? অভিজ্ঞ মহলের মতে, যেকোন বিষয়ে ভারত যা অনুসরন করে স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকার ও তাই অনুকরণ করে। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি বা হবে বলে মনে হচ্ছেনা। যেহেতু মুসলমান জাতির নবীকে ফ্রান্স বিদ্রুপ করেছে ,সেহেতু ভারত নিন্দা তো জানাবেই না বরং মনে হচ্ছে খুশী। যেহেতু গোমূত্র সেবনকারীরা কোনো নিন্দা জানাচ্ছে না, সে কারণেই আওয়ামী সরকার ও সাহস পাচ্ছেনা নিন্দা বা প্রতিবাদ জানবার। যদিও বহুরূপী শেখ হাসিনা নিজেকে মনে প্রানে ধর্মপ্রান মুসলমান বলে ইশারায় বুঝাতে চান। ঘুম থেকে উঠেই নাকি জায়নামাজ খুজেঁ ? কি আজব কথা ! যারা সব সময় নামাজ পরে,তাদের নামাজের নির্দিষ্ঠ জায়নামাজ ও জায়গা থাকে। খুঁজতে হবে কেন ? তা ও প্রধান মন্ত্রী বলে কথা। মানুষকে যাই বুঝতে চেষ্টা করুক না কেন, মানুষ জানে : শেখ হাসিনা কট্টর ইসলাম বিরোধী ও নাস্তিকদের দোষর।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অবার্নের গালিপোলি মসজিদে উম্মাদ ব্যক্তির হামলা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

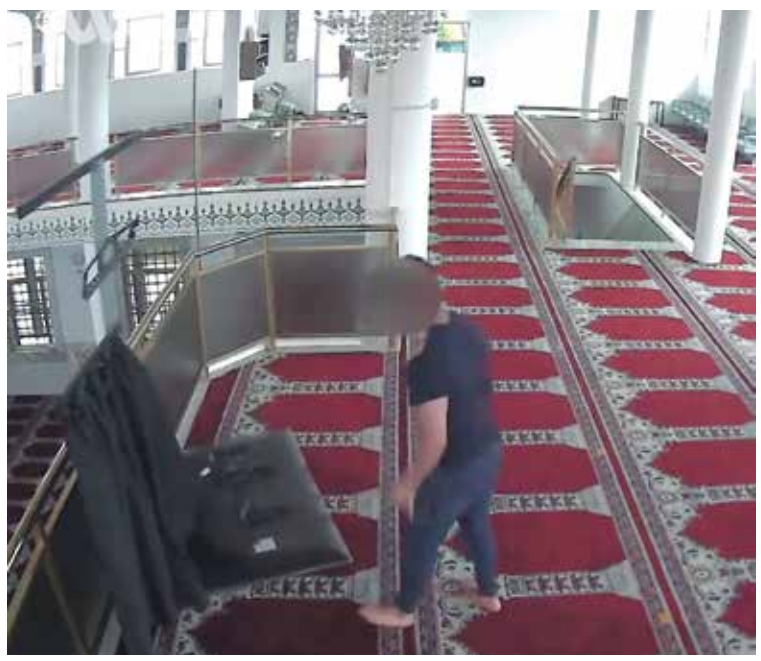

গত রবিবার ২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বিকেল ছয়টার সময় সিডনির অবার্নে অবস্থিত গালিপোলি মসজিদে বিশ বছর বয়স্ক এক যুবক হামলা চালায়। মসজিদের সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ডকৃত ভিডিওতে দেখা যায় সে মসজিদে প্রবেশ করে নারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানের টিভি ভাংচুর শুরু করে। পরবর্তীতে সে মসজিদের ভেতরের নানা আসবাবপত্র, জানালা এবং মূল্যবান প্রাচীন ঝাড়বাতিও ভাংচুর করে। এ সময় উপস্থিত মুসল্লিদের ফোনে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে। অল্প সময়ের ভেতরেই সে এক লক্ষ ডলারেরও বেশি মূল্যের বিভিন্ন বস্তু ভাংচুর করেছে।

সিডনির পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা অবার্ন মূলত একটি তুর্কি জনগোষ্ঠীদের অধ্যুষিত এলাকা। এখানে অবস্থিত গালিপোলি মসজিদটি স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের জন্য সমাধিক পরিচিত। এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় স্থানীয় টার্কিশ জনগোষ্ঠী নিয়োজিত থাকাতে একে অনেকেই টার্কিশ মসজিদ হিসেবে চেনে।

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামোফোবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে রাসুল সা. এর অবমাননার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বজুড়ে চলমান বিক্ষোভের কারণে এমন এক সময়ে এই ঘটনা ঘটলো যখন অনেকেই মনে করেছিলো এটি একটি ইসলামোফোবিয়ার ঘটনা। অন্যদিকে কেউ কেউ ধারণা করছিলো চলমান আজারবাইজান-আর্মেনিয়া সংঘাতের কারণেই হয়তো এটি ঘটে থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে অস্ট্রেলিয়ায় বিপুলি সংখ্যক আর্মেনিয়ান অভিবাসীও বসবাস করেন।

ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা ২০ বছর বয়সী যুবকের নাম কাইওয়ান জেবারি। তার ভাই ইহসান জেবারি পরদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে লিখেন 'গতকাল যা ঘটেছে তার জন্য আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। আমার ছোটভাই মানসিকভাবে সুস্থ নয়। তার কাজের জন্য আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আমরা একটি মুসলিম পরিবার এবং এই ঘটনার সাথে কোন বর্ণবাদী আক্রমণের কোন সম্পর্ক নেই'।

গালিপোলি টার্কিশ কালচারাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান আসারোগলু এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা পরস্পরের জন্য সহমর্মিতা প্রদর্শন করে একতাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চাই যে এ ধরণের ঘৃণ্য হামলাকারী কেউ যেন তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম না হয়। লেবার পার্টির জোডি ম্যাকি এমপি, জিহাদ দীব এমপি এবং লিন্ডা ভোল্টজ এমপি এক যৌথ বিবৃতিতে এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

ভাংচুরকারী যুবকটি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে জামিনের শর্ত ভঙ্গ ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং ধ্বংসসাধনের অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে।

যত্ন

-হুমায়ূন কবীর

-কোথায় যাবেন?

ইমা গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির পেছনে বসা যাত্রীর কাছে জানতে চাইলো।

যাত্রী লোকটা উত্তর দিলো, জামতলা। না। না, না। রঘুনাথপুর। জামতলা, না। জামতলা তো বোনের বাড়ি, রঘুনাথপুরের আগে। আমি যাবো শালির বাড়ি রঘুনাথপুর। আমাকে জামতলায় নামিয়ে দিবে। না, না রঘুনাথপুর। ভাড়া কতো?

-দশ টাকা। ঠিক করে বলেন।

-ওরে ভাই, হ্যা, রঘুনাথপুর যাবো। না, জামতলা। না, রঘুনাথপুর।

কথা বলতে বলতে সে ভাড়া অগ্রিম মিটিয়ে দিলো।

আমি বললাম, জামতলায় রক্ত পড়ে গেলো।

লোকটা বললো, ও পড়ুক। ও রক্ত নষ্ট হবে না। ভাই-বোনের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জিনিস না। গত সপ্তায় বোনের বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়েছি। আজকে কি আর যাওয়া যায়? কিন্তু মন চলে যাচ্ছে।

-তাহলে জামতলা?

-হ্যা, জামতলা। না, না রঘুনাথপুর। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

ড্রাইভার আমাদের কথা শুনছিলো। সে বিরক্ত হয়ে বললো, এই আপনি কোথায় যাবেন ঠিক করে বলেন।

আমি বললাম, আপনার মন তো জামতলায় বোনের বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু আপনি বাধ্য হয়ে শালির বাড়ি যাচ্ছেন।

গাড়িতে আমার পাশের সিটে একজন বাউল একতারা হাতে চুপচাপ বসেছিলো। একতারায় টুং করে একটা শব্দ করে হো, হো করে হেসে উঠলো। গাড়ির সব যাত্রী হা, হা করে হাসতে লাগলো।

গাড়িতে প্রয়োজনীয় যাত্রী উঠে গেছে, গাড়ি চলতে শুরু করেছে। লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ বলে উঠলো হ্যা, রঘুনাথপুর। বোনের বাড়ি জামতলায় যেয়ে যেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে তাই বারবার ঐ নামটাই মুখে চলে আসছে। আসলে আমি যাবো রঘুনাথপুর। শালি জুতা কিনে দেবে বলেছে।

আমি বললাম, ও তাই এতো যত্ন?

-মানে?

-না, ত্রিশ টাকা দামের এক আটি পুইশাক, দুইশো টাকা দামের নতুন গামছা দিয়ে ঢেকে কোলে তুলে রেখেছেন। এই করোনার দিনে মানুষ নিজের অসুস্থ মাকে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে আর আপনি সামান্য পুঁইশাক কোলে তুলে যত্ন করছেন। কেনো? পুঁইশাকের যাতে করোনা না হয় সেই জন্য?

গাড়ির সবাই আবারো হেসে উঠলো। লোকটা কিন্তু মোটেও হাসলো না। সে আমাকে উল্টো প্রশ্ন করলো, আপনার কপালে চোখ আছে? কী রোদ দেখেছেন? মানুষ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে। ঢেকে না রাখলে এগুলো এতক্ষণ শুকিয়ে চুপসে যেতো। যত্ন করে রেখেছি বলেই এগুলো এখনো এতো সুন্দর তাজা আছে। মানুষ যারা তারা মাকে তো ভালোবাসেই। বাড়ির পশুপাখিগুলোও ভালোবাসে, সবকিছু যত্নে রাখে। মায়া মমতা সবার ভিতর থাকে না। শালির বাড়ি কোনোদিন পুঁইশাক নিয়ে গেছেন?

-না। আমি শালির বাড়ি গেলেও মিষ্টি, ফল এগুলো নিয়ে যায়; আবার বোনের বাড়িও একই রকম।

-ওরে ভাই, বাজারের ওসব তো ভেজাল, বিষাক্ত যে খাবে তারই ক্ষতি। সবকিছু সবাই বোঝে না। এইরকম টাটকা জিনিস কোথায় পাবেন? এ আমার উঠানে লাগানো সার-তেল ছাড়া খাঁটি যত্নের পুঁইশাক।

লোকটার বামপাশে, আমার ডাইনে এক চাচা বসে আছে। সে এক টিন ভর্তি নোনামাছ নিয়ে কালিগঞ্জের বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছে। রঘুনাথপুর পার হয়ে আমরাও স্বপরিবারে কালিগঞ্জ যাবো শালির বাড়ি।

নোনামাছ ওয়ালা চাচা বললো, হ্যা, পুঁইশাক খুব সুন্দর। এর সাথে নোনামাছ হলে একেবার জমে যাবে। নোনামাছ নিয়ে যাও।

-নোনামাছ নিতাম কিন্তু রঘুনাথপুরের লোকজন মাছ খায় না।

চাচা বললো, মিথ্যা কথা। টাকা খরচের ভয়ে ঐগুলো বলছো? শুধু পুঁইশাক নিয়ে যাও দেখো শালি জুতো কোথায় দেয়।

-ওরে চাচা, তুমি মনে করেছো শুধু পুঁইশাক নিয়ে যাচ্ছি? এই দেখো প্যাকেট। প্যাকেট ভর্তি বেগুন। পাঁচ কেজির কম না। বেগুন এখন বাজারের সবচে দামি তরকারি। তাওতো সার-তেলের বিষ। আর এ নিজের ক্ষেতের সার তেল ছাড়া শুদ্ধ-পবিত্র বেগুন। বেগুন, পুঁইশাক, কচু আর নোনামাছ। আহ্! একসাথে রান্না করলে মুড়োঝাটা আর ছেঁড়া জুতা নিয়ে বসতে হবে।

আমি বললাম, আবার ছেঁড়া জুতা কেনো?

-ও আপনি বুঝবেন না।

-কেন, বুঝবো না কেন?

-বুঝলে শুনেই বুঝতেন।

আমাদের কথা শুনে বাউল আবারো টুং করে একতারায় শব্দ করলেন। তারপর হেসে বললেন, বেগুন, পুঁইশাক, কচু আর নোনামাছ একসাথে রান্না করলে এত সুন্দর টেস্ট হবে যে, ভাত-তরকারি শেষ হয়ে যাবে তবু মুখ বলবে- আরো দাও, আরো দাও। তখন ঐগুলো দিয়ে সাদের ভুত ছাড়াতে হবে।

লোকটা বললো, ঠিক ঠিক। কিন্তু আমার শালিরা মাছ খায় না। আমরা তার কথা কেউ বিশ্বাস করলাম না।

কথায় কথায় গাড়ি জামতলায় চলে এলো। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বললেন, ঐ ভাই, নামেন।

লোকটা বললো, ওরে ভাই, আমি তো বলেছি আজ বোনের বাড়ি যাবো না। প্রয়োজনে শালির বাড়ি থেকে ফেরার পথে বোনের বাড়ি যাবো।

গাড়ি ছেড়ে দিলো। জামতলা থেকে একজন লোক উঠেছে। সে ঐ পুঁইশাকওয়ালা লোকটার পাশে বসতে চায়।

পুঁইশাকওয়ালা বললো, ভাই আপনি আমার সামনের সিটে বসেন। এখানে বসলে আমার পুঁইশাকের ডগা ভেঙে যাবে। দেখছেন না যত্ন করে কোলের উপর ঢেকে রেখেছি।

-সামান্য পুঁইশাকের এতো যত্ন? ওগুলো পুঁইশাক না তোমার সন্তান। মনে হচ্ছে শালির বাড়ি যাচ্ছো।

-হ্যা এগুলো আমার সন্তানের মতোই যত্নের জিনিস। আত্মীয়কে আত্মার নিখুঁত জিনিসটাই দিতে হয়।

কথা বলতে বলতে লোকটা পুঁইশাকগুলো আরও একটু যত্ন করে কোলের কাছে টেনে নিলো। ততক্ষণে নতুন যাত্রীটি পুঁইশাকওয়ালার পাশে বসার জন্য সরে এসেছে। চাপাচাপিতে কয়েকটা পুঁইশাকের ডগা ভেঙে গেলো। গাড়ির যাত্রীরা হাহাকার করে উঠলো।

পুঁইশাকওয়ালার মুখ কষ্টে কালো হয়ে গেলো। সে খুব কষ্ট পেয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে পুঁইশাকের ডগা না ওর বুকের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে।

গাড়ি রঘুনাথপুর চলে এসেছে। ভাড়া আগেই দেওয়া ছিলো। লোকটা নেমে পুঁইশাক ভেঙে দেওয়া লোকটার দিকে টলমল চোখে তাকিয়ে আছে। আমারও খুব কষ্ট লাগছে। ওর ব্যথাটা আসলে কেউ বুঝতে পারছে না। মানুষের ভিতর থেকে যত্ন ব্যাপারটা উঠে গেছে তো। ইচ্ছে করছে লোকটাকে দুটো শান্ত্বনার কথা বলি। পথে তার সাথে কতো মজা করেছি। এখন কষ্টের সময় তাকে কিছু না বলে চলে যাবো?

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। আমি লোকটার দিকে তাকিয়েই আছি। লোকটা তখনও মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হলো ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। সামান্য পুঁইশাকের জন্য কান্না! না আমি ভুলও দেখতে পারি। অবশ্য পৃথিবীর সব মানুষ তো আর একরকম না।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, November-2020
Year-12

শিল্পপতি হাসান মাহমুদ চৌধুরীর মৃত্যুতে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের দোয়া মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি হাসান মাহমুদ চৌধুরী (সিআইপি) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার মৃত্যুবরণ করেছেন। রাজধানীর আনোয়ার খান মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

করোনার শুরু থেকে ঢাকায় অবস্থান করে মানবিক সহায়তার তদারকি করছিলেন হাসান মাহমুদ চৌধুরী। চট্টগ্রামের কিছু মানবিক কাজে এবং চান্দগাঁও আবাসিক কল্যাণ সমিতির আলোচনা সভা, রক্তদান কর্মসূচি ও গরিবদের মাঝে খাদ্যসামগ্রি বিতরণে অংশ নিতে তিনি চট্টগ্রামে ছুটে যান। এসময় বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার এক পর্যায়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থতা অনুভব করায় তাঁকে ২৭ আগস্ট ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওই দিন হাসপাতাল থেকে তাঁর করোনার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরদিন ২৮ আগস্ট করোনা পরীক্ষার রিপোর্টে পজিটিভ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও আবাসিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও কাশেম-নুর ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারম্যান শিল্পপতি হাসান মাহমুদ চৌধুরী নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শারীরিক অবনতি হলে ৭ সেপ্টেম্বর আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এরপর তাকে আইসিইউ বেডে হস্তান্তর করে হাই ফ্লু অক্সিজেন দেওয়া হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর তার মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুতে ১২ সেপ্টেম্বর সোমবার সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল সিডনিতে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মতিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম। আলোচনা ও দোয়া করেন মাওলানা নজরুল ইসলাম। এছাড়াও সংগঠনের নেতাকর্মীরা মরহুমের সাফল্যগাথা জীবনীর উপর আলোকপাত করেন। সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হোসেন আরজু ও হাবিব হাসান। সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের নেতা কর্মীদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিদেশ বাংলা টুয়েন্টি ফোর ডট কমের নির্বাহী সম্পাদক নাইম আবদুল্লাহ, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজানুর রহমান সুমন, আলতাফ হোসেইন, ড. ফজলে রাব্বি, ড.রতন কুন্ড, দিদার হোসেন, হাজী দেলোয়ার প্রমুখ।

প্রসঙ্গত. তিনি করোনা আইসোলেশন সেন্টার চট্টগ্রামের জন্য ৫ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সেবকদের নতুন পোশাকের জন্য ২০ লাখ টাকাসহ চসিককে ২২ লাখ টাকার অনুদান দেন। এছাড়াও হাসান মাহমুদ চৌধুরী দেশে করোনা মহামারিতে অন্তত দেড় লক্ষ মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন খাদ্য সহায়তা। তাঁর জীবদ্দশায় বহু মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, স্কুল, কবরস্থানসহ নানা ধরনের সাদাকায়ে জারিয়া রেখে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংগঠনকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করে গেছেন। এমনকি সিডনির কোন এক সংগঠন তাঁর অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়ে চট্রগ্রামে যেয়ে ধর্ণা দিয়ে বিরাট অংকের অনুদান নিয়ে এসেছে। যাদের সোশ্যাল একটিভিটিস বা জনহিতকর কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ততা আজ অবধি পাওয়া যায়নি। পরম করুনাময় মহান আল্লাহর নিকট তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকার্ত পরিবরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌসের দোয়া ও পরিবারের প্রতি অশেষ সমবেদনা রইল।

ইসলামবিদ্বেষঃ ফ্রান্স বনাম বাংলাদেশ

১ম পৃষ্ঠার পর

পড়ে যায় তখন সে ছুরি দিয়ে তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আনজরভ মস্কোতে জন্মগ্রহণকারী একজন রাশিয়ান নাগরিক, তার পিতামাতা দু'জনেই চেচেনিয়ার মুসলিম। তার পুরো পরিবার শরণার্থী হিসেবে বারো বছর আগে ফ্রান্সে চলে আসে। হত্যাকান্ডের পর তাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে গেলে সে এয়ার রাইফেল দিয়ে গুলি করে এবং পুলিশকে ছুরি মারার চেষ্টা করে। তখন পুলিশের পাল্টা গুলিতেই সে মূল হত্যাকান্ডের ছয়শ মিটার দূরে রাস্তার উপর নিহত হয়।

পুলিশ জানায়, তারা তদন্তে আনজরভের সাথে সিরিয়ার আইসিস সন্ত্রাসীদের যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছে।

এই হত্যাকান্ডের কারণ হিসেবে জানা যায় অক্টোবর মাসের শুরুর দিকে ফ্রিডম অফ স্পিচ বা বাকস্বাধীনতা বিষয়ক এক ক্লাসে শিক্ষক স্যামুয়েল তার ছাত্রদেরকে ফ্রান্সের শার্লি হেবডো ব্যাঙ্গ ম্যাগাজিনে ইতিপূর্বে প্রকাশিত রাসুল সা. এর ব্যাঙ্গাত্বক ছবি দেখিয়েছিলেন। শার্লি হেবডো যখন রাসুল সা. এর অশ্লীল ও ঠাট্টামূলক কার্টুন প্রকাশ করে তখন সারাবিশ্ব জুড়ে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। সে কার্টুনগুলোই ক্লাশে দেখিয়ে স্যামুয়েল বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

এরপর স্থানীয় এক মসজিদে এর প্রতিবাদ করে খুতবা দেয়া হয়। ঐ এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদের মাঝে এ নিয়ে কিছুটা বিক্ষুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছিলো। পরবর্তীতে আনজরভ এ হত্যাকান্ড ঘটায়।

শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটিকে হত্যার এ ঘটনাকে 'ইসলামিক টেররিজম' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তদন্ত শুরু হওয়ার পর ফ্রান্সের সাধারণ জনগণের মাঝে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্যামুয়েল প্যাটির শেষকৃত্যে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকরা যোগ দেন। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিলো, কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন ফ্রান্সের সরকার এই ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে শার্লি হেবডোর ঐ ব্যাঙ্গাত্বক কার্টুনগুলো প্যারিসের কিছু সরকারী ভবনে বিশাল আকারে প্রদর্শন করা শুরু করে।

একজন সাধারণ নাগরিককে বিনাবিচারে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত করার ঘটনা বিশ্বের সংখ্যাগুরু মুসলিমই সমর্থন করে না। কিন্তু তার বিরোধীতা করতে গিয়ে ফ্রান্স সরকার যে কাজটি করে, এতে করে তাদের ইসলাম-বিদ্বেষী উগ্র ডানপন্থী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রকাশ হয়ে যায়।

ঐ সন্ত্রাসী ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই আইফেল টাওয়ারের নিচে কয়েকজন মাতাল ফরাসী নারী দুইজন হিজাবী আরব নারীকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত করে। একই সাথে পশ্চিমা জগতের নানা দেশ থেকে মুসলমানদের উপর হামলা ও অবমাননামূলক নানা বর্ণবাদী ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

এই ধরণের নানা সংঘাত ও পক্ষ একটি সমাজে থাকতেই পারে। কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে ফ্রান্সের দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু তার পরিবর্তে সরকারীভাবে রাসুল সা. এর বিকৃত ও অবমাননামূলক কার্টুন প্রদর্শনের মাধ্যমে এই সংঘাতে ফ্রান্স একটি পক্ষ অবলম্বন করেছে। ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর অগ্রপথিক ও নিজেদের সেক্যুলার দাবী করা রাষ্ট্র ফ্রান্স এক্ষেত্রে জনগণের অধিকার খর্ব করেছেন এবং নিরপেক্ষ অবস্থান হারিয়েছে। তারা নিজেদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলিক বিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছে। এর কারণ হলো উগ্র ডানপন্থী নেতা ম্যাক্রনের সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষের উদগীরণ।

ইউরোপের খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেক্যুলার দেশ ফ্রান্সে যখন এসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ঠিক তার কাছাকাছি সময়ে এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আরেক নব্য সেক্যুলার দেশ বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি একইরকম ইসলামবিদ্বেষের সুপরিকল্পিত বিস্তার এবং তর্জনগর্জন।

সম্প্রতি ডিবিসি নিউজ নামের এক টিভি চ্যানেলের টকশোতে বলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর জিয়া রহমানের কিছু কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেখা যায় তিনি বলছেন, স্লামালিকুম এর বদলে আসসালামু আলাইকুম পরিস্কারভাবে বলা, কিংবা খোদা হাফেজ শব্দের পরিবর্তে আল্লাহ হাফিজ বলার অভ্যাস হলো বিএনপি জামায়াতের 'মাসালা'র মাধ্যমে শেখানো হয় এবং এগুলো হলো জঙ্গিবাদের লক্ষণ।

এই ধরণের ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্যের প্রসার ও চর্চা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ খোলামেলাভাবেই ইসলামবিদ্বেষের চর্চা করে থাকে। একাত্তর টিভির পুরনো এরকটি টকশোতে দেখা যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মদদপ্রাপ্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবি শাহরিয়ার কবির বলছেন, ইসলামী শরিয়াতে তিনজন খলীফাকে হত্যা করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন রাজনৈতিক হানাহানির মাধ্যমে মুসলিমরা নিজেদের খলীফাদেরকে হত্যা করেছে। এই ধরণের বক্তব্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং সাহাবাদেরকে অপবাদ দেয়ার পরও শাহরিয়ার কবিরের কোন শাস্তি হওয়া তো দূরের কথা, এসব কথাবার্তার কারণেই বাংলাদেশে তার শক্তি ও অবস্থান আরো সংহত হয়েছে দীর্ঘদিন যাবত।

বাংলাদেশ বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অন্যদিকে ফ্রান্স নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার সূতিকাগার ও ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর ধ্বজাধারী হিসেবে দাবী করে। দুটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই ইসলামবিদ্বেষী কর্মকান্ডের রাষ্ট্রয়ি পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তবে পার্থক্য হলো ফ্রান্সের ইসলামোফোবরা হলো অমুসলিম। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ ইসলামোফোবই নামধারী মুসলিম।

সুতরাং একজন বাংলাদেশী মুসলমান যদি ফ্রান্সের ইসলামোফোবিয়া নিয়ে প্রতিবাদ করেন, তাহলে একই সাথে তার উচিত বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের চলমান ইসলামোফোবিয়া নিয়েও কথা বলা। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কোরআন-হাদীসের বইকে 'জিহাদী বই' আখ্যা দেয়, দাঁড়ি-টুপি-পাঞ্জাবীকে জঙ্গিবাদের লক্ষণ বলার কথা বাংলাদেশের মানুষ শুনেছে। ফ্রান্সের উগ্রপন্থী ধর্মবিদ্বেষী সরকারের তুলনায় বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদ কোন মহত্তর অবস্থানে নেই, বরং হিসাব করলে দেখা যাবে মানবাধিকার লংঘনের কারণে বাংলাদেশের ইসলামোফোবিয়ার ব্যাপ্তি ও ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সংখ্যাই নিঃসন্দেহে অনেক বেশি হবে। কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ঈমানের দাবীর কারণে ফ্রান্সের ইসলামোফোবিয়া নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে একইসাথে তার বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির দিকেও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তাকানো দরকার।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Buy a block of one square meter for $480 to help secure the land of mosque & full time madrasa

"Whoever builds a mosque for ALLAH, then Allah will build for him House like it in Paradise"

Lets buy one block for each of our family members specially our parents

- 705 Fifteenth Ave, kemps Creek
- Land size 5 Acres
- Purchase price 4 million
- Pre DA advise with Liverpool Council completed for the above proposed plan with positive outcomes for place of worship and community hall.

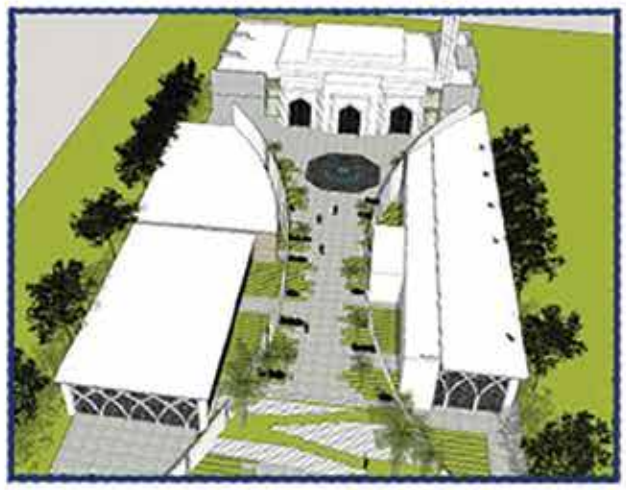

Proposed design

- 12KM from Liverpool City and 7 Minutes from Leppington Train Station.
- In neighbouring area of Malek Fahad School, Al Faisal College & Unity Grammar College

Cultural & Welfare Centre of NSW Inc.
Registration INC1801551 ABN 28141523728

contact:

0422 874 405, 0404 802 230
0405 888 488, 0402 602 528

Account Name:
Cultural and Welfare Centre of NSW Inc.
BSB: 062 424
Account No: 1083 0762
Commonwealth bank of Australia

www.cwcnsw.com.au
info.cwcnsw@gmail.com

ব্যভিচার

ডাঃ ইমাম হোসেন (ব্রুনাই)

অবস্থা ও পাত্রভেদে ব্যভিচারের মধ্যে কোন কোনটি অপরটির তুলনায় জঘন্যতম।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা অবৈধ যৌন-যোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।
(সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত, ৩২)
তিনি আরও ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।
যারা এগুলো করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করে।
(সূরা ফুরকান : আয়াত,৬৮-৬৯)
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী নারী- ওদের প্রত্যেককে একশো ঘা করে বেত মার। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর,আয়াত: ০২)
আলিমগন বলেছেন, এহলো অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার ব্যভিচারের পার্থিব শাস্তি। যদি তারা উভয়ে বিবাহিত হয় অথবা জীবনে একবার মাত্র বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে। রাসূল (সা.) এর হাদীসদ্বারা এ শাস্তি প্রমাণিত। যদি দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দেয়া না হয় এবং তওবা না করে মারা যায়, তাহলে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ছড়িদ্বারা এ শাস্তি দেয়া হবে। যাবুর কিতাবে আছে, ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ রশিদ্বারা বেঁধে জাহান্নামের আগুনে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং লোহার চাবুকদ্বারা তাদের পিটানো হবে। মারের চোটে যখন চিৎকার করতে থাকবে তখন জাহান্নামের ফেরেশতা (দারোগা) ডেকে বলবে, " কোথায় ছিল তোমার এ আওয়াজ? তখন তো তুমি হাসি -ঠাট্টা, আমোদ স্ফূর্তিতে মেতেছিলে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছিলে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করনি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলছেন : ব্যভিচারী পুরুষ মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না, চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না, মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন তার ঈমান থাকে না এবং দুষ্কৃতকারী যখন এমন অপকর্মে লিপ্ত হয় যাদ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়,তখন তার ঈমান থাকে না। (বুখারী,মুসলিম ও আবূ দাউদ)

নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন, যখন কোন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তার ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার মাথার উপর ছায়ার মতো অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর সে যখন তা থেকে মুক্ত হয় তখন তার ঈমান ফিরে আসে। (আবূ দাউদ)
মহানবী (সা.) আরও বলেন, যে ব্যক্তি যিনা করে অথবা মাদকদ্রব্য পান করে, আল্লাহ তা'আলা তার ঈমান এমনভাবে খুলে নেন যেমন মানুষ তার মাথা দিয়ে জামা খুলে থাকে।
রাসূললুল্লাহ (সা.) অন্য এক হাদীসে বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না,তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি থাকবে : ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ২. মিথ্যাচারী শাসক এবং ৩. অহংকারী গরীব।
(মুসলিম, নাসায়ী)
হযরত আব্দুলল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) কোন পাপটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বড়ো? তিনি বললেন, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে অংশীদার নির্ধারণ করা। আমি বললাম এটা তো অবশ্য জঘন্যতম পাপ। তারপর কোনটি বড় পাপ ? তিনি বললেন, তোমার সাথে খাওয়া -পরায় অংশ নেবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর বড় পাপ কোনটি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (বুখারী,মুসলিম)
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাণীর সমর্থনে আল্লাহ তাআ'লা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন :
যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করে। (সূরা ফুরকান : আয়াত,৬৮-৬৯)

প্রোক্ত হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে অবৈধ যৌন সংযোগ স্থাপন করা শিরক ও নরহত্যার ন্যায় মহাপাপ।
সহীহ্ আল বুখারীতে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) সূত্রে নবী করীম (সা.) এর মিরাজ সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ.) তাঁর কাছে এলেন। নবী করীম (সা.) বলেন, আমরা পথ চলতে শুরু করলাম। একপর্যায়ে আমরা তন্দুরের মত একটি বস্তু দেখতে পেলাম যার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ন ও নিচের অংশ ছিল প্রশস্ত। ভিতর থেকে শোরগোল ও চিৎকারের শব্দ বের হচ্ছিল। আমরা এর ভিতরের দেখতে পেলাম অনেক উলঙ্গ নারী - পুরুষ। হঠাৎ দেখলাম আগুনের শিখা তাদের নিম্নভাগ থেকে এসে তাদের স্পর্শ করলো। আর তারা তখন প্রচন্ড উত্তাপে চিৎকার দিতে শুরু করলো। আমি বললাম, ওহে ভাই জিবরাঈল! এরা কারা? হযরত জিবরাঈল)(আ.) বললেন, এরা হলো ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা। তাদের এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। (বুখারী) আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই। আল্লাহ তা'আলার বানী: "লাহা সাবআাতু আবওয়াবিন" অর্থাৎ জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আতা (র.) বলেন, এদের মধ্যে যে দরজাটি সবচেয়ে উত্তপ্ত, কষ্টদায়ক ও ভয়ংকর, তা হলো সে সব ব্যভাচারী নর-নারীর জন্য যারা একাজকে পাপ জেনেও করেছে।
হযরত মাকহুল দামেশকী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহান্নামীরা একটি ভয়ানক দুর্গন্ধ অনুভব করে বলবে এত দুর্গন্ধ তো কখনো অনুভব করিনি। তাদের বলা হবে, এহলো ব্যভিচারী নর - নারীদের যৌনাঙ্গের দুর্গন্ধ।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) -কে যে দশটি আয়াত দিয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে -- চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, যদি তুমি তা করো তবে তুমি আমার সামনে আসবে না। যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মূসা (আ.) কে সম্বোধন করে এরূপ কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেক্ষেত্রে অন্যদের অবস্থা কতো ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।
নবী করীম (সা.) বলেছেন, শয়তান তার বাহিনীকে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে দেয় এবং তাদের বলে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত বা গোমরাহ করতে পারবে আমি তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবো। এদের মধ্যে যে যত বড় জঘন্য কাজে লিপ্ত করাতে পারে সে শয়তানের কাছে ততবেশি মর্যাদালাভ করে।
যখন কেউ এসে বলে আমি অমুক দম্পতির পেছনে লেগে উভয়ের মধ্যে তালাকের চুড়ান্ত করে ছেড়েছি, তখন ইবলিশ বলে তুমি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করনি। সে শীঘ্রই অন্য একটি বিয়ে করে নিবে। তারপর অন্য একজন এসে বলল, আমি অমুক দুই ভাইয়ের পেছনে লেগে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করেছি। সে বলল তুমি কিছুই করনি। অনতিবিলম্বে তারা আফোস করে নেবে। তারপর একজন এসে বলল, আমি অমুক লোকের পেছনে লেগেছিলাম এবং তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে ছেড়েছি। তখন ইবলিস বলে, তুমি ভালোই করেছো। তারপর সে তাকে নিজের কাছে বসায় এবং মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।
মহান আল্লাহর দরবারে আমরা শয়তান ও তার বাহিনীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঈমান হলো একটি জামা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে এ জামা পরান। আর যখন বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ তার থেকে ঈমানের জামা খুলে নেন। এরপর যদি সে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ তার সে জামা পরিয়ে দেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন, হে মুসলিম জনতা! তোমরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাক। কেননা এর ছয়টি কুফল রয়েছে। তিনটি কুফল দুনিয়াতে এবং তিনটি কুফল আখিরাতে। দুনিয়ার তিনটি হলো তার চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, তার আয়ু কমে যায় এবং অভাব অনটন লেগেই থাকে। আর যে তিনটি কুফল পরকালে রয়েছে তাহলো, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, তার নিকট থেকে কঠোরভাবে হিসাব নিবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। (বায়হাকী)
রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, শিরকের পর সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো নিজের বীর্যকে এমন মহিলার যৌনাঙ্গে নিক্ষেপ (সহবাস) করা যে তার জন্য হালাল নয়। (আহমদ, তাবরানী)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে, যেখানে নানাপ্রকার অজগর রয়েছে। প্রত্যেক সাপ উটের ঘাড়ের মতো মোটা। নামায তরককারীদের এসব সাপ কাটবে। ঐসব সাপের বিষ তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্তর (৭০) বছরকাল ঐ বিষক্রিয়া দেহে স্থায়ী হবে। তারপর তার দেহের মাংস খসে পড়বে।
জাহান্নামে আর একটি উপত্যকা আছে, যার নাম "জুববুল হুযন" সেখানে নানাপ্রকার সাপ ও বিচ্ছু রয়েছে। প্রত্যেকটি হবে খচ্চরের মত।
তাদের সত্তরটি করে শুঁড় থাকবে এবং প্রত্যেক শুঁড়েই বিয় থাকবে। ঐসব বিচ্ছু ব্যভিচারীদের দংশন করতে থাকবে এবং বিষ ঢালতে থাকবে যা সে একহাজার বছর পর্যন্ত অনুভব করে। অতঃপর তার শরীরের মাংস খসে পড়বে এবং তার যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজ ও পুঁজমিশ্রিত রক্ত বের হতে থাকবে।(আহমদ)

হাদীস শরীফে আরও আছে, যে ব্যক্তি কোন বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার করবে তাদের উভয়ের উপর এ উম্মতের অর্ধেক আযাব নিপতিত হবে। যদি মহিলার স্বামীর অজান্তে স্ত্রী এ কাজ করে থাকে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষের নেকী গুলো তার স্বামীকে দিতে নির্দেশ দিবেন। আর যদি তার এ অপকর্মের কথা জেনেও চুপ করে থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের দরজায় লিখে রেখেছেন : "তুমি দায়্যুসের জন্য হারাম"। দায়্যুস হলো ঐ ব্যক্তি যার স্ত্রী অশালীন ও অশ্লীলভাবে চলাফেরা করে এবং সে তার প্রতিকার করে না। হাদীস শরীফে আরও আছে, যে ব্যক্তি এমন মহিলার দেহে কামনাবেগের সাথে হাত দেবে যে তার জন্য হালাল নয়, কিয়ামতের দিন তার হাত তার কাঁধের সাথে বাঁধা অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। যদি সে ঐ মহিলাকে চুমো খায়, তবে জাহান্নামে তার ঠোঁট দু'টো কাটা হবে। যদি সে তার সাথে ব্যভিচার করে, তবে তার উরু তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে এবং বলবে,
" আমি হারাম কাজের জন্য তার উপর আরোহন করেছি"। তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং তার চেহারার গোশত খসে পড়বে। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি করেছ? তখন তার জিহবা বলবে, আমি হারাম বস্তু গ্রহণ করেছি; তার হাত দুটো বলবে, আমি হারাম বস্তু গ্রহণ করেছি, তার চোখ দুটো বলবে, আমি হারামের দৃষ্টিপাত করেছি। তার পা দুটো বলবে, আমি হারামের পথে অগ্রসর হয়েছি; তার যৌনাঙ্গ বলবে, আমি ব্যভিচার করেছি। রক্ষী ফেরেশতাদের একজন বলবে, আমি শুনেছি এবং অপরজন বলবে আমি তা লিখেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি এ সম্বন্ধে অবগত ছিলাম কিন্তু তা গোপন রেখেছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন,
" হে আমার ফেরেশতাগন! তাকে পাকড়াও করো এবং আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাও। যার লজ্জা নেই তার প্রতি আমার ক্রোধের অন্ত নেই " এর সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে, " সেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। "(সূরা নূর:২৪)

ব্যভিচারের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যভিচার হলো মা, বোন, সৎমা এবং যারা মুহরিম তাদের সাথে ব্যভিচার করা। হাকিম বর্ননা করেছেন, যে ব্যক্তি মুহরিমের সাথে ব্যভিচার করবে তাকে হত্যা করো।" বারা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর মামাকে পাঠিয়েছিলেন
এক ব্যক্তিকে হত্যা করার এবং তার সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত করার জন্য যে তার পিতার বিবাহিত স্ত্রী অর্থাৎ সৎমাকে বিবাহ করেছিল।
আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করি, তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন। কেননা, তিনি দয়ালু ও দাতা।

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم مذبحة درويش من أبناء الجالية العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $16.99
- 2 KG Goat Curry $23.99
- 5 KG Breast Nugget $49.99
- 5 KG Breast Fillet $ 44.99
- 2 KG Lamb Curry $22.99
- 2 KG Diced Lamb &44.99
- 5 KG Breast Burge $49.99
- 2 Kg Lamb Chops $29.99

ROSE MOTORS PTY LTD ACN: 638329334
Quality Local & Imported cars with affordable price!
ACN: 638329334

ROSE MOTORS PTY LTD

Quality Local & Imported cars with affordable price!

রাইড শেয়ার: উবার, ডিডি, ওলা চালকদের জন্য সুখবর!

OPENING HOURS
Monday
9:00 AM to 9:00 PM
Tuesday
9:00 AM to 9:00 PM
Wednesday
9:00 AM to 9:00 PM
Thursday
9:00 AM to 9:00 PM
Friday
9:00 AM to 9:00 PM
Saturday
9:00 AM to 9:00 PM
Sunday
Closed

টয়োটা করোলা ফিল্ডার হাইব্রিড, অটোমেটিক, লো কিলোমিটার $14990.00

নিশান সেরিনা হাইব্রিড অটোমেটিক, লো কিলোমিটার $21490.00

টয়োটা করোলা ফিল্ডার হাইব্রিড, অটোমেটিক, লো কিলোমিটার $16990.00

আরো অনেক নুতন জাপানিজ মডেল নিশান Elgrand 2007, 2008 ও টয়োটা Viell Fier 2012 এবং লোকাল অনেক ব্র্যান্ডস

যোগাযোগ: 18 Bosworth Street, Richmond, NSW 2753, Ph: 0423 265 387,e-mail: rosemotors.ptyltd@gmail.com

AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, November 2020, Volume-11, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

MAHMUD DISTRIBUTORS
ALI SYDNEY INTL PTY LTD EST 2020

MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

অপেক্ষাকৃত
সাশ্রয়ী মূল্য
গ্যারান্টি